রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৯, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৫/২৩ মাঘ ১৪১১

এস, আর, ও নং ৩৪-আইন/২০০৫—Industrial Relations Ordinance, 1969 (Ord. No. XXIII of 1969) এর section 37 এর sub-section (2) এর বিধান মোতাবেক সরকার, শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
	অভিযোগ মামলা	
১।	অভিযোগ মামলা	২/২০০৩
২।	কমপ্লেইন্ট কেস	২/২০০৪
৩।	অভিযোগ মামলা	১৫/২০০২
৪।	অভিযোগ মামলা	৮/২০০২
৫।	অভিযোগ মামলা	৭/২০০২
৬।	অভিযোগ মামলা	৬/২০০২
৭।	অভিযোগ মামলা	৪/২০০২
৮।	অভিযোগ মামলা	১১/২০০২
৯।	অভিযোগ মামলা	১০/২০০২

মূল্য ঃ টাকা ৬০.০০

১	২	৩
১০।	অভিযোগ মামলা	১৬/২০০২
১১।	অভিযোগ মামলা	১৩/২০০২
১২।	অভিযোগ মামলা	৩/২০০৩
১৩।	অভিযোগ মামলা	১২/২০০২
১৪।	অভিযোগ মামলা	০৬/২০০৩
১৫।	কমপ্লেইন্ট কেস	৪/২০০৩
১৬।	কমপ্লেইন্ট কেস	৫/২০০৩
	আই, আর, ও, মামলা	
১৭।	আই, আর, ও, মামলা	৬/২০০৪
১৮।	আই, আর, ও, মামলা	১০১/২০০৩
১৯।	আই, আর, ও, মামলা	২৪/১৯৮৮
২০।	আই, আর, ও, মামলা	২০/২০০৪
২১।	আই, আর, ও, মামলা	২২/২০০৪
২২।	আই, আর, ও, মামলা	২৪/২০০৪
২৩।	আই, আর, ও, মামলা	৪০/২০০৪
২৪।	আই, আর, ও, মামলা	৩০/২০০৪
২৫।	আই, আর, ও, মামলা	৩৬/২০০৪
২৬।	আই, আর, ও, মামলা	৩৭/২০০৪
২৭।	আই, আর, ও, মামলা	১৯/২০০৪
২৮।	আই, আর, ও, মামলা	২৫/২০০৪
২৯।	আই, আর, ও, মামলা	৩৫/২০০৪
৩০।	আই, আর, ও, মামলা	৩২/২০০৪
৩১।	আই, আর, ও, মামলা	২৮/২০০৪
৩২।	আই, আর, ও, মামলা	২৯/২০০৪
৩৩।	আই, আর, ও, মামলা	৫১/২০০৪
৩৪।	আই, আর, ও, মামলা	৫২/২০০৪
৩৫।	আই, আর, ও, মামলা	৪৫/২০০৪
৩৬।	আই, আর, ও, মামলা	৩৯/২০০৪

১	২	৩
৩৭।	আই, আর, ও, মামলা	৩৮/২০০৪
৩৮।	আই, আর, ও, মামলা	৩৪/২০০৪
৩৯।	আই, আর, ও, মামলা	৪১/২০০৪
৪০।	আই, আর, ও, মামলা	৩১/২০০৪
৪১।	আই, আর, ও, মামলা	৪৬/২০০৪
৪২।	আই, আর, ও, মামলা	২৭/২০০৪
৪৩।	আই, আর, ও, মামলা	৩৩/২০০৪
৪৪।	আই, আর, ও, মামলা	১২১/২০০৩
	আই, আর, ও, (আপীল) মামলা	
৪৫।	আই, আর, ও, (আপীল) মামলা	৮/২০০৪
৪৬।	আই, আর, ও, (আপীল) মামলা	১৩১/২০০৩
৪৭।	আই, আর, ও, (আপীল) মামলা	৫/২০০৪
৪৮।	আই, আর, ও, (আপীল) মামলা	৯/২০০৪
	পি, ডাব্লিউ, মামলা	
৪৯।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৭/২০০৪
৫০।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	১/২০০৩
৫১।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৯/২০০৩
৫২।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৫/২০০৩
৫৩।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৫/২০০১
	ফৌজদারী মামলা	
৫৪।	ফৌজদারী মামলা	৩২/২০০২
৫৫।	ফৌজদারী মামলা	৩/১৯৮৮
৫৬।	ফৌজদারী মামলা	৬/২০০৪
৫৭।	ডাব্লিউ, সি, মামলা	৩/২০০৪

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহজাহান আলী সরদার
উপ-সচিব (শ্রম)।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ২৯শে জুলাই/২০০৪

অভিযোগ মামলা নং ২/২০০৩

মোঃ আলতাফ হোসেন, নিম্নমান সহকারী,

রাজশাহী পাটকল লিঃ, শ্যামপুর, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। প্রকল্প প্রধান, রাজশাহী পাটকল লিঃ, শ্যামপুর, রাজশাহী।

২। উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), রাজশাহী পাটকল লিঃ,
শ্যামপুর, রাজশাহী।

৩। সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (প্রশাসন),
রাজশাহী পাটকল লিঃ, শ্যামপুর, রাজশাহী।

৪। সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা, সমাপনী বিভাগ।
রাজশাহী পাটকল লিঃ, শ্যামপুর, রাজশাহী।—**প্রতিপক্ষগণ**।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ আবুল কাশেম (২), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ আলতাফ হোসেন, নিম্নমান সহকারী, রাজশাহী জুট মিলস লিঃ, রাজশাহী কর্তৃক শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারা মোতাবেক ১নং প্রতিপক্ষ প্রকল্প প্রধান, রাজশাহী জুট মিল কর্তৃক ২৫-১-২০০৩ইং তারিখের স্মারক নং রাজুমি/প্রশা/পিএফ/৬৪০ মূলে প্রদত্ত শাস্তি অন্যায়, বেআইনী, বিধি বহির্ভূত ও ন্যায়নীতির পরিপন্থি গণ্যে রদ রহিত/বাতিলপূর্বক শাস্তি হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষগণের প্রতি আদেশ প্রদানের নিমিত্ত মামলাটি আনীত হইয়াছে।

বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী মোঃ আলতাফ হোসেন রাজশাহী জুট মিলে নিম্নমান সহকারী হিসাবে ২৭-২-৯০ইং তারিখ থেকে মিলের ভান্ডার ক্রয় বিভাগে কর্মরত রহিয়াছেন এবং সততা ও নিষ্ঠার সহিত কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি সহকারে দায়িত্ব পালন করিতে থাকাকালে ২৭-৯-৯৪ইং তারিখের রাজুমি/প্রশা/৬/৪৩৫ নং দপ্তরাদেশে ভান্ডার ক্রয় বিভাগ হইতে মিল সাইডে বদলী করেন এবং তৎপর ১-৩-৯৫ইং তারিখের রাজুমি/প্রশা/৬/১০০৯ নং দপ্তর আদেশমূলে মিল সাইড হইতে পি, এফ, শাখা (হিসাব) বিভাগে বদলী করেন। প্রতিপক্ষ ৮-৬-৯৫ইং তারিখেরা রাজুমি/প্রশা/৬/১৬৭৬ নং দপ্তরাদেশে পি, এফ (হিসাব) বিভাগ হইতে পুনরায় ভান্ডার ক্রয় বিভাগে এবং তৎপর ২৬-৯-৯৫ ইং তারিখের রাজুমি/প্রশা/৬/২২২ নং দপ্তরাদেশে ভান্ডার বিভাগ হইতে টালি করণিক হিসাবে মিল সাইডে বদলী করেন এবং তৎপর প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে পুনরায় ৪-২-৯৬ইং তারিখের রাজুমি/প্রশা/৬/৬৬৬নং দপ্তরাদেশে টালি করণিক মিল সাইড হইতে ভান্ডার বিভাগে নিম্নমান সহকারী হিসাবে বদলী করেন। অতঃপর দরখাস্তকারীকে গত ১২-৮-২০০০ইং তারিখের রাজুমি/প্রশা/৬/১৮৮নং দপ্তরাদেশে ভান্ডার বিভাগ হইতে মিলের শ্রম কল্যাণ বিভাগে বদলী করেন। দরখাস্তকারী কর্তৃপক্ষের বদলী আদেশের প্রেক্ষিতে বদলীকৃত বিভিন্ন দপ্তরে কাজে যোগদান করেন এবং সততা ও দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। শ্রম কল্যাণ বিভাগের নিম্নমান করণিক হওয়ায় ৪নং প্রতিপক্ষ (সাবেক শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা) দরখাস্তকারীর বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। দরখাস্ত কারী শ্রম কল্যাণ দপ্তরে কর্মরত থাকা অবস্থায় মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তারীকে মিলের অভ্যন্তরে দোকান ঘরসমূহের বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্য নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে মৌখিকভাবে নির্দেশ প্রদান করেন এবং ৪নং প্রতিপক্ষের তত্ত্বাবধানে ১৪-৮-২০০০ইং তারিখের পর থেকে দোকান ঘরগুলির ভাড়া আদায়ের দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন এবং ভাড়া আদায়ের হিসাব ৪নং প্রতিপক্ষের নির্দেশে কাঁচা রেজিষ্টারে হিসাব সংরক্ষণপূর্বক মিলের হিসাব বিভাগে জমা প্রদান করিতে থাকেন। দরখাস্তকারী দোকান ঘরগুলির বকেয়া ভাড়া ১৮,৬০০ টাকা আদায়ে সক্ষম হন এবং ৪নং প্রতিপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শক্রমে কাঁচা রেজিষ্টারে ভাড়ার হিসাব সংরক্ষণ করিতে থাকেন এবং ভাউচারের মাধ্যমে মিলের হিসাব বিভাগে জমা প্রদান করেন। ৪নং প্রতিপক্ষ শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মিলের দোকান ঘরগুলির ভাড়া আদায়পূর্বক মিলের হিসাব বিভাগে যথারীতি জমা প্রদান করেন। কিন্তু শ্রম দপ্তরে কর্মরত থাকা অবস্থায় ৩০-১০-২০০২ইং তারিখের স্মারক নং-রাজুমি/প্রশা/পি,এফ,/৩৭৬ মূলে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে সাময়িক অপসারণসহ দুই দফা ভিত্তিক অভিযোগ পত্র আনয়ন করিয়া ৪ দিনের মধ্যে জবাব দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন। দরখাস্তকারী ৩১-১০-০২ইং তারিখে অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক জবাব দাখিল করেন কিন্ত কর্তৃপক্ষ দাখিলী জবাব সন্তোষজনক বিবেচনা না করিয়া গত ৩-১১-০২ইং তারিখের স্মারক নং রাজুমি/প্রশা/পি,এফ/৩৮৭ মূলে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে ২ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তদন্ত কমিটির কার্যক্রমে দরখাস্ত কারীর উপস্থিতিতে কোন সাক্ষ্য গ্রহণ ছাড়াই এবং দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া মনগড়া তদন্ত করেন এবং দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিচারাধীন রাখিয়া ১৪-১১-০২ইং তারিখের রাজুমি/প্রশা/পি,এফ/৪০৮ নং স্মারকমূলে তাহাকে কাজে যোগদানের অনুমতি দিলে দরখাস্ত কারী শ্রম কল্যাণ দপ্তরে কাজে যোগদানপূর্বক দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। দরখাস্তকারী চাকুরীতে দায়িত্ব পালন করাকালে ১নং প্রতিপক্ষের ২৫-১-০৩ইং তারিখের স্মারক নং রাজুমি/প্রশা/পি,এফ/৬৪০ মূলে দরখাস্তকারীকে ৩০-১০-০২ইং তারিখের ৩৭৬ নং স্মারকের অভিযোগ পত্রের প্রেক্ষিতে ১নং অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং ২নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাহাকে ৩ দিনের বিনা বেতনের শাস্তির আদেশ প্রদান করেন এবং একটি বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) বাতিল করেন এবং ১-১-০২ইং তারিখ থেকে স্কেল না দিয়া বেতনক্রম ৩৩১৫ টাকা হইতে ৩১৯০ টাকা ধার্য করেন। দরখাস্ত কারী উক্ত শাস্তির আদেশ বেআইনী হওয়ায় ১-২-০৩ইং তারিখে হাতে হাতে এবং ৪-২-০৩ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রিভান্স দরখাস্ত প্রদান করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ ৫-২-০৩ ইং তারিখের রাজুমি/প্রশা/পি,এফ/৬৭৩নং স্মারকমূলে দরখাস্তকারীর গ্রিভান্স দরখাস্ত বিবেচনা করার কোন অবকাশ

নাই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। দরখাস্তকারী মিলের দোকান ঘরের ভাড়া ৪নং প্রতিপক্ষের তত্ত্বাবধানে যথারীতি আদায়পূর্বক জমা প্রদান করা সত্ত্বেও এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ যে শাস্তির আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা অন্যায়, বেআইনী ও বিধি বহির্ভূত গণ্যে বাতিলপূর্বক শাস্তি হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি নির্দেশের নিমিত্ত মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অপরদিকে ১-৪ নং প্রতিপক্ষগণ ওকালতনামা যোগে মামলায় হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাকারে মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য নহে, মামলাটি তামাদি দোষে বারিত, বাদীর মামলাটি দায়েরের কোন কারণ উদ্ভব ঘটে নাই, বাদীর মামলাটি মিথ্যা ও কারণবিহীন হওয়ায় ডিসমিসযোগ্য হইতেছে।

প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী আলতাফ হোসেন নিম্নমান সহকারী হিসাবে রাজশাহী জুট মিলের শ্রম দপ্তরে কর্মরত থাকা অবস্থায় মিলের অভ্যন্তরে অবস্থিত দোকান ঘরগুলির ভাড়া/খাজনা আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন এবং ভাড়া/খাজনা আদায়পূর্বক মিলের হিসাব বিভাগে আদায়কৃত টাকা জমা প্রদান না করিয়া টাকা আত্মসাৎ করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ৩০-১০-০২ইং তারিখের রাজুমি/প্রশা/পি,এফ/৩৭৬ নং স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। দরখাস্তকারী অভিযোগের ভিত্তিতে ৩১-১০-০২ইং তারিখে জবাব দাখিল করিলে জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ২ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তদন্ত কমিটির তদন্তকার্য চলাকালে ১৪-১১-০২ইং তারিখের ৪০৮ নং স্মারকমূলে দরখাস্তকারীকে কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে তদন্ত অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় এবং তদন্তকালে বাদীর স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে ২০-২-০২ইং তারিখে আদায়কৃত টাকা ৩০-১০-০২ইং তারিখে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে ঐ তারিখে এক বৎসর জমা দেন। খাজনা আদায়ের রেজিষ্টার পরীক্ষাপূর্বক দরখাস্তকারীকে মৌখিকভাবে জমা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও দরখাস্তকারী উহাতে কর্ণপাত করেন নাই এবং তৎপ্রেক্ষিতে আদায়কৃত টাকা জমা না দেওয়ায় বাণিজ্যিক নিরীক্ষা/অডিট হয় এবং বিষয়টি ৩০-১০-০২ইং তারিখে অভিযোগ আকারে উত্থাপিত হইলে দরখাস্তকারী আদায়কৃত টাকার মধ্যে ২,১৬৮ টাকা মিলের তহবিলে জমা প্রদান করেন। কমার্শিয়াল অডিট/তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দরখাস্তকারীর একটি বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের ৩ দিনের বিনা বেতনের ছুটিসহ লঘু দন্ড প্রদানের সুপারিশ হয় এবং তৎপেক্ষিতে দরখাস্ত-কারীর চাকুরী সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় লঘু দন্ড প্রদান করেন। বিভিন্ন সময়ে দরখাস্তকারীকে সতর্কীকরণসহ বিভাগীয় শাস্তি দেওয়া হয়। দরখাস্তকারীর সার্ভিস রেকর্ড ভাল নহে এবং তিনি একজন অবাধ্য কর্মচারী। সুতরাং বাদীর উপর আরোপিত লঘু দন্ড যথার্থ হওয়ায় বাদী আইনতঃ কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। মামলা দায়েরের পর ভাড়া আদায়ের রেজিষ্টার পরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, মিলের দোকানসমূহ থেকে ভাড়া আদায় করতঃ মিলের তহবিলে পাওনার বিবরণ ও রশিদপত্র ফাইলপত্রের প্রেক্ষিতে সরাইয়া ফেলিয়াছেন। বিষয়টি চরম অনিয়ম গণ্যে ৩-৭-০৩ইং তারিখের রাজুমি/প্রশা/পি, এফ/১৮ স্মারকমূলে পুনরায় কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং দরখাস্তকারীর প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ১২-৭-০৩ইং তারিখের স্মারক নং ২০০২ মূলে দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং বাদীর ভাড়া আদায়ের খাতা পত্র পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক ৬,৩১৫/২০ টাকা ভাড়া আদায়ের হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু বাদীর ঐ টাকা জমা প্রদানের কোন রশিদ নাই। প্রতিপক্ষ ১২-৮-০৩ইং তারিখের ২৯১ নং স্মারকমূলে আদায়কৃত টাকার হিসাব দরখাস্তকারীকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য তলব তাগাদা প্রদান করিলেও হিসাব বুঝাইয়া দেওয়ার পরিবর্তে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলিয়া জবাব দেন এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রহিয়াছে। বাদীর মিথ্যা উক্তিতে মামলাটি দায়ের করায় খারিজযোগ্য হইতেছে।

মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে বাদীপক্ষে পি,ডাব্লিউ-১ মোঃ আলতাফ হোসেন বাদী স্বয়ং, পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ আবদুল আজিজ, পি, ডাব্লিউ-৩ আসফার জাহেরী, নিরাপত্তা কর্মকর্তা মোট ৩ জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক)—১(জ), ২-৭, ৭(ক), ৮—১৫, ১৬(১)—১৬(১৪), ১৭-১৯, ১৯(ক) কাগজাদি প্রমাণে আনেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষেও, পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মঞ্জুর রহমান, সহ-হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রাজশাহী জুট মিল, ও ও,পি,ডাব্লিউ-২ মোঃ মতিউর রহমান, উচ্চমান, শ্রম কল্যাণ দপ্তর, রাজশাহী জুট মিল ২ জন সাক্ষী পরীক্ষা করেন এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট ক, ঙ, ঙ(১), ঙ(২), চ-জ, জ(১)—জ(২২), ঝ, ঞ, ঞ(১), ট-ঢ, ঢ(১), ণ, ত ও থ হিসাবে প্রমাণে আনেন।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। অত্রাকারে দরখাস্তকারীর মামলাটি কি আইনতঃ সচলযোগ্য?

২। অত্র মামলাটি কি তামাদি দোষে বারিত?

৩। ১নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২৫-১-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং রাজুমি/প্রশা/পি,এফ/৬৪০ মূলে দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত শাস্তি কি অন্যায়, বেআইনী, বিধি বহির্ভূত ও ন্যায় নীতির পরিপন্থি এবং উক্ত শাস্তির আদেশ থেকে কি দরখাস্তকারী অব্যাহতি পাইবার হকদার?

৪। দরখাস্তকারী কি প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিবেচ্য বিষয় নং ২

স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী মোঃ আলতাফ হোসেন, নিম্নমান সহকারী, রাজশাহী জুট মিলকে ১নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২৫-১-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং রাজুমি /প্রশা/পি,এফ/৬৪০ মূলে দরখাস্ত-কারীর ৩০-১০-০২ হইতে ১-১১-০২ইং তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন বিনা বেতন কনফার্ম এবং ২-১১-০২ থেকে ১৩-১১-০২ ইং তারিখ পর্যন্ত সাবসিসটেনস এলাউনস প্রাপ্তির আদেশসহ দরখাস্তকারীর একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বাতিলের শাস্তির আদেশ প্রদান করা হয় (দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-৮ এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ট মূলে সমর্থিত)। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে এক্সিবিট-১ গ্রিভান্স পিটিশন ৪-২-০৩ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিলে এক্সিবিট-১০ প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রতিপক্ষ(প্রশাসন) ৬-২-০৩ তারিখে প্রাপ্ত হন। সুতরাং তর্কিত শাস্তির আদেশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভান্স দরখাস্ত রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রদান করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক এক্সিবিট-১১ স্মারক নং-৬৭৩ ৫-২-০৩ইং তারিখে আবেদন বিবেচনার সুযোগ নাই মর্মে জানাইয়া দিলে দরখাস্তকারী অত্র মামলাটি রেকর্ড দৃষ্টে ০৩-০৩-০৩ইং তারিখে তামাদি সময়ের মধ্যে দায়ের করিয়াছেন। সুতরাং দরখাস্তকারী ১৯৬৫ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) ধারার বিধান মোতাবেক বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল ও মামলাটি দায়ের করায় তামাদি ইস্যুটি দরখাস্তকারীর পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিবেচ্য বিষয় নং ১, ৩ ও ৪

১, ৩ ও ৪ নং বিবেচ্য বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারী মোঃ আলতাফ হোসেন ময়মনসিংহ জুট মিল থেকে বদলী সূত্রে রাজশাহী জুট মিলের ভান্ডার ক্রয় বিভাগে নিম্নমান সহকারী পদে ২৭-২-৯০ইং তারিখে যোগদানপূর্বক কর্মরত থাকেন এবং তৎপর রাজশাহী জুট মিলের ভান্ডার বিভাগ হইতে বিভিন্ন তারিখে বদলী সূত্রে বিভিন্ন বিভাগে বদলী ও ফেরত বদলী অন্তে সর্বশেষ মিলের ভান্ডার বিভাগ থেকে বদলী সূত্রে মিলের শ্রম ও কল্যাণ বিভাগে ১৪-৮-২০০০ইং তারিখে নিম্নমান সহকারী হিসাবে কাজে যোগদান করেন। বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-১, ১(ক)—১(ঘ) ও ১ (চ) বদলীর আদেশগুলি দৃষ্টে উক্ত স্বীকৃত বিষয় সমর্থিত হয় এবং এক্জিবিট- ৩ ও ৪ রিলিজ অর্ডার ও যোগদানপত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী আলতাফ হোসেন ১৪-৮-২০০০ইং তারিখে শ্রম ও কল্যাণ বিভাগে যোগদানপূর্বক চাকুরীরত থাকেন। ইহা দরখাস্তকারী কর্তৃক আরও স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী নিম্নমান সহকারীর রেগুলার দায়িত্ব ছাড়াও প্রতিপক্ষের মৌখিক নির্দেশে শ্রম ও কল্যাণ দপ্তরে কর্মরত থাকিয়া অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে মিলের অভ্যন্তরে দোকান ঘরসমূহের খাজনা বা ভাড়া আদায়ের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাহার (দরখাস্তকারী) কর্তৃক আদায়কৃত ভাড়ার কাঁচা রেজিষ্টার এক্সিবিট-ঢ (তাহার দায়িত্ব পালনকালীন সময়ের জন্য) হিসাব সংরক্ষণ করেন। দরখাস্তকারী-বাদী মামলাটিতে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারা মোতাবেক ১নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২৫-১-০৩ইং তারিখের ৬৪০ নং স্মারকমূলে দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত শাস্তি অন্যায়, বেআইনী, বিধি বহির্ভূত ও ন্যায়নীতির পরিপন্থি গণ্যে শাস্তি থেকে অব্যাহতির জন্য মামলাটি আনয়ন করেন। দরখাস্তকারী তাহার বক্তব্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ৪নং প্রতিপক্ষ সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তার অধীনে ও তত্ত্বাবধানে শ্রম ও কল্যাণ বিভাগে হিসাব রক্ষকের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে রাজশাহী জুট মিলের অভ্যন্তরে দোকান ঘরসমূহের খাজনা/ভাড়া আদায়পূর্বক রেজিষ্টার সংরক্ষণপূর্বক মিলের হিসাব বিভাগে যথারীতি ভাউচারমূলে জমা প্রদান করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ ৩০-১০-০২ইং তারিখের ৩৭৬ নং স্মারকে ২ দফা অভিযোগ আনয়নপূর্বক সাময়িক বরখাস্ত করিলে ৩১-১০-০২ইং তারিখে জবাব দাখিল করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ ৩৮৭ নং স্মারকমূলে জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না করিয়া দুই সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং দরখাস্ত কারীকে তদন্তে সাক্ষ্য গ্রহণ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া মনগড়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বেআইনীভাবে ৩ দিনের বিনা বেতন ও একটি বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বাতিলসহ শাস্তির আদেশ প্রদান করিলে দরখাস্তকারী ৪-২-০৩ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করেন এবং প্রতিকার না পাইয়া অত্র মামলাটি দায়ের করিয়াছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষগণের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে মিলের দোকান ঘরগুলির ভাড়া আদায়পূর্বক মিলের হিসাব বিভাগে জমা প্রদান না করিয়া আত্মসাৎ করিলে ৩০-১০-০২ইং তারিখের ৩৭৬ নং স্মারকে সাময়িক বরখাস্ত ও কৈফিয়ত তলব করিলে দরখাস্তকারীর ৩১-১০-০২ইং তারিখের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে দুই সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি তদন্তকার্য পরিচালনা করাকালে দরখাস্তকারীকে ১৪-১১-০২ইং তারিখের

স্মারকে চাকুরীতে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয় এবং তদন্ত অনুষ্ঠানে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিলে তদন্তকালে বাদীর স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে ২০-২-০২ইং তারিখে আদায়কৃত টাকা এক বৎসর পর জমা প্রদান প্রমাণিত হয় এবং আদায়কৃত টাকা জমা না দেওয়ায় নিরীক্ষা অডিটে বিষয়টি ৩০-১০-০২ইং তারিখে অভিযোগ আকারে উত্থাপিত হইলে দরখাস্তকারী আদায়কৃত টাকার মধ্যে ২,১৬৮ টাকা মিলের তহবিলে জমা প্রদান করেন। তদন্ত কমিটির তদন্ত রিপোর্ট ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ও চাকুরী সন্তোষজনক বিবেচিত না থাকায় লঘু দন্ড হিসাবে ৩ দিনের বিনা বেতনসহ একটি বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বাতিলের শাস্তিসহ সতর্কীকরণের শাস্তি দেওয়া হয়। বিভাগীয় প্রসিডিংয়ে শাস্তি আইনানুগ হওয়ায় বাদী প্রীতি প্রতিকার পাইবেন না। মামলা দায়েরের পরও দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে দোকানদারদের নিকট থেকে আদায়কৃত ভাড়া মিলের হিসাব বিভাগে জমা না দেওয়া ও রশিদ পত্রের ফাইল সরাইয়া নেওয়ার আরও অভিযোগ উত্থাপিত হইলে কৈফিয়ত তলবসহ দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং তদন্তাধীন রহিয়াছে। পক্ষগণ নিজ নিজ মামলা প্রমাণে মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত দ্বিতীয় অভিযোগ, অভিযোগের প্রেক্ষিতে কৈফিয়ত তলব ও ২য় তদন্ত কমিটি গঠন ও উক্ত তদন্তাধীন বিষয়টি এই মামলায় বিচার্য ও অনুসন্ধানের বিষয় নহে। কারণ উক্ত বিষয়টি অত্র মামলা দায়েরের পরবর্তীতে শুরু হইয়াছে যাহা একটি পৃথক প্রসিডিং এর আওতাভুক্ত। অত্র মামলার মূল অনুসন্ধানের বিষয় হইল যে, বিরোধীয় সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা এবং দরখাস্তকারীকে তদন্ত অনুষ্ঠান করাকালে জিজ্ঞাসাবাদসহ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়াছিলেন কিনা এবং বিরোধীয় বিষয়টি অপরাধের পর্যায়ভুক্ত ছিল কি না এবং তর্কিত সাজা প্রদানের আদেশ আইনানুগ ছিল কি না? স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী আলতাফ হোসেন নিম্নমান সহকারী শ্রম দপ্তরের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২টি অভিযোগের ভিত্তিতে চাকুরী থেকে সাময়িক অপসারণসহ কৈফিয়ত তলব করা হয় (প্রতিপক্ষের দাখিলী একজিবিট-ক এবং দরখাস্তকারীর দাখিলী একজিবিট-৫ ৩০-৬-০২ইং তারিখের ৩৭৬ নং স্মারক দ্বারা সমর্থিত) এবং আরও স্বীকৃত যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক তদন্ত কমিটির তদন্ত অন্তে সুপারিশের আলোকে ২৫-১-০২ইং তারিখের ৬৪০ নং স্মারকমূলে ১নং অভিযোগ হইতে দরখাস্তকারীকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক ২নং অভিযোগের অপরাধে দরখাস্ত কারীকে দোষী সাব্যস্তপূর্বক ৩ দিন বিনা বেতন ও একটি বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বাতিলের শাস্তির আদেশ প্রদান করিয়াছেন (দরখাস্তকারীর দাখিলী একজিবিট-৮ এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী একজিবিট-ট মূলে সমর্থিত)। সুতরাং অত্র আদালতের নিকট এখন মুখ্য অনুসন্ধানের বিষয় হইল এই মর্মে যে, একজিবিট-৫ মূলে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত ২নং অভিযোগের বর্ণনা মোতাবেক দোকানদারদের নিকট থেকে আদায়কৃত ৩০-৬-০২ইং তারিখের ৩৪০ টাকা, ২০-২-০১ইং তারিখের আদায়কৃত ৫৮০ টাকা, ১৩-৩-০১ইং তারিখের ৫৮০ টাকা, ১-৪-০১ইং তারিখর ৫৮০ এবং ১-৪-০২ তারিখে ৪২৮ টাকা সর্বমোট ২,৫০৮ টাকা মিলের হিসাব বিভাগে জমা না দিয়া আত্মসাতের উদ্দেশ্যে নিজের কাছে রাখিয়া চরম অসদাচরণ ও অনিয়মের অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন কি না? স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী আলতাফ হোসেন শ্রম ও কল্যাণ বিভাগে যোগদানের পরবর্তীতে ২ মাস পর ও,পি, ডব্লিউ,-১ মোঃ মঞ্জুর রহমান ৪নং প্রতিপক্ষ শ্রম ও কল্যাণ বিভাগে বদলী হন এবং প্রায় ২ বৎসর তাহার অধীনে ও

নিয়ন্ত্রণে দরখাস্তকারী দায়িত্ব পালন করেন এবং আন্তঃবিভাগীয় বদলীতে একই পদমর্যাদায় সমাপনী বিভাগে বদলী হন। স্বীকৃত মতেই ৩০-১০-০২ইং তারিখে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগটি উত্থাপিত হয়। রেকর্ডকৃত সাক্ষী ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী আলতাফ হোসেন সর্বশেষ ৩০-১০-০২ইং তারিখে ২,১৬৮ টাকা হিসাব বিভাগে ভাউচারমূলে আদায়কৃত ভাড়ার টাকা জমা প্রদান করেন। সুতরাং ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী আলতাফ হোসেন ২০-২-০১ইং তারিখে আদায়কৃত টাকাসহ অন্যান্য আদায়কৃত টাকা সুদীর্ঘ এক বৎসর সাত মাস পর বিভাগীয় প্রসিডিং এর বিষয় জানিতে পারিয়া ৩০-১০-০২ইং তারিখে ২,১৬৮ টাকা হিসাব বিভাগে জমা দিয়াছেন যাহাতে দরখাস্তকারীর দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা, অনিয়ম ও অসদাচরণ স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলতাফ হোসেন দরখাস্তকারী অবশ্য জেরায় দাবী করেন যে, সে, পিয়ন, সিকিউরিটি অফিসার আসফার জাহেরী ও শ্রম বিভাগের প্রধান ও উচ্চমান সহকারী মতিউর রহমানকে নিয়ে ভাড়া আদায় দিতেন কিন্তু পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ আব্দুল আজিজ, শ্রম দপ্তরের কর্মকর্তা ও পি, ডাব্লিউ-৩ আসফার জাহেরী, নিরাপত্তা কর্মকর্তা সাক্ষীদ্বয় বাদীর উক্ত ভাড়া আদায়ের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া সমর্থন করেন নাই। বরং পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলতাফ হোসেনের জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, ভাড়ার টাকা আদায়পূর্বক অফিস রেজিষ্টারে সে লিখে রাখত এবং সে নিজে রেজিষ্টারটি সংরক্ষণ করতেন। সাক্ষ্য থেকে আমরা পেয়েছি যে, ৩০-১০-০২ইং তারিখে বিভাগীয় প্রসিডিংয়ে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে দীর্ঘ ১ বৎসর ৭ মাস পর প্রসিডিংয়ের তারিখেই অভিযোগে বর্ণিত ২,৫০৮ টাকার মধ্যে ২,১৬৮ টাকা জমা প্রদান করিয়াছেন যাহাতে দরখাস্তকারীর টাকা জমা প্রদানের দীর্ঘ সুত্রিতা এবং দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা ও অসদাচরণ পরিলক্ষিত হয়। অভিযোগ পত্রে ৩০-৬-০২ ইং তারিখে ৩৪০ টাকা আদায় ও জমার বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একজিবিট-ঢ রেজিষ্টার, যাহা দরখাস্তকারী নিজে সংরক্ষণ করিতেন, পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ৩০-৬-২০০০ পর্যন্ত মোঃ জামাল উদ্দিন, ক্যান্টিন মালিকের নামীয় অনাদায়ী খাজনার পরিমাণ ২,০৮৪ টাকা উল্লেখ রহিয়াছে এবং আদায়পূর্বক রেজিষ্টারে ৩৪০ টাকা উল্লেখ থাকিলেও আদায়কারীর স্বাক্ষর ও আদায়ের তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ উক্ত জামাল উদ্দিনকে দিয়া ৩৪০ টাকা আদায় দেন নাই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের জোরালো বক্তব্য ও কাউন্টার বক্তব্য শ্রবণান্তে দেখা যায় যে, আদায় ও জমা "৩৪০ টাকা paid" লেখাটি দরখাস্তকারীর লেখার সহিত এক ও অভিন্ন মর্মে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যে আদায়ের তারিখ ও স্বাক্ষর প্রদান করা হয় নাই। রেজিষ্টারে অন্যান্য লেখার সহিত তুলনা করিয়া ও খোলা চোখে পরীক্ষাপূর্বক উক্ত লেখাটি দরখাস্তকারী আলতাফ হোসেনের মর্মে আদালতের নিকট অনুমিত হয়। সেক্ষেত্রে উক্ত আদায়কৃত ৩৪০ টাকা জমাকৃত মর্মে কোন money receipt মূলে মিলের হিসাব বিভাগে জমা হয় নাই মর্মে দেখা যায় যাহাতে দরখাস্তকারীর অসদাচরণের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী আলতাফ হোসেনকে বিভাগীয় প্রসিডিং চলাকালে ৬০ দিনের বেশী সাসপেনশানে রাখা যাবে না স্মরণ রেখে তাহাকে কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয় এবং স্বীকৃত মতেই ও একজিবিট-ঙ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, মিল প্রশাসন কর্তৃক ১৪/১৬-১১-০২ইং তারিখের দপ্তরাদেশ নং ৪১১ মূলে দরখাস্ত

কারীকে মিলের মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগে বদলী করা হয় বিভাগীয় প্রসিডিং চলাকালে। প্রতিপক্ষের দাখিলী একজিবিট-খ মূলে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের ৩৭৬ নং স্মারকে কৈফিয়তের প্রেক্ষিতে লিখিত জবাব দাখিল করেন ৩১-১০-০২ইং তারিখে এবং তৎপ্রেক্ষিতে সহ-ব্যবস্থাপক (এম,আই, এস) ও সহঃ সমন্বয় কর্মকর্তা (রপ্তানী) ২ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং তদন্ত কমিটি একজিবিট-গ মূলে দরখাস্তকারী আলতাফ হোসেনকে লিখিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া প্রশ্নোত্তর আকারে রেকর্ডপূর্বক ১নং অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন এবং ২নং অভিযোগে দরখাস্তকারীকে দায়ী করিয়া মতামত প্রদান করেন এবং প্রতিপক্ষ উক্ত মতামতের উপর ভিত্তি করিয়া একজিবিট-ট মূলে দরখাস্তকারীকে তর্কিত শাস্তির আদেশ প্রদান করেন যাহা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীকে তাহার শুনানী গ্রহণপূর্বক এবং তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিধি ও নিয়ম অনুযায়ী মিল প্রশাসন বিরোধীয় আদেশ যথার্থভাবে প্রদান করেন। এক্ষেত্রে রাজশাহী জুট মিলের প্রশাসনিক আওতায় গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযুক্ত আলতাফ হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক সাক্ষ্য রেকর্ড করিয়াছেন এবং তাহার অনিয়ম ও ত্রুটির কারণে যে শাস্তির আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা যথার্থ বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে অত্র শ্রম আদালত কর্তৃক ঘরোয়া ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তকে বাতিল করার কোন এখতিয়ার দেখা যায় না। কারণ তদন্ত কমিটি কর্তৃক যথার্থভাবেই অনুসন্ধানের কাজটি সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং অত্র মামলাটি অত্র আদালতে সচলযোগ্য হইলেও দরখাস্তকারী আলতাফ হোসেনের উপর আরোপিত মিল প্রশাসন কর্তৃক শাস্তির আদেশটি যথার্থ ও আইনানুগ হওয়ায় উহাতে হস্তক্ষেপের কোন কিছুই নাই এবং বিরোধীয় ২৫-১-০৩ইং তারিখের ৬৪০ নং স্মারকমূলে প্রদত্ত শাস্তির আদেশ আইনানুগ গণ্যে দরখাস্তকারী প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। সুতরাং ৩ ও ৪নং বিবেচ্য বিষয়গুলি দরখাস্ত কারীর প্রতিকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। তাই অত্র অভিযোগ মামলাটি দরখাস্তকারী প্রার্থীত প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন মর্মে বিজ্ঞ সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি দোতরফা সূত্রে ১-৪নং প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

In the Labour Court, Rajshahi Division, Rajshahi

Present : Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members: 1. Mr. Md. Mortoza Reza for the Employers.
2. Mr. Md. Masudur Rahman Hiru, for the Labours.

Date of delivery of judgement : 22nd July, 2004

Complaint Case No. 2/2004

Md. Abul Hossain Khokon, News Editor, S/o. Md. Harunur Rashid, vill. Rahman Nagar, Bogra Town, P. S. P. O. & Dist. Bogra— **Petitioner.**

Versus

1. Dainik Kortoa head office Chakjadu Road, Bogra Town , P S & Dist. Bogra, Post Code No. 5800 for the Publisher and Editor.

2. Mozemmel Haque, S/O. Late Ali Azam, Publisher and Editor, Dainik Kortoa Head Office, Chakjadu Road, P. S. & Dist. Bogra—**Opposite parties.**

Representatives :

1. Mr. A. K. M. Samsul Abedin , Advocate for the petitioner,

2. Mr. Md. Anisur Rahman, Advocate for the Opposite parties.

JUDGEMENT

This is an application U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders)Act, 1965 at the instance of petitioner Md. Abul Hossain Khokon with a prayer for reinstatement in his service of News Editor of the Daily Kortoa with all wages and benefits after setting aside the order of temporary suspension up to 15-10-03 and the order of dismissal from service dated 20-12-03.

The petitioner's case, in brief, is that the petr. Md. Abul Hossan khokon was appointed orally and that the petr. joined in the post of Assistant editor of the Daily Kortoa News paper, Chakjadu Road, Bogra on 15-6-2000 in the consolidated wage of Tk. 2,500. That the petr. had been working efficiently under O. P. Management and that for the skillful performances and experiences the petr. was promoted phase by phase and finally he was promoted as News Editor against wage of Tk. 4,200 on 1-1-2002. That the

O. P. No. 2 the Management of Daily Kortoa paper did not issue any appointment letter to the workers and the staffs of the paper and did not pay wages according to the circular of wages Board. That the O. P. No. 2 Management generally fixed wage according to his will but the petr. was entitled to the Scale of Tk. 9,600-320-14,400 as per circular of 5th wages Board, 1997. That the per petir. was discharging his service as Editor to the Daily Kortoa, Bogra with the fixed Scale of Tk. 4,200 and that the petr. repeatedly asked O.P. No. 2 Management to afford and fixed wages according to the circular of 5th Wages Board which O. P.. became angry and being dissatisfied with the petr. the, O.P. No. 2 Management issued Memo No. kor/ 101/9/03 without date *vide* Exhibit 1 and suspended the petr. up to 5th October/03 without pay along with show cause notice within 7th October why the petr. should not be dismissed finally from his service. That the impugned order of suspension without pay is illegal, unlawful and without jurisdiction. That the Management O. P. No. 2 in Ext. 1 stated that the published news "কাউন্সিলকে সামনে রেখে রাজশাহী বি, এন, পি, তে কোন্দল তুঙ্গে" was erroneously edited by the petr. but no protibad against that news was published in the News paper by the petr. That the petitioner filed written statement /written reply in connection with the alleged complaint but no enquiry was conducted by the O. P. No 2 Management and that the petr. was not afforded any opportunity of self-defence and personal hearing that the petr. a requested the O. P. No.2 Management to set aside the suspension order and to reinstate him.for seroce on 20-12-03 but the O. P. No. 2 became furious and stated orally that the O. P. No. 2 will dismiss him from his service and ordered the guard not allow the petr. into the office and against that oral order on 20.12.03 the petr. submitted a grievance petition by registered post on 29-12-03 which was refused by the O. P. No. 2 on 4-1-04. in that the cause of action of this case accrued on 20- 12-.04 and 4-1-04 favour of the petr. That the O. P. Management had issued no reply to the grievance letter. That the suspension order and the oral dismissal order are illegal, unlawjul without jurisdiction and not sustainable in the eye of law. Being aggrieved there by this petr. has been compelled to fule this case with prayer for reinstatement in service with all wages and benefits after setting aside the suspension order and dismissal order from service.

That the O. P. No. 1 and 2 appeared and contested this case by filing a written statement contending, *inter alia*, that the petr. case is not maintainable, in this manner, that the petr. has no cause of action , that the petr.'s case is barred by limitation and that the allegations brought by the petr. are false and concocted.

The specific case of the O. P. is that the petr. Md. Abul Hossain Khokon was appointed orally in the post of probationer Assistant Editor and he was allowed to work on editing of the mofossal news but the petr. faled to prove his efficiency and credibility to the O. P. Management but the petr. was wilfully trying to materialize his own interest if the cost of deterioration the

dignity and standred of Kortoa paper. That the petr. was repeatedly warned and without improving his preformances the petr. issued and edited the news "কাউন্সিলকে সামনে রেখে রাজশাহী বি,এন, পি, তে কোন্দল তুঙ্গে"and petr. by this news proved his wilful negligency and inefficiency and deteriorated the quality and standared of Kortoa News paper. That the petr. failed to give satisfactory explanation for the negligence of duty and he was temporarily suspended and asked to explain within 7th October. But his explanation was not satisfactory. That the petr. failed to prove his efficiency and skill of his service and that the petr. was finally dismissed for his negligence of duty from his service lawfully. Hence the petr's case is liable to be dismissed with costs.

Points for determination :

1. Whether the petitioner's case under section 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 is maintainable?
2. Whether the case is barred by law of limitation?
3. Whether the petr's suspension order upto 15th October'03 and the dismissal order from service dated 20-12-03 are illegal and unlawful?
4. Whether the petr. is entitled to be reinstated in his service with all wages and benefit as prayed for?

Findings and decision :

Point Nos.1&2

Admittedly petr. Md Abul Hossain Khokon was appointed orally and joined in the post of probationer Assistant Editor of the Daily Kortoa, Bogra against the work of editing Mofassal News.There is also no denial that the petr. Abul Hossain Khokon was suspended temporarily upto 5th October'03 without subsistence allowance and also dismissed finally for his negligence of duty from his service. P. W. 1 Md. Abul Hossain Khokon the complainant himself corroborated in his chief that the O. P. Management illegally issued Memo No. kor/101/9'03 without date *vide* Ext. 1 and suspended him temporarily upto 5th October'03 without subsistence allowance and finally on 20-12-03 dismissed him orally and ordered the Guard not to allow the petr. to enter into the office of the Daily Kortoa and that the petr. sent grievance petition by registered post to O. P. No. 2 on 29-12-03 and that the O. P. No. 2 refused to receive the grievance petition which is returned back to the petr.on 4-1- 04 and that the cause of action of this case accrued on 20-12-03 and 4-1-04 in favour of the petr. It appears from Ext. 3, 3(ka) 3(kha) filed by the petr. that the mandatory provision of section 25 of sub-section 1(a) is lawfully complied and this petr. filed this case on 24-1-04 within 30 days as per provision of section 25 (1) (b) Employment of labour (s, o)Act ,1965.Hence the petr. has filed this case within the time of limitation and that the case is maintainable U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders)Act, 1965. Hence issue Nos .1 & 2 are decided in favour of the petr.

Issue Nos .3 & 4

Issue Nos. 3 & 4 are taken together for discussion for the sake of conveniences. There is/denial/no of the fact that the petr. Md. Abul Hossain Khokon was suspended tamporarily by the O. P. No. 2 Management of the Daily Kortoa, Bogra by Memo No. kor/101/9/03 without date Ext. 1 upto 5th October'03 without subsistence allowance and also dismissed orally by O. P. No. 2 on 20-12-03 from the service of the Daily Kortoa, Bogra. The case of the petr. is that petr. Md. Abul Hossain Khokon was promoted phase by phase for his skillful performances and experiences to the post of Barta Editor at the consolidated salary, of Tk. 4200/-on 1-1-2002. That the O. P. No. 2 Management fixed wage according to his will and does not follow the wages according to the circular of 5th wages Board. That the petr. was also performing his duties sincerely and he asked repeatedly to the O. P. No. 2 to afford and fixed wage according to the circular of 5th wage Board for which O. P.became angry and being dissatiafied with the petr. illegally issued Memo No.Kor/101/9/03 without date *vide* Ext. 1 suspension order upto 5th October'03 without subsistance allowance and show cause and that the O. P. No. 2 Management of the Daily Kortoa, Bogra unlawfully and arbitrarily dismissed the petr. without enquiry and given no scope for personal hearing and self-defence and orally dismissed him from service and ordered the Guard not to allow the petr. to enter into the office of Daily Kortoa, Bogra from 20-12-03. That the petr. challenged the suspension order and oral dismissal order as illegal, unlawful and not sustainable in the eye of law and prayed for reinstatement in his service with arrear wages and benefits. The case of the contesting O. P. on the other hand, is that the probationer Assistant Editor petr.Abul Hossain Khokon failed to perform his duty efficiently and deteriorated the dignity and standered of Daily Kortoa News Papar. That the petr. edited the news "কাউন্সিলকে সামনে রেখে রাজশাহী বি, এন, পি,তে কোন্দল তুঙ্গে"— which foiled image and quility of Kortoa Paper.That the petr. failed to give satisfactory explanation for his negligence of duty. Hence, the petr. was finally dismissed from his jod for his misconduct and negligence of duty.In this case the petr. side adduced P.W. 1 Md. Abul Hossain Khokon the petr. himself as oral evidence and the O. P. cross examined P.W. 1 but the O. P. side examined no oral evidences. The petr. filed some documents which are marked Exhibits 1,2,33.(ka), 3(kha), 4, 4(ka), 4(kha), 5, 6, 7, 8, 8(ka), 8(kha) 9, 9(ka), 89(kha) and the O. P. Management adduces documentary evidences as Exbts, ka, kha, Ga and Gha in this case. P.W. 1 Md. Abul Hossain Khokon in his chief corroborated the allegation and stated that he was promoted on 1-1-2002 in the post of Barta Editor of the Daily Kortoa, Bogra for his performances it the consolidated pay of Tk, 4,200 and his service record is neat and clean. The Ext. 5 Identity card and Ext. 6 photocopy of the conference filed by the petr. corroborate the contention that the petr. Abul Hossain Khokon was a Barta Editor in the Daily Kortoa Paper. But no official record or Paper called for or filed to show the wages of Tk. 4,200. Admittedly the petr. Abul Hossain Khokon was serving the Daily Kortoa News Paper from 15-6-2000 till the date of dismissal

from service. It is added by the P.W. 1 in his chief that the O-P. Management did not follow the circular of 5th wages Board and did not fix wages as to the circular of wages Board in the scale of Tk. 9,600-300-14,400. He also added that no protest or counter news is published by any quarter against the news "কাউন্সিলকে সামনে রেখে রাজশাহী বি, এন, পি, তে কোন্দল তুঙ্গে" and that news was true and has substance in reality. That the petr. filed written statement within time against suspension order *vide* O. P. 's Memo No.Kor/101/9/03 without date Ext.1 but O. P. Management side neither conducted any enquiry nor has given a personal hearing. .And that the petr. against the oral dismissal, sent grievance petition to the O. P. No. 2 on 29-12-03, P. W. 1 Abul Hossain Khokon admits frankly in cross examination the caption news "কাউন্সিলকে সামনে রেখে রাজশাহী বি, এন, পি,তে কোন্দল তুঙ্গে " is edited by him after amendment as Barta Editor. That he is the member of Kortoa Unit. That he did not take any legal action for realisation of wages according to the circular of 5th wages Board. The ext. ka filed by the O. P. Management as to temporary suspension itself shows that without show cause notice the petr. was suspended up to 5th October, 03 without subsistance allowance and later on petr. was asked to explain why he is not be dismissed from his service within 7th October .Ext. Ga and Gha show that the Kortoa unit in a meeting took a resolution of condemnation against the petr. Abul Hossain Khokon for objectionable remarks againat Mozammel Hoque Lalu. The Ext. 4, 4(ka) 4(kha) 8 series and 9 series documents filed by the petr. show that the petr. Abul Hossain Khokon has cirtificates and books etc. as his performances and skilled works as Editor and Sub-editors. It appears from the pleadings and evidences on record that he has not filed this case for determination of wages but the petr. has challenged the illegal suspension order and dismissal order passed by the O. P. No. 2 Management and also for reinstatement in his service as a Barta Editor in the Daily Kortoa with arrear wages. From the evidences on record it appears that the caption news " কাউন্সিলকে সামনে রেখে রাজশাহী বি, এন, পি, তে কোন্দল তুঙ্গে" is edited by the petr. himself after amendment but no counter news or protibad is published by any quarater against that news. It is found from the evidences that the O. P. No. 2 Management of the Kortoa. News Paper issued Memo No. Kor/101/9/03 and suspended the petr. without show cause and the O. P. side has failed to show any papers or proceeding file of framing charges against the petr. admittedly the O. P. No, 2 Management suspended and orally dismissed the petr. from his service but the petr. worker was given no scope for personal hearing or any final order of dismissal passed and approved by the Employer in black and white. It is found that the initial suspension order is passed without subsistence allowance to the petr. by the management which is illegal in the eye of law and that the O. P. Management did not follow the provisions and procedures for punishment of the petr. as described in section 18 of the employment of labour (Standing Orders) Act, 1965. Here it can be mentioned that the O. P. Management dismissed the petr. from service U/S 17 and 18 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 for his guilty of misconduct and negligence of duty but the Management has not follow the

mandatory provisions that (i) allegations should be recorded in writing, (ii)a copy of the allegations is to be given to explain against such allegations and (iii) a personal hearing is given, if such prayer is made. And that no Enquiry Officer appointed to record evidences. Thus, it can be said that the Management side has not complied the mandatory provisions of law and in awarding the major punishment of dismissal from service appears to be illegal and unlawful. At the time of argument the Ld. Lawyer of the O. P. side added that the petr. Md. Abul Hossain Khokon is not a worker U/S 2(v) of the Employment of Labour (S. O.) Act 1965 as he is employed in a partial supervisory works. In reply the Ld. Lawyer of the complainant added that the O. P. Nos.1 & 2 are Publishers and Editor Mozammel Haque is a same person and employer of the Institution "the Daily Kortoa" and the petr. and others are workers. He also added that the O. P. side has not denied in the written statement that the petr. is a worker. In this connection this Tribunal opines that a worker when on certain occasions performs the function in the supervisory capacity does not ceased to be a worker rather the petr,'s nature of job falls within the definition of a worker U/S 2(v) of the Employment of Labour (S. O.) Act. In the circumstances this tribunals holds that petr. Abu Hossain Khokon is a worker and he is suspended and dismissed from service arbitrarily and without complying the provisions of sections 17 and 18 of the Employment of Labours (S. O.) Act, 1965, In the circumstances when a worker is dismissed with out that any show cause notice and violating the mandatory provision of sections 17 & 18 of the Employment of Labours (S. O.) Act, the only remedy that can be given to him is his reinstatement in service (M/S. Hafiz jute Mills Ltd. Versus 2nd Labour court, 1970) 22 D .L. R. page 713. Finally I want to conclude that the petr.'s dismissal from service was unjustified, arbitrary and unlawful. In view of my findings the petr. is entitled to be reinstated in his service with all arrear wages and other benefits as admissible in the rules. The Ld. Members are consulted.

It is accordingly,

ORDERED

That this complaint case be allowed on contest against O. P. No. 1 & 2. That the suspension order and the dismissal of the petitioner from his service ofBarta Editor' in the Daily Kortoa is hereby set aside and the petitioner be reinstated in his service with all wages and benefits as admissible under the rules.

The O. P. management is directed to implement this decision within 20(twenty) days.

Sd/-
(Md. Abdus Samad)
Chairman,
Labour Court,Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১৫/২০০২

মোঃ জামরুল ইসলাম, পিতা মৃত ওছমান প্রাং, পদবী লেবার, সাবেক পাড়া, খাদ্য গুদাম, সাং তেলকুপি, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মোর্সাস জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, পোঃ বকুল রানী, স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, তালোড়া বাজার, পোঃ দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রহমান নগর, বগুড়া।

৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৯ তাং ১৮-৮-০৪

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারীর পক্ষের কোন তদ্বিরাদি নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরাসহ মামলাটি খারিজ করার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

দরখাস্তকারী জামরুল ইসলামকে পুনঃপুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেল না। রেকর্ড পর্যালোচানয় দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী ইতিপূর্বের তারিখগুলিতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির ছিল না এবং হাজিরা দাখিল করেন নাই। শুধুমাত্র তার বিজ্ঞ কৌশল দরখাস্ত দিয়ে সময় নেন। ইহাতে আদালতের নিকট প্রতীয়মান যে, দরখাস্তকারীর মামলাটি পরিচালনায় আগ্রহী নহেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর গরহাজিরা ও মামলাটি পরিচালনায় অনাগ্রহী থাকায় মামলাটি খারিজযোগ্য মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতএব, প্রতিপক্ষের দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অভিযোগ মামলাটি দরখাস্তকারীর অনাগ্রহ ও গাফিলতির কারণে প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ হয় এবং তৎসহ মামলাটি নিষ্পত্তি হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
সার্কিট কোর্ট, বগুড়া।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৮/২০০২

মোঃ আবদুল জোব্বার, পিতা মৃত জছিম উদ্দিন, লেবার সর্দার, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, সাং বামুনিয়া, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মোর্সাস জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, পোঃ বকুল রানী, স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রহমান নগর, বগুড়া।

৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-২১ তাং ২২-৯-০৪

অদ্য মামলাটি সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া সময় চাহিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্তসহ পেশ করা হইল।

বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় p.w-১ মোঃ আব্দুল জোব্বার বাদীর হলফনামা পাঠ অন্তে জবানবন্দী গৃহীত হয়। রেকর্ডকৃত p.w-১ বাদীর জবানবন্দী, আরজি ও দরখাস্তটি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। জবানবন্দী ও দরখাস্তটি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী বাদী মোঃ আব্দুল জোব্বার মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহে এবং দরখাস্তকারী স্বয়ং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। সেইহেতু বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি প্রদানে কোন বাঁধা নাই মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি দরখাস্তকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
বিভাগীয় শ্রম আদালত।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৭/২০০২

মোঃ খাজা মিয়া, পিতা মোঃ মোতরাজ প্রাং, লেবার সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, সাং সাবেকপাড়া, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, পোঃ বকুল রানী, স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রহমান নগর, বগুড়া।

৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২২ তাং ২৩-৯-০৪

অদ্য মামলাটি প্রতিপক্ষের সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় p.w-১ মোঃ খাজা মিয়া বাদীর হলফনামা পাঠঅন্তে জবানবন্দী গৃহীত হয়। রেকর্ডকৃত p.w-১ বাদীর জবানবন্দী, আরজি ও দরখাস্তটি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। জবানবন্দী ও দরখাস্তটি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী বাদী মোঃ খাজা মিয়া মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহে এবং দরখাস্তকারী স্বয়ং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমিত চেয়েছেন। সেইহেতু বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি প্রদানে আইনে কোন বাঁধা নাই মর্মে আদালতে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি দরখাস্তকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
বিভাগীয় শ্রম আদালত।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৬/২০০২

মোঃ আজগর আলী, পিতা মৃত মজিবর রহমান, লেবার, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, সাং বামুনিয়া, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, পোঃ বকুল রানী, স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রহমান নগর, বগুড়া।

৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২৩ তাং ২১-৯-০৪

অদ্য মামলাটি পরবর্তী সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় p.w-১ মোঃ আজগর আলী বাদীর হলফনামা পাঠঅন্তে জবান বন্দী গৃহীত হয়। রেকর্ডকৃত p.w-১ বাদীর জবানবন্দী, আরজি ও দরখাস্ত টি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। দরখাস্তকারী বাদী আজগর আলী মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহে এবং দরখাস্তকারী স্বয়ং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন ।সেইহেতু বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি প্রদানে আইনে কোন বাধা নাই মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন । সুতরাং দরখাস্তকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর হয় ।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি দরখাস্তকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
বিভাগীয় শ্রম আদালত।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৪/২০০২

মোঃ ঠান্ডু মিয়া, পিতা মৃত হাছেন আলী সরকার, লেবার, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, সাং তেলকুপি, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মের্সাস জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, পোঃ বকুল রানী, স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রহমান নগর, বগুড়া।

৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২৩ তাং ২১-৯-০৪

অদ্য মামলাটি পরবর্তী সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় p.w-১ মোঃ ঠান্ডু মিয়া বাদীর হলফনামা পাঠঅন্তে জবানবন্দী গৃহীত হইল। রেকর্ডকৃত পি, ডব্লিউ-১ বাদীর জবানবন্দী, আরজি ও দরখাস্তটি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। জবানবন্দী ও দরখাস্তটি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী বাদী ঠান্ডু মিয়া মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহে এবং দরখাস্তকারী স্বয়ং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। সেইহেতু বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি প্রদানে আইনে কোন বাঁধার নাই মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর মামলাটি উঠাইয়া লাইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি দরখাস্তকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
বিভাগীয় শ্রম আদালত।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১১/২০০২

মোঃ মন্টু মিয়া, পিতা মৃত ওমর আলী মোল্লা, লেবার, সাবেকপাড়া খাঁদ্য গুদাম, সাং তেলকুপি, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মের্সাস জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, প্রঃ বকুল রানী, স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রহমান নগর, বগুড়া।

৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২২ তাং ২২-৯-০৪

অদ্য মামলাটি প্রতিপক্ষের জেরা ও পরবর্তী সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া সময় চাহিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্তসহ পেশ করা হইল।

বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় p.w-১ মোঃ মন্টু মিয়া বাদীর হলফনামা পাঠঅন্তে জবানবন্দী গৃহীত হয়। রেকর্ডকৃত p.w-১ বাদীর জবানবন্দী, আরজি ও দরখাস্তটি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। জবানবন্দী ও দরখাস্তটি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী বাদী মোঃ মন্টু মিয়া মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহে এবং দরখাস্তকারী স্বয়ং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমিত চেয়েছেন। সেইহেতু বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি প্রদানে আইনে কোন বাঁধার নাই মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি দরখাস্তকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ অবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
বিভাগীয় শ্রম আদালত।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১০/২০০২

মোঃ জেল্লার রহমান, পিতা মৃত জছিম উদ্দিন শাহ, লেবার, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, সাং বামুনিয়া, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, পোঃ বকুল রানী, স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রহমান নগর, বগুড়া।

৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষে আইনজীবী।

২। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২১ তাং ২৩-৯-০৪

অদ্য মামলাটি প্রতিপক্ষের সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্তসহ পেশ করা হইল।

বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্তের পোষকতায় p.w-১ মোঃ জেল্লার রহমান বাদির হলফনামা পাঠন্ত জবানবন্দী গৃহীত হয় । রেকর্ডকৃত p.w-১ বাদীর জবানবন্দী, আরজি ও দরখাস্তটি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম । জবানবন্দী ও দরখাস্তটি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী বাদী মোঃ জেল্লার রহমান মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহে এবং দরখাস্তকারী স্বয়ং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন । সেইহেতু বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি প্রদানে আইনে কোন বাঁধা নাই মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন । সুতরাং দরখাস্তকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর হয় ।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি দরখাস্তকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
বিভাগীয় শ্রম আদালত।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১৬/২০০২

মোঃ মতিয়ার রহমান, পিতা মোঃ কাজেম উদ্দিন প্রাং, লেবার, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, সাং বামুনিয়া, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মের্সাস জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, পোঃ বকুল রানী, স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রহমান নগর, বগুড়া।

৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২২ তাং ২৩-৯-০৪

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা (২) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মতিয়ার রহমানের হলফনামা পাঠান্তে জবানবন্দী গৃহীত হয়। মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত, পি, ডব্লিউ-১ এর রেকর্ডকৃত জবানবন্দী ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম এবং প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী বাদী স্বয়ং মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহে এবং সে মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছে। সুতরাং বাদীর অত্র মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে আইনগত বাঁধা নেই মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুতরাং মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি নন্-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
বিভাগীয় শ্রম আদালত।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১৩/২০০২

মোঃ আবদুস ছামাদ, পিতা মৃত বাবর আলী প্রাং, পদবী লেবার, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, সাং সাবেকপাড়া, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মের্সাস জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, পোঃ বকুল রানী, স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রহমান নগর, বগুড়া।

৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাবেক পাড়া খাদ্য গুদাম, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ২১ তাং ১৮-৮-০৪

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের তদ্বিরাদি নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ
(১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা এবং (২) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। দরখাস্তকারী আব্দুস সামাদকে পুনঃপুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেল না। বিজ্ঞ আইনজীবী ও তদ্বিরাদি গ্রহণ করেন নাই। রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী ইতিপূর্বে তারিখে স্বয়ং কোন হাজিরা দেয়নি বা ব্যক্তিগতভাবে হাজির ছিল না। শুধু পূর্বের তারিখে তার বিজ্ঞ কৌশলীকে খরচাসহ সময় দেওয়া হয়। ইহাতে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর মামলাটি পরিচালনায় আগ্রহী নহেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর গণহাজিরা এবং মামলা পরিচালনায় অনাগ্রহী থাকায় মামলাটি খারিজযোগ্য মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি দরখাস্তকারীর গাফিলতি ও নন্-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতেই খারিজ হয় এবং তৎসহ মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ৩/২০০২

মোঃ রমজান আলী পিতা মৃত ইবরাহিম আলী লেবার, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, সাং তেলকুপি, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মেসার্স জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, পোঃ বকুল রানী, স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রহমান নগর, বগুড়া।

৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারীর পক্ষের আইনজীবী-

২। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-২৩ তাং ২১-৯-০৪

অদ্য মামলাটি প্রতিপক্ষের সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় p.w-১ মোঃ রমজান আলী বাদীর হলফনামা পাঠঅন্তে জবানবন্দী গৃহীত হয়। রেকর্ডকৃত পি, ডব্লিউ-১ বাদীর জবানবন্দী, আরজি ও দরখাস্তটি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। জবাবনবন্দী ও দরখাস্তটি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী/বাদী রমজান আলী মামলটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহে এবং দরখাস্তকারী স্বয়ং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। সেইহেতু বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি প্রদানে আইনে কোন বাঁধা নাই মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি দরখাস্তকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
বিভাগীয় শ্রম আদালত।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১২/২০০২

মোঃ আবুল কালাম, পিতা মোঃ মোজতরা প্রাং, লেবার, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, সাং সাবেকপাড়া, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মের্সাস জননী ইন্ডাষ্ট্রিজ, পোঃ বকুল রানী, স্বামী প্রফুল্ল চন্দ্র প্রাং, তালোড়া বাজার, পোঃ তালোড়া, দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া।

২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রহমান নগর, বগুড়া।

৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাবেকপাড়া খাদ্য গুদাম, পোঃ পীরগাছা, থানা গাবতলী, জেলা বগুড়া—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব বিশ্বনাথ মোহন্ত, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-২২ তাং ১২-১০-০৪

অদ্য মামলাটি প্রতিপক্ষের জেরা ও পরবর্তী সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষে কোন তদ্বিরাদী নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা (২) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল। বাদী বা তার কোন সাক্ষী অদ্য আদালতে হাজির নাই এবং বিজ্ঞ আইনজীবী পক্ষেও কোন তদ্বিরাদি নাই। অভিযোগকারী/বাদী অনুপস্থিত থাকায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে একমত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি অভিযোগকারীর অনুপস্থিতি ও তদ্বিরাদির অভাবে খারিজ হয় । আদেশের কপি সরকার বরাবর প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
বিভাগীয় শ্রম, আদালত।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এ, কে, এম আতোয়া-এ-রাব্বি, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ০৭ই ডিসেম্বর /২০০৪

অভিযোগ মামলা নং ০৬/২০০৩

কে,এম, ময়েন উদ্দিন, সি, আই, সি, বিনোদনগর কেন্দ্র, ইক্ষু বিভাগ (বরখাস্তকৃত), জয়পুরহাট চিনিকল সীমিত, জয়পুরহাট, বর্তমান ঠিকানা ঃ- সাং-পূর্ব জগন্নাথপুর (শালরাগান), ডাক- বিরামপুর, জেলা-দিনাজপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। জয়পুরহাট সুগার মিলস লিঃ পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়পুরহাট সুগার মিলস লিঃ, ডাক ও জেলা জয়পুরহাট—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী কে, এম, ময়েন উদ্দিন কর্তৃক ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক ২ নং প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়পুরহাট সুগার মিলস লিঃ, জয়পুরহাট কর্তৃক প্রদত্ত ২৪-৫-০৩ ইং তারিখের বাদীর বরখাস্ত আদেশ রদ রহিতপূর্বক চাকুরীতে বকেয়া বেতনসহ স্বপদে পুনর্বহালের আদেশ পাইবার নিমিত্ত আনীত একটি অভিযোগ মামলা।

বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট সুগার মিলস লিঃ, জয়পুরহাটে ১৯৬৮ সালে মৌসুমী জুনিয়র করণিক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করিয়া কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততার সহিত চাকুরী করাকালে পদোন্নতিক্রমে প্রথমে সি, ডি, এ, এবং সবশেষে সি, আই,সি, পদে চাকুরী করাকালীন অবস্থায় ২০০২-২০০৩ আখ ক্রয় মৌসুমে মিলের বিনোদনগর কেন্দ্রে বদলী হয়। বিনোদনগর কেন্দ্রে যোগদানের পূর্বে কেন্দ্রীয় গুদাম হইতে যে পরিমাণ সার ও কীটনাশক উঠাইয়াছিল তাহার স্থান সংকুলানের অভাবে নির্ধারিত গোডাউনের বাহিরে মিলের পরিত্যক্ত বাসায় রেখেছিলেন।

চরকাই কেন্দ্র থেকে বদলীর আদেশ পেয়ে সি, আই, সি মখলেসুর রহমানকে চার্জ দিয়া বিনোদনগর কেন্দ্রে ৭-৩-০৩ ইং তারিখে যোগদান করেন। বাদী মিলের বিনোদনগর কেন্দ্রে চাকুরীরত থাকা অবস্থায় ২৭-৩-০৩ ইং তারিখের ২ নং প্রতিপক্ষের ইস্যুকৃত স্মারক নং ২৬৮ মূলে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ পাইয়া লিখিত জবাব যথা সময়ে দাখিল করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ সাজানো ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন কিন্তু তদন্ত কমিটি সঠিক ও আইনানুগ ভাবে সাক্ষ্যগ্রহণ না করিয়া মনগড়া তদন্ত কার্যক্রমের দ্বারা বাদীকে ২ নং প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে শাস্তিমূলক বরখাস্ত আদেশ প্রদান করেন ২৪-৫-২০০৩ ইং তারিখের ২২১৫ নং স্মারক পত্র মূলে, শাস্তি প্রদানের আদেশের সময় বাদীর দীর্ঘ চাকুরীকালের রেকর্ড পর্যালোচনা ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ সাজা প্রদান করিয়াছেন বেআইনীভাবে। বাদী প্রতিপক্ষের দাবী মতে কোন অসৎ প্রক্রিয়ার সংগে জড়িত ছিল না। বাদী বরখাস্ত আদেশপ্রাপ্ত হইয়া চাকুরীতে পুনর্বহালের নিমিত্তে ৭-৬-০৩ ইং তারিখে গ্রিভান্স দরখাস্ত প্রদান করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ কোন উত্তর বাদীকে প্রদান করেন নাই। ফলতঃ বাদী শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ)আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক ২ নং প্রতিপক্ষের ২৪-৫-০৩ইং তারিখের বেআইনী বরখাস্ত আদেশটি রদ রহিতপূর্বক বকেয়া বেতনসহ স্বপদে চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ পাইবার নিমিত্ত মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন।

অপর দিকে ১/২ নং প্রতিপক্ষ এক লিখিত জবাব দাখিল করিয়া বাদীর মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে, বাদীর মামলাটি তামাদি দোষে বারিত এবং বাদীর মামলাটি আইনতঃ রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী কে, এম, ময়েন উদ্দিন তাহার চাকুরী জীবনের শুরু থেকেই একজন উচ্ছৃংখল কর্মচারী এবং মিল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও নিয়ম নীতি উপেক্ষা করিয়া খেয়াল খুশীমত চাকুরী করেন এবং মিলের অস্বাভাবিক আখ ঘাটতি ও চিনি বিক্রয়লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ ও মিলের আর্থিক ক্ষতি সাধন করায় তাহার চিরাচরিত অভ্যাস। মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ২২ টির অধিক অভিযোগ আনয়নপূর্বক কৈফিয়ত তলবসহ একাধিক বিভাগীয় কার্যক্রম আনয়ন করেন। চাকুরী জীবনে দরখাস্তকারীর অপরাধের প্রেক্ষিতে ক্ষমা প্রদর্শন, সতর্কীকরণ করা হইলেও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ২০০২-২০০৩ আখ ক্রয় মৌসুমে মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্ত-কারীকে চরকাই কেন্দ্র হইতে বিনোদনগর কেন্দ্রে বদলী করেন এবং দরখাস্তকারীর উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ২৫-৩-০৩ ইং তারিখে চরকাই সার্বজোন পরিদর্শনকালে চরকাই কেন্দ্র সার গুদামে বাদী কর্তৃক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষুধ গ্রহণ ও বিতরণ রেজিষ্টার তদন্ত করিয়া ঘাটতি ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় এবং তদন্তে ঘাটতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাত প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রতিপক্ষ স্মারক নং ৬৫৭/২৬৮ মূলে ২৭-৩-০৩ ইং তারিখে কৈফিয়ত তলবসহ সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রদান করিলে দরখাস্তকারী অভিযোগের অপরাধ স্বীকার করিয়া কৃত অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কৌশলে অভিযোগের জবাব দাখিল করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় মিল কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্তপূর্বক দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া অভিযোগ প্রমাণিত হয়। দরখাস্তকারীর ব্যক্তিগত অতীত চাকুরীর রেকর্ড পর্যালোচনাপূর্বক দায়িত্বে অবহেলা ও অস্বাভাবিক ঘাটতির মাধ্যমে মিলকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করায় সতর্কীকরণ ও অপরাধ প্রবনতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ২৪-৫-০৩ ইং তারিখে আইনানুগভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদত্ত হয়। দরখাস্তকারী মিথ্যা বর্ণনার অবতারণা করিয়া হয়রানী করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামালাটি আনয়ন করায় প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। সুতরাং বাদীর মামলাটি ডিসমিসযোগ্য হইতেছে।

এই মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ কে, এম, ময়েন উদ্দিন দরখাস্তকারী স্বয়ং, পি, ডাব্লিউ-২ মোখলেসুর রহমান, পি,ডাব্লি-৩ সোহরাব আলী বিশ্বাস ৩ জনের মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-১-৫,৫(ক),৫(খ) ও ৬ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। প্রতিপক্ষে কোন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষিত হয় নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১)-ক(৫),খ-ছ, ছ(১),জ, ঝ, ঝ(১)ঝ(৩),ঞ,ঞ(১), ঞ(২),ট,ট(১), ট(২),ঠ, ঠ(১)- ঠ(৭),ড, ড(১)-ড(১০),ঢ, ঢ(১)-ঢ(৩) ও ণ হিসাবে প্রমাণে আনেন। তৎপর উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১। অত্রাকারে দরখাস্তকারীর মামলাটি সচলযোগ্য কি না ?

২। দরখাস্তকারীর মামলাটি তামাদি দোষে বারিত কি না ?

৩। ২ নং প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়পুরহাট সুগার মিলস লিঃ,জয়পুরহাট কর্তৃক প্রদত্ত ২৪-৫-০৩ ইং তারিখের বাদীর বরখাস্ত আদেশ কি বেআইনী এবং উহা কি আইনতঃ রদ রহিতযোগ্য ?

৪। দরখাস্তকারী কি প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং-১ ও ২

১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারী কে ,এম, ময়েন উদ্দিন প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট সুগার মিলস লিঃ, জয়পুরহাট ১৯৬৮ সালে মৌসুমী করণিক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং চাকুরী করাকালে পদোন্নতিক্রমে সি,আই,সি, হিসাবে চরকাই কেন্দ্রে কর্মরত থাকেন এবং বদলীক্রমে ৭-৩-০৩ ইং তারিখে সি,আই,সি হিসাবে বিনোদনগর কেন্দ্রে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং স্বীকৃত মতেই চাকুরি করাকালে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২৭-৩-০৩ ইং তারিখের ২৬৮ নং স্মারকে সাময়িক বরখাস্ত আদেশপ্রাপ্ত হন এবং ২৪-৫-০৩ ইং তারিখের ২২১৫ নং স্মারকমূলে ২ নং প্রতিপক্ষ বাদীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত আদেশ প্রদান করেন (বাদীর দখিলী এক্সিবিট-১ নিয়োগ পত্র, এক্সিবিট- ২ অভিযোগ পত্র, এক্সিবিট- ৪ বরখাস্ত আদেশ এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক বরখাস্ত আদেশ, এক্সিবিট- ক(১) অভিযোগ পত্র দ্বারা সমর্থিত)। দরখাস্ত কারী/বাদী প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বরখাস্ত আদেশটি বেআইনী মর্মে চ্যালেঞ্জ করিয়া চাকুরীতে পুনর্বহাল চেয়েছেন। পি,ডাব্লিউ-১ কে,এম, ময়েন উদ্দিন আদালতে জবানবন্দীকালে দাবী করেছেন যে, ২৪-৫-০৩ ইং তারিখে বরখাস্ত আদেশটি প্রাপ্ত হইয়া ৭-৬-০৩ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভান্স দরখাস্ত দেওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিকার পায় নাই। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী কে, এম, ময়েন উদ্দিন প্রতিপক্ষের প্রদত্ত বরখাস্ত আদেশপ্রাপ্ত হইয়া এক্সিবিট-৫ গ্রিভান্স দরখাস্ত

এক্সিবিট- ৫(ক) রেজিষ্ট্রী ডাক রশিদমূলে ৭-৬-০৩ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ বরাবর প্রদান করেন এবং এক্সিবিট ৫(খ) প্রাপ্তিস্বীকার পত্র প্রমাণে এসেছে। সুতরাং বিরোধীয় বরখাস্ত আদেশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ বরাবর গ্রিভান্স দরখাস্ত রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রদান করিয়াছেন কিন্তু প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্য ও রেকর্ড দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) ধারার বিধান মোতাবেক বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে গ্রিভান্স দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন এবং অত্র মামলাটি ১২-৭-০৩ ইং তারিখে তামাদি সময়ের মধ্যে দাখিল হওয়ায় অত্র মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য বিধায় অত্র মামলাটির ১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় দরখাস্তকারীর অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিবেচ্য বিষয় নং- ৩ ও ৪

৩ ও ৪ বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারী কে, এম,ময়েন উদ্দিন ১৯৬৮ সালে মৌসুমী করণিক হিসাবে প্রতিপক্ষ জয়পুরহাট সুগার মিলস লিঃ, জয়পুরহাটে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং চাকুরী করাকালে পদোন্নতিক্রমে সি, আই, সি হিসাবে চরকাই কেন্দ্রে কর্মরত থাকিয়া বদলীক্রমে ৭-৩-০৩ ইং তারিখে বিনোদনগর কেন্দ্রে সি,আই,সি হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং চাকুরী করাকালে ২৪-৫-২০০৩ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩) ধারা মোতাবেক দরখাস্তকারীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত আদেশ প্রদান করা হয় । বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-৪ এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক দৃষ্টে সমর্থিত । দরখাস্তকারী / বাদী অত্র মামলাটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মোতাবেক ২নং প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়পুরহাট সুগার মিলস লিঃ কর্তৃক ২৪-৫-২০০৩ ইং তারিখের দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত বরখাস্ত আদেশ বেআইনী সাব্যস্তে রদ রহিতপূর্বক বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ পাইবার নিমিত্তে মামলাটি আনয়ন করেন । দরখাস্তকারীর মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী সি, আই, সি হিসাবে চরকাই কেন্দ্রে চাকুরী করাকালীন কেন্দ্রীয় গুদাম হইতে প্রাপ্ত সার ও কীটনাশক স্থান সংকুলানের অভাবে নির্ধারিত গোডাউনের বাহিরে মিলের পরিত্যক্ত বাসায় রেখেছিল এবং কিছু সার অবিতরণকৃত থাকায় তাহার খেয়াল ছিল না এবং পরবর্তীতে পরিত্যক্ত বাসা খুলে ঘাটতিকৃত সার দেখিতে পায়। প্রতিপক্ষের বরখাস্ত আদেশ বেআইনী এবং প্রতিপক্ষের সাজানো ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির তদন্ত রিপোর্ট মনগড়া এবং বেআইনী ছিল বিধায় তর্কিত বরখাস্ত আদেশ রদ রহিত যোগ্য। অপরদিকে প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী কে, এম, ময়েন উদ্দিনের সমুদয় চাকুরী জীবনের রেকর্ড খারাপ এবং দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে চাকুরী জীবনে ২২ টির অধিক অভিযোগ আনীত হইলে একাধিক বিভাগীয় মামলায় তাহার অপরাধের প্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ ও ক্ষমা প্রদর্শিত হয়। দরখাস্তকারী চরকাই কেন্দ্রে কর্মরত থাকাকালে তাহার কর্তৃক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঘাটতি ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে কৈফিয়ত তলবসহ সাময়িক বরখাস্ত আদেশ হয় এবং বিভাগীয় কার্যক্রমে তদন্ত কমিটির তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে অপরাধ প্রমাণিত হয় এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তাহার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়। দরখাস্তকারীর অতীত চাকুরীর রেকর্ড পর্যালোচনাপূর্বক দায়িত্বে অবহেলা ও অস্বাভাবিক ঘাটতির মাধ্যমে মিলকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করায় সতর্কীকরণ ও অপরাধ প্রবনতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আইনানুগভাবে বরখাস্ত আদেশ হওয়ায় দরখাস্তকারী কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। পক্ষগণ নিজ নিজ মোকাদ্দমা প্রমাণে মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য

প্রদান করিয়াছেন। দরখাস্তকারী তাহার মোকদ্দমা প্রমাণে পি, ডাব্লিউ-১ কে, এম, ময়েন উদ্দিন বাদী স্বয়ং, পি ডাব্লিউ-২ মোঃ মোখলেসুর রহমান সি, আই, সি, পি ডাব্লিউ-৩ মোঃ সোহরাব আলী বিশ্বাস, ডি, জি, এম, (সম্প্রসারণ) ও তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ৩ জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষিত হয় এবং দালিলিক সাক্ষী হিসাবে এক্সিবিট-১-৫, ৫(ক), ৫(খ) ও ৬ কাগজাদি প্রমাণে আনেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষে কোন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। শুধুমাত্র দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১) - ক(৫), খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, ছ(১), জ, ঝ, ঝ(১)-ঝ(৩), ঞ, ঞ(১), ঞ(২), ট, ট(১), ট(২), ঠ, ঠ(১)- ঠ(৭), ড, ড(১)- ড(১০), ঢ, ঢ(১)- ঢ(৩) ও ণ হিসাবে প্রমাণে আনেন। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী কে, এম, ময়েন উদ্দিন সি, আই, সি হিসাবে চরকাই কেন্দ্রে কর্মরত থাকিয়া ৬-৩-০৩ ইং তারিখে সি, আই, সি, মোঃ মোখলেসুর রহমানের নিকট এক্সিবিট-ক(৪) মূলে চরকাই কেন্দ্রের গোডাউনের রাসায়নিক সার ও কীটনাশক হস্তান্তরপূর্বক চার্জ প্রদান করেন এবং বিনোদনগর কেন্দ্রে ৭-৩-০৩ ইং তারিখে একই পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। দরখাস্তকারীর স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক (৪) চার্জ হস্তান্তর শীট, এক্সিবিট-ক(৫) ইনভেন্ট্রি রিপোর্ট, এক্সিবিট-ক(২) চরকাই কেন্দ্রে সার ও কীটনাশক ঔষধ গ্রহণ ও বিতরণ তদন্ত প্রতিবেদন , এক্সিবিট-ক(৩) চরকাই কেন্দ্রের ইনচার্জ কর্তৃক প্রদত্ত নোট শীট দৃষ্টে এবং স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারীর নিকট থেকে ইউরিয়া সার ৬.১২, টি,এস,পি সার-৭.০৬ ও এম, পি সার ৩.৬৩ কুইন্টাল ঘাটতি পাওয়া যায় এবং স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-৬ সার মজুদ ও বিতরণ রেজিষ্টার দরখাস্তকারী মইন উদ্দিন নিজেই সংরক্ষণ করিতেন। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, ২ নং প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়পুরহাট সুগার মিল দরখাস্তকারীর চরকাই কেন্দ্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ ঘাটতি ও অনিয়মের প্রেক্ষিতে এক্সিবিট-ক(১)মূলে ২৭-৩-০৩ ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে কৈফিয়ত তলবসহ সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রদত্ত হইলে এক্সিবিট-খ দরখাস্তকারী কর্তৃক ১-৪-০৩ ইং তারিখে জবাব দাখিল হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক এক্সিবিট-খ ও গ মূলে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে মোঃ সোহরাব আলী বিশ্বাস, ডি, জি, এম, (সম্প্রসারণ) নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং স্বীকৃত মতেই ঐ তদন্ত কমিটি কর্তৃক দরখাস্তকারী কে, এম, ময়েন উদ্দিনের জবানবন্দী গৃহীত হয় ৫-৫-০৩ ইং তারিখে। সাক্ষীর জেরায় পি,ডাব্লিউ-১ কে, এম, ময়েন উদ্দিন বাদী স্বয়ং স্বীকার করেন যে, ২৫-৩-০৩ ইং তারিখে ইউরিয়া সার ৬.১২ কুইন্টাল, এম,পি, সার- ৩.৬৩ কুইন্টাল এবং টি,এস, পি, সার-৭.০৬ কুইন্টাল ঘাটতি ছিল। সুতরাং দরখাস্তকারীর স্বীকরোক্তি মতেই ঘাটতির বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। দরখাস্তকারী কে,এম, ময়েন উদ্দিন পি, ডাব্লিউ-১ হিসাবে জবানবন্দী প্রদানকালে উল্লেখ করেছেন যে,গোডাউনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় আংশিক মিল ক্যাম্পাসের পরিত্যক্ত বাসায় রেখেছিল যাহা তাহার স্মরণে ছিল না। তদন্ত কমিটির নিকট জবানবন্দীকালে দরখাস্তকারী কে, এম, ময়েন উদ্দিন ৭ নং প্রশ্নের উত্তরে ঘাটতির বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন এবং কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন যে, কিছু বড় আখ চাষীদেরকে সে বিনা ভাউচারে সার সরবরাহ করেছিল কিন্তু দরখাস্তকারী ঐ সকল সার সমন্বয়ে কোন ভাউচার তদন্ত কমিটির নিকট এবং পরবর্তীতে অত্র আদালতের নিকট অত্র মামলা প্রমাণে উপস্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। এক্সিবিট- খ দরখাস্তকারীর ১-৪-০৩ ইং তারিখের দাখিলী জবাবে উল্লেখ করেন যে, পরিত্যক্ত বাসায় রক্ষিত সারের বিষয় ২৭-৩-০৩ ইং তারিখে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে মৌখিকভাবে অবহিত করেন কিন্ত তদন্ত কমিটির নিকট প্রদত্ত জবানবন্দীতে ঐরূপ কোন বক্তব্য প্রদান করেন নাই বা ঐরুপ কোন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তাকে দিয়া অবহিতকরণ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে নাই। তদন্ত কমিটির নিকট প্রদত্ত জবানবন্দীতে ৭ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখিত মতে বিনা ভাউচারে সার প্রদানের কোন বিধান আইনে নাই, সেহেতু দরখাস্তকারীর তদন্ত কমিটির নিকট দাখিলী জবাব ও পরবর্তীতে তদন্ত কমিটির

নিকট প্রদত্ত বক্তব্য পরস্পর বিরোধী যাহা আইনানুগভাবে গ্রহণ করা যায় না চরকাই কেন্দ্রের চার্জ গ্রহণকারী সি, আই, সি মোঃ মোখলেসুর রহমান কর্তৃক তদন্ত কমিটির নিকট প্রদত্ত জবানবন্দী দৃষ্টেও দরখাস্তকারীর সার ও কীটনাশক ঘাটতি স্বীকৃত এবং উক্ত সি, আই, সি মোখলেসুর রহমানকে অত্র মামলায় পি, ডাব্লিউ-২ হিসাবে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তাহার এক্সিবিট- ক(৪) চার্জ গ্রহণ ও সার ও কীটনাশক হস্তান্তর শীটে স্বাক্ষর রহিয়াছে যাহাতে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ মোখলেসুর রহমান চার্জ গ্রহণকারী সি, আই,সির জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, ঘাটতিকৃত সার দরখাস্তকারী তাহাকে বুঝিয়া দেন নাই। এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেছেন যে, ১১ বস্তা সার বা লিখিত মতে কোন সার সে কখনও বুঝে নেয় নাই। ওটি (খসড়া রশিদ)কোন চাষীকে দেবার কাগজ যোগাড় করে নিয়েছে ফায়দা হাসিলের জন্য অত্র মামলায়। সুতরাং পি, ডাব্লিউ-২ মোখলেসুর রহমান সি,আই, সি ঘাটতিকৃত কোন সার দরখাস্তকারীর নিকট থেকে বুঝে নেয় নাই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। পি, ডাব্লিউ-৩ মোঃ সোহরাব আলী বিশ্বাস, ডি,জি, এম(সম্প্রসারণ) তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান এর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী তদন্তকালে তদন্তের ত্রুটির কোন বিষয় তাহার নিকট উত্থাপন করে নাই এবং দরখাস্তকারীকে বিভাগীয় কার্যক্রমে সে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়াছিল এবং তদন্তকালে বাদী কে,এম, ময়েন উদ্দিন চার্জ হস্তান্তর এর বাহিরে কোন রাসায়নিক সার বুঝে দেবার কোন জবানবন্দী বা কাগজ তাহার নিকট দেয় নাই। সুতরাং দরখাস্ত-কারীর পক্ষে রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য থেকেই দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ইনভেন্ট্রি লিষ্ট মোতাবেক সার ও কীটনাশাক ঘাটতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আইনানুগ পদ্ধতিতে তদন্ত কমিটি তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করেন এবং দরখাস্তকারীকে কৈফিয়ত তলবসহ বিভাগীয় কার্যক্রমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়াই বিরোধীয় বরখাস্ত আদেশ প্রদত্ত হয়। বাদীর আরজি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী শুধুমাত্র অভিযোগ করেছেন যে, মনগড়া ও বেআইনীভাবে তাহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাপ্ত সাক্ষ্য ও রেকর্ড দৃষ্টে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া এবং তাহার বিরুদ্ধে ঘাটতি ও দায়িত্বে অবহেলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বরখাস্ত আদেশটি প্রদত্ত হইয়াছে। দরখাস্তকারী আরজিতে তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ নহেন এবং সঠিকভাবে তদন্ত করেন নাই মর্মে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। শুধুমাত্র বরখাস্ত আদেশ বেআইনী মর্মে দাবী করেছেন। সেক্ষেত্রে বেআইনী দেখানোর কোন যৌক্তিকতা দরখাস্তকারী প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন নাই। দরখাস্তকারী তাহার দাখিলী এক্সিবিট- ৫ গ্রিভান্স পিটিশনে উল্লেখিত পরিত্যক্ত বাসায় অবিতরণকৃত সার প্রসিডিং মামলার জবানবন্দী মতে ভাউচার মাধ্যমে বিতরণের বক্তব্য প্রমাণে কোন ভাউচার প্রমাণে আনেন নাই বা তলব দিয়া প্রমাণের চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টেও দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগে বর্ণিত ঘাটতি স্বীকৃত হইয়াছে এবং আইনানুগ প্রসিডিং এর মাধ্যমেই দরখাস্তকারীকে তাহার দাখিলী এক্সিবিট- ২ মূলে কৈফিয়ত তলবপূর্বক তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্তপূর্বক দরখাস্তকারীকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দিয়া বিরোধীয় আদেশ মূলে দোষী সাব্যস্তপূর্বক এক্সিবিট- ৪ বরখাস্ত আদেশটি প্রদত্ত হয়। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট- ছ, ছ(১), জ, ঝ, ঝ(১) - ঝ(৩), ঞ, ঞ(১), ঞ(২), ট, ট(১), ট(২), ঠ, ঠ(১) - ঠ(৭), ড, ড(১) - ড(১০), ঢ, ঢ(১) - ঢ(৩), ণ কাগজাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী কে, এম, ময়েন উদ্দিনকে চাকুরী জীবনে বহুবার কৈফিয়ত তলবপূর্বক বিভাগীয় মামলায় সতর্কীকরণ করা হয় দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়মের জন্য। সুতরাং দরখাস্তকারীর অতীত চাকুরীকালও সন্তোষজনক ছিল না যাহা এক্সিবিট- ক বরখাস্ত আদেশ প্রদানকালে প্রতিপক্ষ বিবেচনায় এনেছেন এবং শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭ (৩) ধারা মোতাবেক শাস্তিমূলক বরখাস্ত আদেশ প্রদান করেন । সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ তর্কিত বরখাস্ত আদেশ প্রদানকালে দরখাস্তকারীকে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে শুনানীর সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাহাকে কৈফিয়ত

তলব, শুনানী ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়াই বিরোধীয় আদেশটি প্রদত্ত হয় এবং দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সার ও কীটনাশক ঘাটতি ও দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য যে শাস্তির আদেশ প্রদান করা হইয়াছে তাহা যথার্থ ও আইনানুগ বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে অত্র শ্রম আদালত কর্তৃক ঘরোয়া ট্রাইব্যুনালের তদন্তকে বাতিলকরণের কোন এখতিয়ার দেয়া যায় না। কারণ তদন্ত কমিটি কর্তৃক যথার্থভাবে অনুসন্ধানের কাজটি সম্পন্ন হইয়াছে। অত্র মামলাটি এই আদালতে সচলযোগ্য হইলেও দরখাস্তকারী কে, এম, ময়েন উদ্দিনের উপর আরোপিত বরখাস্ত আদেশ যথার্থ ও আইনানুগ হওয়ায় উহাতে হস্তক্ষেপের কোন কিছুই নাই এবং দরখাস্তকারী প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। সুতরাং ৩ ও ৪ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় দরখাস্তকারীর প্রতিকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। তাই অত্র অভিযোগ মামলাটিতে দরখাস্তকারী প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন মর্মে বিজ্ঞ সদস্য সদস্যগণের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র অভিযোগ মামলাটি দোতরফা সূত্রে ১/২ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

In the Labour Court, Rajshahi Division, Rajshahi

Present : Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members : 1. Mr. Advocate Md. Motahar Hossain for the Employers.
2. Mr. Md. Lokman Hossain, for the labours.

Date of delivery of Judgement-21st November/2004

Complaint case No. 4/2003

Md. Forahd Hossain, S/O. Md. Abdul Majid Sheikh

Vill. Dhitpur Alal, P.O. bohuli, P.S.& Dist. Sirajgonj, Switch Board Attendant (at present terminated) M.R. no. 256, Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd., Sirajgonj—Petitioner.

Versus

1. Sirajgonj Spinning & cotton Mills Ltd. for Managing Director,
2. Managing director, Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd., Both address-Hospital Road, Sirajgonj—Opposite parties.

Representatives :

1. Mr. Saifur Rahman Khan, Advocate for the petitioner.
2. Mr. khaja Moinuddin, Advocate for the opposite parties.

JUDGEMENT

This is an application U/S 25 of the Employment of labour (Standing orders) Act, 1965 at the instance of petitioner Md. forhad Hossain with a prayer for reinstatement in his service of Switch Board Attendant, M. R. No. 256 of Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd., Sirajgonj With all back wages and benifits after setting a side the order of dismissal vide Memo No. 569 dated 21-5-03.

The petitioner's case, in short, is that the petr. Md. Forhad Hossain, Switch Board Attendant, M. R. No.256 was a permanent worker under the second party Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd. Sirajgonj. That the petr. Md.Forhad Hossain joined as a worker firstly in the Ring Department, B-shift, Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd. in the year 1988 and during honest and dedicated service time he was promoted by the O.P. no.2 in the post of Switch Board Attendant of the Electrical Department of the Mill in the year 2002 and finally he was working in that Post of Switch Board Attendant sincerely till the date of termination on 21-5-03. That the petr. Md. Forhad Hossain is a member of the Sirajgonj Suta Kill Sramik union (Reg. No. Raj-1) Rahmatgonj, Sirajgonj and because of has popularity he was elected president of the trade union in the election dated 30-6-01 and that he was previously Sr. Vice president twice of the said labour trade union and that he participated in bargaining with O. P. Management as C. B. A. That the petr. Md. Forhad Hossain were in active and sincere Service and that he received the termination order Exbt. 4 vide Memo No. 569 dated 21-5-03 which was arbitrary, illegal and contrary to the provision of Employment of labour (Standing orders) Act, 1965. That the O. P. management had not a single allegation for punishment before the termination order against the petr. That the O. P. Management neither issued any show cause notice nor any charge or departmental proceeding brought against him. That the petr. after receiving the dismissal order submitted a grievance petition on 7-6-03 by registered post but the O. P. Management neither takes any step to reinstate him in service nor any reply was given. That the exparte highest

punishment in the from of dismissal from his service is illegal and not sustainable according to Law. Henee, this petr. has been compelled to file this case for reinstatement in service with all back wages.

That the O. P. No. 1 & 2 appered and contested this case by filing written statement denying the material allegations made in the petition, contending inter alie, that the petr.'s case is not maintainable in this form, this case is barred by law of limitation and that the allegations brought by the petr. are false and concocted.

The defence case, in short, is that the petr. Md. Forhed Hossain actually joined in the service of the O .P. Sirajgonj spinning & cotton mills Ltd. on 5-6-1993 and during his service he was terminated on 31-3-1996 for his creating disorderly and chaotic situation in the mill campus. Later on the O. P. mill owner leased out the mill to one naser uddin sikder and under the varatia Naser Uddin Sikder, the petr. Forhad Hossain took his job of Switch Board Attendant on 4-11-2002 and thereafter the petr. started again creating disorderly and chaotic situation to stop the production of the mill. That the petr. along with other workers enter into the office of the G.M. of the mill on 25-3-2002 and man handled him after exchanging filthy languages, the office-room was broken down and threatened the G.M. along with other officers to death. That the Mill Management informed the matters to pollice super and D.C. about the wrongful confinement of the G.M. and other officers namely Rafiqul Alam, Administration and Labor officer or Shamsul Alam Talukder, Asstt. Maneger (Technical) of the Mill. That with the help of the police Administration they are rescued and started production of the mill but the petr. Forhad Hossain and others continued their efforts to take the controll of the Mill with the help of one Guru pada of Narayangonj and that under extenuating circumstances, the O. P. Management being compelled dismissed the petr. from service on 21-5-03. That the petr. Forhad Hossain was lawfully dismissed from service and the petr.'s case is liable to be dismissed with cost.

POINTS FOR DETERMINATION:

1. Whether the petr.'s case U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 is maintainable?
2. Whether the petr's case is barred by law of limitation?
3. Whether the petr`s order of dismissal form service by the O. P. on 21-5- 03 is arbitrary and unlawful ?
4. Whether the petr is entitled to get the relief as prayed for ?

FINDINGS AND DECISION :

Point noss. 1&2

Admittedly the petr. Md. Forhad Hossain was a worker as witch Board Attendant under the 2nd party Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd. Rahmatgonj, Sirajgonj at the time of his dismissal form service on 21-5-03. There is no denial of the fact that the petr. Forhad Hossain was elected president of sirajgonj suta kol sramik Union (Reg. No. Raj-1) Rahmatgonj, Sirajgonj at the time of his dismissal order. Admittedly it is revealed that the petr. Md. Forhad Hossain joined as a worker in the Ring department, B-Shift under the original Owner of Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd. in the year 1988 Vide Exbt. 1 and during his service he was promoted and appointed in the post of Switch Board Attendant in the year 2002 Vide Exbt.2 under O.P.No.2 Managing Director of the Spinning & Cotton Mills Ltd., Sirajgonj and at the time of dismissal on 21-5-03 petitioner Md. Forhad Hossain was a C.B.A (President) of Sirajgonj Suta Kol Sramik union as is found from election result sheet exbt.-3 and also a worker as Switch Board Attendant. P.W.1 Md. Forhad Hossain the petr. himself corroborated the story of the plaint and also added that the O. P. Management illegally issued the dismissal order from service on 21-5-03 Vide Exbt.-4 U/S 17(3)(F&G) of Employment of Labour (S.O.) Act, 1965 which is received by him by peon book on 29-5-03 Vide Exbt.-6 and against that illegal and exparte order the petr. sent grievance petition by registered post to the O.P. on 7-6-03 but the O.P. took on steps to reinstate him in service. Hence, it is evident form evidences that the grievance petition is sent by registered post to the O.P. on 7-6-03 vide Exbt.-5, 5 (ka) within 15 days from the date of received on 29-5-03 Vide Exbt.-6 and that the cause of action in this case accrued on 21-5-03 and 29-5-03 in favour of the petr. It appears from Exbt3—5, 5(ka) & 6 filed by the petr. that the mandatory provision of section 25(1)(a) is Lawfully complied and this petr. filed this case on 12-7-03 within 30 days as per provision of section 25(1)(b) of the Employment of Labour (S. O.) Act, 1965 and hence this petr. has filed this case within the time of Limitation and that this case is maintainable U/S 25 of the employment of labour (S.O.) Act, 1965. Hence the Issue Nos. 1&2 are decided in favour of the petr.

Issue Nos. 3 & 4

Issue Nos. 3 & 4 are taken together for discussion for the sake of conveniences. It is admitted fact that the pert. Md. Forhad Hossain is dismissed from service by O. P . No. 2 Managing Director on 21-5-03 Vide Mamo No. S.C.M./S.R.J./1-2002/2003/569 by Exbt:-4 from the post of switch Board Attendant U/S 17(3)(F&G) of the Employment of Labour (Stading orders) Act, 1965. That the petr. Challenged the dismissal order dated. 21-5-03 as illegal, unlawful and no sustainable in the eye of law and prayed for reinstatement in his service with arrear wages and benefits. The case of

the petr. is that the O.P. Management issued dismissal order Exbt.-4 *Vide* Memo No. 569 dated. 21-5-03 which is arbitrary. illegal and contrary to the provision of Employment of Labour (S.O.) Act, 1965. That the O.P. Management had no allegations against the petr. before the dismissal order and that the O.P. Management neither issued any show cause notice nor any departmental proceeding or charge brought against him and that at the time of dismissal order the petr. was elected president of the Labour Trade Union of the Spinning & Cotton Mill and that the exparte highest punishment in the form of dismissal from service is illegal and contrary to the provisions of law. The case of the contesting O.P.S. on the other hand, is that the petr. Forhad Hossain actually joined in the service of the O.P. Spinning & Cotton Mills Ltd. on 5-6-1993 and during his service he was terminated on 31-3-1996 for his misconduct and after the leasing and varatia period of one Naser uddin Sikder the petr. took his job of Switch Board Attendant on 4-11-2002 and there after the petr, along with others again Started creating disorderly and riotious atmosphere in the Mill. That on 25-3-2002 the petr. along with others entered into the office of the G. M. of the Mill and man handled him after exchanging filthy languages, the office room was broken down and that the G.M. and other officers are wrongfully confined in the room and threatened them to death. That the police Administration rescued them from wrongful confinement but the petr. with others continued their efforts to take the controll of the Mill with the help of one Guru pade of Narayangonj and that under the extenuating circumstances, the O. P. Management was compelled to dismiss the petr. Forhad Hossain from service for his misconduct. Hence, the petr. Forhad Hossain was Lawfully dismissed from service and the petr.'s case is liable to be dismissed with cost. To prove this case the petr. side examined P. W. 1 Md. Forhad Hossain the petr himself. p .w. 2 Md. Al-Amin, Member of the Bohuli Union perished as oral evidences and that the O . P. side examined D. W. 1 T. M. Refiqul Alam, Administrative and labour officer of Sirajgonj Spinning & Cotton Mills ltd. as oral evidence. The petr.'s side filed documents Which are marked exhibits as 1—5, 5(ka), 6—7, 7(ka), 7(kha), 8 and the O. P. side adduced documentary evidences as Exbts.- ka, ka(1), Kha, Kha, (1)-kha(4), Ga, Ga(1).Gha,Uno, Uno(1) in this case. To prove the pert's case P.N. 1 Md. Forhad Hossain in his chief, corroborated the contends of allegations stated in the plaint and also added that at the time of dismissal order on 21-5- 2003 he was elected president of the Labour Trade Union of the Spinning & Cotton Mill and the dismissal order is illegal and contrary to the provisions of Employment of Labour (S. O.). Act, 1965. O .P.N.W 1 T.M. Rafiqul Alam Administrative and Labour officer of the Spinning & Cotton Mills Ltd. admits in cross that the petr. Forhad Hossain was elected president of the labour.

Trade Union and that as to allegations against the petr. no copy was served to him and no show cause letter issued against the petr. D. W. 1 T. M. Rafiqul Alam, Administrative & Labour officer of the O. P. Mill Management frankly admits in cross that he himself did not file any G. D. against the petr. and that no Departmental proceedings or enquiry was held for petr.'s

misconduct against him (T. M. Rafiqul Alam) and that even the Mill Management did not file any case against the petr. for his act of ritious or disorderly behaviour or any disloyalty in the court. Moreover it is admitted that the highest punishment in the of form of dismissal from service of the petr. was passed exparte U/S 17(3)(F&G) of the Employment of Labour (S.O.) Act, 1965. as revealed from Exbt. 4 dismissal letter dated 21-5-03. D. W. 1 T.M. Rafiqul Alam is examined in the court who tried to corroborate the allegations continual in dismissal order Exbt. 4. P. W. 1 T. M. Rafiqul Alam. Administrative & labour officer stated in Chief that he alonge with other officers- Assistant Manager Shamsul Alam, Assistant Security Officer Kabir Uddin, G.M. Shariful Haque were wrongfuily confined in a room on 25.3.2002 by the petr. and his quo- workers but such story are not corroborated by any other Officer or stafns of the Mill. Even that no Police Officer are examined to corroborate that story. Only two letter of application addressed to the D.C. and S.P. Sirajgonj dated 30.4.03 Exbt. Ka and Ka(1) for administrative help and maintaining Law and order situation in the Spinning & Cotton Mills Ltd. Sirajgonj. Exbt. Kha filed by the defence side shows that one Nabab Ali D.S.No. 177 B Shift a worker of the Mill filed a general diary No. 551 dated 13-5-03 in the Sirajgonj Police Station. From the deposition of T.M. Rafiqul Alam as well as the documents like Exbts. Ga(1), Kha(2), Kha(3) and paper cuttings Exbts. Umo & Umo(1) dated 12-7-03, 6-7-03 that there is a adverse relationship between the Mill Management and the Trade Union Leader Vis-a-gis workers of the Mill as to the running of the Mill and its administration and the claim of wages for the workers. D.W. 1 T.M. Rafiqul Alam the Administrative & Labour Officer admits in cross that he joined in the Mill after 5 years Management of the lessee Nasir Uddin Sikder and that the petr. Forhad Hossain was even in service at the time of Nasir Uddin Sikder. It is the specific case of the O. P. Mill Management side that the petr. Forhad Hossain was terminated on 31.3.96 for his riotious and disorderly behaviour but no such paper of termination order is filed in the court to prove that contention . The defence side stated in the W/S that Forhad Hossain took his job of Switch Board Attendant on 4.11.02 but no such paper is filed by the O.P. Management to prove that story. It is added by the O.P. Management in the W/S that the G.M.& Officer of the Spinning & Cotton Mill were wrongfully confined by the petr. and his Co-workers on 25.3.02 and with the help of the police Administration, they are rescued, no such documentary or oral evicences are brought to the court to corroborate and prove that contention. It is the Specific allegations against the petitioner that Forhad Hossain with other workers continued their efforts to take control of the Mill in collusion with one Guru Pada of Narayangonj, but no such single scrap of paper evidence recorded from the O. P. side to show efforts & sign of forcible possession of the Mill. From the evidences oral as well as documentary filed by the parties it appears that their was adverse relationship between the Mill Management and the Trade Union Leader vis-a-vis workers of the Mill. after the date of order of dismissal of the petr. from the post of Switch Board

Attendant Exbt. Kha(1)v Kha(2), Kha(3) & Kha(4) show that the adverse relationship between the Trade Union Leaber and the workers with the O.P. Management started after the dismissal order of the petr. President of the Trade Union and other workers and that the disorderly situation of the Mill accrued after the dismissal of the Trade Union Leader from service . That the O.P. side has failed to prove the allegations against the petr. stated in the dismissal order (Exbt-4) by cogent and proper evidences.

It is revealed from Exbt.-7(Ka) & 7(Kha) that the petr. published a letter of protibad of the Management's news dated 12-7-03 as false. It is found from the evidences that the O. P. No. 2 Managing Director of the Spinning & Cotton Mills Ltd., Sirajgonj issued dismissal order vide Memo No. 569 dated 21-5-03 exparte and without any show cause and the O. P. side admitted that no show case is issued and no proceedings or charges framed against the petr. So, admittedly the O. P. Management dismissed the petr. Forhad Hossain from his service of Switch Board Attendant without show case as well as giving no scope for personal hearing Which is illegal and contrary to the provisions and procedure for punishment U/S 18 and 14 of the Employment of labour (S. o.) Act, 1965 for the offence of misconded U/S 17 (3) (f & G) of the said Act.Thus the Mill management did not follow the mandatory provisions that (I) allegations should be recorded in writing, (II) copy of the allegations is to be given to explain against such allegations and (111) a personal hearing is given, If such prayer is made. That no Enquiry officer appointed by the O. P. to record evidences. Thus it can be said that the o. p Mill Management has not complied the mandatory provisions of Law in awarding the major punishment of dismissal from service which appears to be arbitrary, illegal and unlawful and against the principle of natural justice. In the circumstances this tribunal finds that pert. Forhad Hossain is a worker and he is dismissed from service arbitrarily without complying the provisions of section 17 & 18 of the Employment of Labour (S. O.) act, 1965. That the petr. is dismissed without any show cause notice and framing of charges violating mandatory provisions of section 17 & 18 of the Employment of Labour (S. O.) Act, 1965 and hence the only remedy that can be given to him in his reinstatement in service. Finally this court concludes that the petitioner's dismissal from service was unjustified, whimsical, arbitrary and against the provisions of section 17 & 18 of the Employment of Labour (S. O.) Act, 1965. In view my findings, the petr. is entitled to be reinstated in his service with all arrear wages and other benefits as admissible in the rules.

The Ld. Members are consulted. It is, accordingly,—

ORDERED

That this Complaint case be allowed on contest against O. P. No. 1 & 2. That the order of dismissal of the petitioner from his service of Switch Board Attendant passed by O. P. 2 is hereby set side and the petitioner be reinstated in his service with all wages and benefits as admissible under rules.

The O. P Management is directed to implement this decision within 20 (Twenty) days.

Md. Abdus Samad
Chairman
Labour court, Rajshahi.

In the Labour Court, Rajshahi Division, Rajshahi.

Present : Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members : 1. Mr. A. K. A. Atoa-A-Rabbi for the employers

2. Mr. Md. Lokman Hossain for the Labours.

Date of delivery of Judgment—29th December/2004

Complaint Case No. 5/2003

Golam Rahim Khan , S/O. Late Golam Quddus Khan. Vill, Rahmatgonj , P. O., P.S. & Dist. Sirajgonj Office Assistant (at present dismissed) Administrative & Labour Department, Sirajgonj & Cotton Mills Ltd., Rahmatgonj, Sirajgonj—Petitioner.

Versus

1. Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd. for Managing Director,
2. Managing Director, Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd., Both address–Hospital Rood , Sirajgonj—Opposite parties .

Representatives :—

1. Mr. Saifur Rahman khan, Advocate for the petitioner.
2. Mr. Khaja Moinuddin, Advocate for the opposite parties.

JUDGMENT

This is an application U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 at the instance of petitioner Golam Rahim Khan with a prayer for reinstatement in his service of Doptor Assistant, Administrative & Labour Department of Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd., Sirajgonj with all back wages after setting aside the order of dismissal vide Memo No. 571 dated 28-5-2003.

The petitioner's case, in short, is that the petitioner Golam Rahim Khan, Doptor Assistant, Administrative & Labour Department was a permanent worker under the second party Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd., Sirajgonj and that he joined in the post of Junior Clerk in the year1976 and for his continuous service with honesty and dedicated he was promoted in the post of senior clerk and finally in the post of Doptor Assistant before the date of dismissal from service on 28-5-03. That the petr. Golam Rahim Khan is a member of Sirajgonj Suta Kol Sramik Union (Regn. No. Raj-1), Rahmatgonj, Sirajgonj and because of his popularity he was elected General Secretary of the said trade union in the election dated 30-6-2001 and that he was previously General Secretary for the tenure of two years of the said trade union and that he participated in bargaining with O.P. Management as C.B.A. That the petr. Golam Rahim Khan were in active and sincere service and that the O.P. Management issued with unlawful and mala No fide intention the dismissal order Exbt. 1 vide Memo No 571 dated 28-5-03 which was arbitrary, illegal; and contrary to the provision of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. That the O.P. Management had not given any opportunity for the petr. to show any cause/ written statement and personal hearing before dismissal order against him and even not the O.P. Management issued any Departmental proceeding and not considered the personal file at the time of dismissal order against him. That the petr. Golam Rahim Khan did never connected with any offence stated in the dismissal order Exbt. 1 and that the highest punishment of dismissal order was ex-parte, illegal and not sustainable in Law. That the petr. after receiving the dismissal order, submitted a grievance petition on 7.6.03 by registered post for reinstatement in service but the O.P Management neither takes any step to reinstate him in service nor any reply was given. Hence, this petr. has been compelled to file this case for reinstatement in his service with all back wages.

That one Md. Abdur Rahim, Sr. Accounts Officer on behalf of O.P. Nos.1&2 appeared and contested this case by filing written statement and additional written statement denying the material allegations made in the complaint petition, contending inter alia, that the petitioner's case is not maintainable in this form, that the petr. allegations are false and concocted and that the statement of para-1 of the complaint petition is partly true and that the defence case, in short, is that the petr. Golam Rahim Khan was involved in subversive and unlawful activities against the Mill and for that complaint is lodged in Sirajgonj police station as P.S. case No.2 dated 2-9-2003 and that the O.P. Management was compelled to file complaint on 30-4-03 in the Office of the Deputy Commissioner and Pollice Super, Sirajgonj . That the petr. joined in the post of junior clerk on 16-2-76 in the office of the O.P. Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd. and during his service he was promoted in the post of Sr. Clerk and later on the petr. was asked to show cause on 22-5-86 for unlawful activities and on 24-9-98 the

petr. was terminated from service on the Mill. Later on the O. P. Mill owner leased out the Mill to one Naser udder Sikder and uncer the Varatia Naser Uddin Sikder the petr. Golam Rahim Khan took his job of Office Assistant on 26-12-99 and there after the petr. Started his Job of Office Assistant on 4-11-2002. under the O. P Management but the petr. under the O. P. Management started creating disorderly and chaotic situation to stop the production of the Mill. That the petr. entered into the office of the G. M. of the Mill and man handled and threatened him and that the office-room was broken down by him and the G. M. along with officers were compelled to go out of the office by him and that the G. M. and other officers of the Mill were wrongfully confined in the room and they were threatened to death and with the help of the Police Administration, they were rescued and again the production of the Mill were started after the bilateral meeting on 24-6-03 held in the Office of the police Super. That the petr. Golam Rahim Khan and others continued their efforts to take the controll of the Mill with the help of one Guru pada of Narayangonj and that under the extenuating circumstances the O. P. Management was compelled to dismiss the petr. from service on 28-5-03 lawfully. Hence, the petr.'s case is liable to be dismissed with cost.

POINTS FOR DETERMINATION

1. Whether the petitioner's case U/S 25 of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 is maintainable?
2. Whether the petitioner's case is barred by law of limitation?
3. Whether the petitioner's order of dismissal from service by the O. P. on 28-5-03 is arbitrary and unlawful and is liable to be set aside?
4. Whether the petitioner is entitled to get the relief as prayed for?

FINDINGS AND DECISION

Point Nos. 1 & 2

There is no denial of the fact that the petr. Golam Rahim Khan was a worker as Doptor Assistant under the Second party Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd., Rahmatgonj, Sirajgonj at the time of his dismissal from service on 28-5-03. It is admitted by both the parties that the petr. Golam Rahim Khan was Elected General Secretary of Sirajgonj Suta kol Sramik Union (Reg. No. Raj-1) Rahmatgonj, Sirajgonj at the time of his dismissal order. Admittedly the petr. Golam Rahim Khan joined in the post of Junior Clerk on 16-2-1976 in the office of the O. P. Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd. and during his service he was promoted in the post of Sr. Clerk in the office of the O.P. Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd. There is no denial of the fact that the petr. Golam Rahim Khan was a C.B.A. (General Secretary)

of Sirajgonj Suta Kol Sramik Union (Reg. No. Raj-1) at the time of his dismissal on 28-5-03. P. W. 1 Golam Rahim Khan the petr. himself corroborated the story of the plaint and also added that the O. P. Management illegally issued the dismissal order from service on 28-5-03 Vide Memo No. 571 (Exbt. 1).U/S 17(3)(F&G) of the Employment of Labour (standing orders) act, 1965 by registered post Exrt.1 (Ka)dated 29-5-03 and against the exparte order Exbt.-1, the pert. sent grievance petition by registered post to the O.P. on 7-6-03 (Exbt.-2, 2(Ka) which is within 15 days as per provision of law and that this pert. filed this case on 12-7-03 within 30 days as per provision of section 25(1)(b) of the Employment of Labour (Standing orders)Act, 1965. Hence, this petr. has filed this case within the time of limitation and that this case is maintainable U/S 25 of the Employment of Labour (S.O.)Act, 1965. in the circumstances the issue Nos. 1 & 2 are decided in favor of the petr.

Issue Nos. 3 & 4

Issue Nos. 3 & 4 are taken together for discussion for the sake of conveniences. It is admitted fact that petr. Golam Rahim Khan is dismissed from service by O. P. No. 2 Managing Director, Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd. from 29-5-03 Vide Memo. No SCM/SRJ/01/2002-2003/571 dated 28.5.03 by Exbt. 1 from the post of Doptor Assistant U/S 17(3) (F&G) of the Employment of Labour (Standing orders) Act, 1965. That the petr. challenged the dismissal order dated 28-5-03 as illegal, unlawful and not sustainable in the eye of law and prayed for reinstatement in his service with arrear wages. The case of the petr. is that the O. P. Management issued the dismissal order Exbt. 1 *Vide* Memo No. 571 dated 28.5.03 which is arbitrary, illegal and contrary to the provision o f the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965. That the O. P. Management had provided no opportunity of the petr. to show any cause by filding written statement and that even not the O. P. Management issued any Departmental proceeding and considered the personal file and no scope given for personal hearing before the impugned dismissal order. That the petr. was elected General Secretary of Sirajgonj Suta Kol Sramik Union (Regn. No. Raj.-1) Rahmatgonj, Sirajgong and that the exparte highest punishment in the form of dismissal from service is illegal, arbitrary and contrary to the provisions of the Emploment of Labour (Standing order) Act, 1965. The case of the contesting O. P. Nos. 1 & 2, on the other hand is that the petr. Golam Rahim Khan joined in the post of junior Clerk on 16-2-76 in the office of the O. P. Sirajgonj Spinning & Cotton Mills Ltd. and during his service he was promoted in the post of Senior clerk and later on the petr. was asked to show cause on 22-5-86 for unlawful activities and later on 24-9-98 he was terminated for his misconduct U/S 17(3) (F&G) of the S.O. Act. That the petr. Golam Rahim Khan started creating disorderly and chaotic situation under the O.P. Management to stop the production of the mill and that the petr. entered into the office of the G.M. of the Mill and man handled and threatened him and that the office-room was broken down and the G. M. along with other officers were wrongfully confined by him.

That the police Administration rescued him from wrongful confinement but the petr. in collusion with others continued their efforts to take the control of the Mill with the help of one Guru pada of Narayangonj and that under the extenuating circumstances the O.P. Management was compelled to dismiss the petr. Golam Rahim Khan from service for his misconduct. Hence, the petr. Golam Rahim Khan was lawfully dismissed from service and the petitioner's case is liable to be dismissed. To prove this case the petr. side examined P. W. 1 Golam Rahim Khan, the petr. himself and P.W.2 Md. Year Ali, Ward Commissioner of Sirajgonj Pourasava as oral evidences and that the O.P. side examined no oral witnesses. The petr.'s side filed documents which are marked exhibits as 1,1(ka),2,2(ka),3, 4, 4(ka). To prove the petr.'s case the petr. Golam Rahim Khan in his chief, stated and corroborated the contends of allegations of the plaint and also added that at the time of dismissal order on 28.5.03 he was elected General Secretary of Sirajgonj Suta kol Sramik Union (Regn. No. Raj-1), Rahmatgonj, Sirajgonj. He added that the impugned dismissal order is illegal, arbitrary, malafide and contrary to the provisions of the employment of Labour (S.O.) Act, 1965 and that no Departmental proceeding is drawn against him. He also added that he did never engaged in unlawful and subversive activities against the Mill. P.W.1 Golam Rahim khan admits in cross that he served the different Mill owners and Management from 16-2-76 to the date of dismissal. P.W. 1 petr. Golam Rahim Khan also admits in cross that no discussion was held in accordance to the letter of trade union dated 17-6-03 and that he can not say about the meeting held on 24-6-03 in the office of the police Super. It is specific case of the defence side that the petr. Golam Rahim khan was asked to show cause on 22-5-86 for unlawful activities which is neither proved by any oral evidence nor by documentary evidences on behalf of the defence side and no termination letter dated 24-9-98 is filed on behalf of the O. P. Management. It is added in the written statement that the petr. Golam Rahim Khan took his job of office Assistant on 26-12-99 from the present O.P. Management but no such paper is filed and brought into evidence by the O.P. side. It is a case of the written statement that the petr. Golam Rahim Khan created disorderly and chaotic situation in the Mill Campus to stop the production and he entered into the office of the G. M. of the Mill and man handled and threatened him and the office-room was broken down and the officers and the G.M. were wrongfully confined in the room and that the petr. continued efforts to take the control of the Mill with the help of one Guru pada of Narayangonj which is neither corroborated by any oral evidences or documentary evidences. The O.P. Management side filed some photocopy of papers by firisty which are not brought into evidence by examining oral evidences by way of the provisions of Evidence Act . But form the admission of the pleadings and the oral and documentary evidences Exbts. 1, 1(ka) 2, 2(ka), 3, 4,4(ka) filed by the petr. side it appears that the petr. Golam Rahim Khan was General Secretary (C.B.A) of Sirajgonj Suta kol Sramik Union (Regn. No Raj.-1). Rahmatgonj, Sirajgonj at the time of his dismissal from service and there was adverse relationship between the Mill Management and the Trade union Leaders as to the running of the Mill under different Mill owners and the Management. That the O. P. side has failed to prove the allegations against the petr. Golam Rahim khan stated in the dismissal order (Exbt.-1) by cogent and proper evidences. It is found from

the evidences adduced by the petr. side Exbt. 1 to 4 that the O. P. No. 2 Managing Director of Sirajgonj Spenning & Cotton Mills Ltd. Issued the impugned dismissal order Vide Memo No.571 dated, 28-5-03 exparte i. e. without any show cause and that no departmental proceeding started against the petr. and no charge is framed against him. Admittedly is appears that the O. P. Management dismissed the petr. Golam Rahim Khan from his service of Doptor Assistant in the office of the Mill without any show cause as well as given no scope for self-defence and personal hearing which is illegal, arbitrary and contrary to the provisional and procedure for punishment U/S 17(3) (F& G) of the Employment of Labour (Standing orders) Act, 1965. Thus, the Mill management did nit follow the mandatory provisions that (I) allegation should be recorded in writing, (II) copy of the allegation is to be given to explain against such allegations and (III) a personal hearing is given, if such prayer is made. Even no Enquiry officer is appointed by the O. P. Management to record evidences to prove the offence of misconduct U/S 17 (3)(F & G) of the Employment of Labour (S. O) Act, 1965. Thus it can be said that the O. P. Mill Management has not complied the Mandatory provisions of section 18 of the Employment of Labour (S. O.) Act, 1965 in awarding the major punishment of dismissal from service which appears to be arbitrary, exparte, illegal and against the principle of natural justice. In the circumstances this tribunal finds that the petr. Golam Rahim Khan is a worker and he is dismissed from service arbitrarily without complying the mandatory provisions of section 18 of the employment of Labour (S.O.)Act, 1965 and hence the only remedy that can be given to him is his reinstatement in service. The ruling stated (M/S. Hafiz Jute Mills Ltd. Versus 2nd Labour Court, Govt. of Est Pakistan & others) In 22 D.L.R.(1970) page –713 can be relied on. Finally this court concludes that the dismissal order of the petr. Golam Rahim Khan from service is unjustified, whimsical, arbitrary and against the mandatory provisions of section 18 of the Employment of Labour (S.O.)Act, 1965. In view of my findings, the petr. is entitled to be reinstated in his service with all arrear wages and benefits as admissible in the rules.

The Ld. Members are consulted. It is, accordingly,

ORDERD

That this Complaint case be allowed on contest against the **O.E**. No. 1 & 2 without costs. That the order of dismissal of the petitioner from his service of Doptor Assistant passed by O. P. no.2 is hereby set aside and the petitioner be reinstated in his service with all wages as admissible under the rules .

The O.P. Management is directed to implement this decision within 20(twenty) days.

Md. Abdus Samad
Chairman
Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৬/২০০৪

মোঃ মতিয়ার রহমান (মতিউর), পিতা মৃত মকবুল হোসেন, সাং লক্ষিকুন্ডা, পোঃ কৈকুন্ডা, থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা, সাবজোন গার্ড, পাবনা চিনিকল লিঃ, দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। পাবনা সুগার মিলস লিঃ পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাবনা সুগার মিলস লিঃ, দাশুড়িয়া, পাবনা।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাবনা সুগার মিলস লিঃ, দাশুড়িয়া পাবনা।

৩। মহাব্যবস্থাপক (কৃষি), পাবনা সুগার মিলস লিঃ, দাশুড়িয়া পাবনা।

৪। মহাব্যবস্থাপক (অর্থ), পাবনা সুগার মিলস লিঃ, দাশুড়িয়া, পাবনা।

৫। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), পাবনা সুগার মিলস লিঃ, সব´ডাকঘর দাশুড়িয়া, থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। কাজী সদরুল হক সুধা, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৭ তাং ১০-৮-০৪

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের কোন পদক্ষেপ নাই। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল। দরখাস্তকারী পক্ষের কোন হাজিরা দাখিল করেন নাই।

রেকর্ড চূড়ান্ত শুনানীর জন্য লওয়া হইল। দরখাস্তকারী মোঃ মতিয়ার রহমান (মতিউর) কে পুনঃপুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেলনা। এখন সময় ২.১৫ মিনিট। গত ২৮-৭-০৪ ইং তারিখে দরখাস্ত কারীর দাখিলী সময়ের দরখাস্তদৃষ্টে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী মোকাদ্দমাটি উঠাইয়া লইবার গ্রাউন্ডে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলেন। অদ্যকার তারিখে দরখাস্তকারী মতিয়ার রহমান গর হাজির রহিয়াছেন

ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী মামলাটি পরিচালনা করিতে অনিচ্ছুক। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, মামলাটি দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতির কারণে খারিজ করা হইল। আদেশের ৩টি কপি সরকার বরাবর প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১০১/২০০৩

মোঃ ফয়জুল হক, পিতা মৃত মিনারলী, সাং মালীগাঁও, থানা আটোমারী, জেলা পঞ্চগড়, বর্তমানে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ, পোঃ ঠাকুরগাঁও রোড, জেলা ঠাকুরগাঁও—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ, ঠাকুরগাঁও।

২। ব্যবস্থাপক পরিচালক, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ, পোঃ ঠাকুরগাঁও রোড, জেলা ঠাকুরগাঁও।

৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোশনের, আদমজী কোর্ট, ১১৫—১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০—**প্রতিপক্ষগণ**।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম (২) দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৬, তাং ০৮-০৮-০৪

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া মামলাটি খারিজ করার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন নথি দরখাস্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

দরখাস্ত সম্পর্কে বাদীর বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। দরখাস্তদৃষ্টে ও দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যদৃষ্টে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী মোঃ ফয়জুল হক মামলা দায়েরের পর কোন যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন না রেকর্ডদৃষ্টে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী দীর্ঘদিন যাবৎ আদালতে হাজির হন নাই যাহা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী অত্র মামলাটি পরিচালনা করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং বিজ্ঞ কৌশলীর দাখিলী দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হইল। সুতরাং বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য এবং দরখাস্তদৃষ্টে দরখাস্তকারী ফয়জুল হক মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহেন বিধায় নন্-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে খারিজযোগ্য মর্মে আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সুতরাং,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর , ও , মামলাটি দরখাস্তকারীর গাফেলতির জন্য ও মামলাটি পরিচালনা করিতে অনিচ্ছুকহেতু নন্- প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে খারিজ করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত , রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর , ও , মামলা নং ২৪/১৯৮৮

আমেনা খাতুন, জং মৃত মোঃ ইসমাইল, প্রযত্নে মোঃ আসলাম খান, রাজ্জাক হোটেল, ষ্টেশন রোড, রাজশাহী—দরখাস্তকারিণী।

বনাম

১। জেনারেল ম্যানেজার (প), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।

২। ডেপুটি এফ, এ, এন্ড সি, এ, ও, লালমনিরহাট. বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।

৩। ডিভিশনাল পারসোনাল অফিসার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩৬, তাং ০৯-৯-০৪

অদ্য মামলাটি পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য দিন ধার্য আছে। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি পেশ করা হইল। উল্লেখ্য যে, ৪-৯-০৪ ইং তারিখে পুলিশ প্রতিবেদন আসিয়াছে। নথিতে সামিল আছে।

দরখাস্তকারিণী আমেনা খাতুন আদালতে গর হাজির রহিয়াছেন। রেকর্ড চূড়ান্ত শুনানীর জন্য লওয়া হইল। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ রেলওয়ে পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতে হাজির থাকিয়া এই মর্মে নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারিণী আমেনা খাতুন মামলাটি দায়েরের পর থেকেই এলাকায় নিরুদ্দেশ রহিয়াছেন এবং তদমর্মে পুলিশ রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে । পুলিশ রিপোর্টদৃষ্টে দেখা যায় যে, দরখাস্ত-কারিণী আমেনা খাতুন শিরইল বিহারী কলোনীর পার্শ্বে বস্তি ঘরে বসবাস করিত কিন্ত ১৯৮৯/১৯৯০ সালে সেখান হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না এবং বর্তমান ঠিকানায় দরখাস্তকারিণী বসবাস করে না। দরখাস্তকারিণী আমেনা খাতুনকে পুনঃপুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেল না বা তাহার বিজ্ঞ কৌশলীও আদালতে হাজির নাই প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ রেলওয়ে পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আদালতের নির্দেশে প্রতিপক্ষ হাজির রহিয়াছেন এবং আদালতের আদেশ পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিন্তু দরখাস্তকারিণী আমেনা খাতুন বা তাহার বিজ্ঞ কৌশলী দীর্ঘদিন যাবৎ গর হাজির থাকায় মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে। সুতরাং আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারিণী আমেনা খাতুনের পক্ষে কোন তদ্বিরাদি না থাকায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক এই পর্যায়ে আদালতে কোন চেক জমা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। যেহেতু দরখাস্তকারিণী স্বয়ং দীর্ঘদিন যাবৎ আদালতে গর হাজির, সেহেতু তাহার পক্ষে মামলায় তদ্বিরাদি গ্রহণ না করায় মামলাটি পরিচালনায় আগ্রহী নহেন। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই , আর , ও , মামলাটি পুলিশ তদন্তের প্রেক্ষিতে এবং দরখাস্তকারিণীর তদ্বিরাদি না থাকায় তাহার অনুপস্থিতির কারণে প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে খারিজ করা হইল এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান ,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত , রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর , ও, মামলা নং ২০/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ শাহনেওয়াজ (বাদশা), সভাপতি,

২। মোঃ জামিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক,

বগুড়া জেলা ক্ষুদ্র চামড়া ব্যবসায়ী সমিতি,রেজিঃ নং রাজ ১৯৬২, বাদুরতলা, বগুড়া—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ২৬-৯-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন । নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদির দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন। রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল একতরফাসূত্রে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)/১, ১(খ), ১(খ)/১, ১(গ) হিসাবে প্রমাণে আনেন। পি, ডব্লিউ, ১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ বগুড়া জেলা ক্ষুদ্র চামড়া ব্যবসায়ী সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৬২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে , প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়ন/ সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদিদৃষ্টে দেখা যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ০২-৪-৯৮ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১-৪-২০০০ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তর দাখিল করে নাই তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/ রিটার্ণ ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেন নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ১৩-১-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ /১৯৪ (এক্সিবিট- ১(খ) ও উক্ত স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ (এক্সিবিট-১ (খ)/১) এবং ২০-৫-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং ১০০৫ (এক্সিবিট-১(ক) ও উত্তম স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ (এক্সিবিট-১(ক)/ ১) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি ও রেজিঃ রশিদগুলি এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১-৪-২০০০ ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায়

১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিঃ অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর , ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিঃ অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ বগুড়া জেলা ক্ষুদ্র চামড়া ব্যবসায়ী সমিতির রেজিঃ (রেজিঃ নং রাজ ১৬৬২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান ,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত , রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ২২/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ হাফিজার রহমান, সভাপতি,

২। শ্রী পরিমল কুমার রায়, সাধারণ সম্পাদক, মান্দা রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক লীগ (রেজিঃ নং রাজ ১৬৪৬, প্রসাদপুর, পোঃ প্রসাদপুর, থানা মান্দা, জেলা নওগাঁ—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪ তাং ১৪-৯-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন এবং (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন । নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তি মূলে কাগজ দাখিল করেছে।

রেকর্ড কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল । একতরফাসূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠান্তে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও অন্যান্য কাগজাদি এক্সিবিট-১ (ক), ১(খ) ও ১ (গ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর একতরফা জবানবন্দী ও এক্সিবিটকৃত ১, ১ (ক) ১ (গ) কাগজাদি ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন , রাজশাহী বিভাগ , রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ মান্দা রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক লীগ এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৬৪৬) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসার বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী কাগজাদিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৮-১২-১৯৯৭ ইং তারিখের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১০-১২-২০০১ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/ রিটার্ণ ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২১ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ২৩-৮-২০০০ ইং তারিখের স্মারক নং ১৯১৭ (এক্সিবিট-১ (গ) ও ৫-১-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং ৬৯ (এক্সিবিট-১ (খ) মূলে প্রতিপক্ষ বরাবর রেজিস্ট্রী নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সর্বশেষ ১৪-৬-২০০৪ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১০৩৭ নং স্মারক (এক্সিবিট-১ (গ) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে । সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ১০-১২-২০০১ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালতে অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুর যোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর , ও , মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ মান্দা রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক লীগ এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৪৬) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান ,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ২৪/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সভাপতি,

২। আবদুস সামাদ , সাধারণ সম্পাদক,

তালিমনগর সুইচগেট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১২২১, সুইচগেট, সুজানগর, পাবনা —প্রতিপক্ষ ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ ।

আদেশ নং ৪, তাং ২৭-৯-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব এ, কে, এ আতোয়া-এ রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন । শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন । নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন ।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১ (ক) , ১ (খ), ১ (গ) হিসাবে প্রমাণে আনেন। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ , রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ তালিমনগর সুইচগেট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১২২১) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন

ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৩১-০৮-৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ২-২-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং ৩৮২ (এক্সিবিট-১ (গ), ২-০৯-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং ১৮২১ (এক্সিবিট-১, (খ) এবং ১৪-০৬-২০০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১০৩৯ (এক্সিবিট-১) (ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ রেজিঃ ডাকযোগে প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ তালিমনগর সুইচগেট কুলি-শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১২২১) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত , রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত , রাজশাহী।

আই, আর ,ও মামলা নং ৪০/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী, বিভাগ রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আফছার আলী, সভাপতি,

২। শ্রী দুলাল চন্দ্র দাস , সাধারণ সম্পাদক,

তাজমা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, রেজিঃ নং ইঃ পিঃ ১২৩৬, শেরপুর রোড, বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ৩-১১-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। উভয় পক্ষের কোন তদ্বিরাদি নাই । মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এ, কে, এ আতোয়া-এ-রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। রেকর্ড কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল ।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল । উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ে সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডব্লিউ-১ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক , বিভাগীয় শ্রম দপ্তর , রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)/১, ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ তাজমা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং ইঃ পিঃ ১২৩৬) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৬-৮-১৯৬৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১০-১-৯৪ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে যাহা

এক্সিবিট- ১(খ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ দ্বারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে । রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৮-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১৩৪১ (এক্সিবিট-১ (ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এবং উক্ত স্মারক প্রেরণের রেজিঃ খাম (যাহা Refused মতে ফেরত আসিয়াছে) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১০-৯-৯৪ ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ২০০১ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয় । ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন , রাজশাহী বিভাগ , রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ তাজমা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং ইঃ পিঃ ১২৩৬) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত , রাজশাহী।

আই, আর,ও, মামলা নং ৩০/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন , রাজশাহী বিভাগ , রাজশাহী— দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ তহিদুল ইসলাম, সভাপতি ,

২। মোঃ আশরাফুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক,

কনস্ট্রাকশন এন্ড উড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ ১৩২৬, নতুন বাবুপাড়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ৩১-১০-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানী জন্য পেশ করা হইল।

রের্কড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি ডব্লিউ ১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় । পি এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দীর কাগজাদি ফাইল এক্সিবিট ১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কনস্ট্র্যাকশন এন্ড উড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, নীলফামারীর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৩২৬) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৭-৫-১৯৯৫ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছেন যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২১ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৮-১২-০২ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/ ২৮১৮ (এক্সিবিট-১ (খ) ও ১৪-০৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১২৯২ (এক্সিবিট-১ (ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে

অত্র আই, আর,ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ , রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কনস্ট্রাকশন উড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন , সৈয়দপুর , নীলফামারী এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৩২৬) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৩৬/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। কে, এম, লায়েক আলী, সভাপতি,

২। মোঃ আঃ রশিদ তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক,

জেলা চাউল কল মালিক সমিতি (রেজিঃ নং রাজ-১৬৪৫) থানা রোড, জয়পুরহাট—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ৩১-১০-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে, এ আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন। নথি কোর্ট গঠনের জন্য পেশ করা হইল।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)/১, ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ জেলা চাউল কল মালিক সমিতি, জয়পুরহাট এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং

রাজ-১৬৪৫) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফ জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৪-১২-১৯৯৭ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী ১৯৯৭ সালে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে অদ্যাবধি দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৭-৭-২০০১ইং তারিখে স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৩৯০(এক্সিবিট-১(গ), ১২-১২-২০০২ইং তারিখের স্মারক নং ২৭২৮ (এক্সিবিট-১(ঘ) এবং ২৭-৬-০৪ইং তারিখের স্মারক নং ১১১২ (এক্সিবিট-১(ক), মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এবং ১১১২ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট- ১(ক)/১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ জেলা চাউল কল মালিক সমিতি, জয়পুরহাট এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৪৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৭/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোহাম্মদ আলী, সভাপতি

২। মোঃ জয়নাল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক, উলিপুর সিরাজ বিড়ি ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজা ১৩৫২, কাচারী রোড, উলিপুর, জেলা কুড়িগ্রাম—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ৩১-১০-২০০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব (১) এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব (২) মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ- ১ মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১ (ক), ১ (ক)/১, ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমানের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০ (২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ উলিপুর সিরাজ বিড়ি ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩৫২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৩১-৭-১৯৯৫ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১৪-৯-৯৮ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের

২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২১-১-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৬৮ এক্সিবিট ১(খ) ও ৭-৭-০৪ইং তারিখের স্মারক নং ১২০৮ (এক্সিবিট- ১(ক) এবং উক্ত স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ (এক্সিবিট ১(ক)/১) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট ১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১৯৯৮ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর,ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন , রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ উলিপুর সিরাজ বিড়ি ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩৫২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৯/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মোঃ ইমাম হোসেন (সাজু), সভাপতি,

২। মোঃ আব্দুল বাছেদ, সাধারণ সম্পাদক,

নর্দান ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৩৫৬, সাবগ্রাম, বগুড়া সদর, থানা ও জেলা বগুড়া—**প্রতিপক্ষ**।

১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং-০৫, তাং ০৩-১০-২০০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ্যাডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন এবং (২) জনাব লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্টে গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-৯ মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠান্তে জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)/১, ১(খ), ১(গ) ও ১(ঘ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশে ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ নর্দান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩৫৬) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির গত ১৬-৮-৯৫ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১৫-৮-৯৭ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২০ ধারা ও শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ৭-১০-০২ইং তারিখের ২১৮৮ নং স্মারক এক্সিবিট-১(গ), ৯-১-০৩ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৩৮ নং স্মারক এক্সিবিট-১(খ), ২০-৫-০৩ইং তারিখের ৯৯৯ নং স্মারক এক্সিটিব-১(ক) এবং উক্ত চিঠি প্রেরণের রশিদ (এক্সিবিট-১(ক)/১) মূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিঃ ডাকযোগে প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি ও রেজিঃ রশিদ একজিবিট-১ দপ্তর নথিতে আছে। তাছাড়া এক্সিবিট-১(ঘ) দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ১৯৯৭ সালের বার্ষিক রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করিয়াছে কিন্তু তৎপরবর্তীতে আর কোন রিটার্ন দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ১৫-৮-৯৭ ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ নর্দান ইন্ডষ্ট্রিজ লিমিটেড শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৩৫৬) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-২৫/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। আঞ্জুমান আরা সীমা, সভাপতি,

২। সামিমা শাহীন সাথী, সাধারণ সম্পাদক,

জনতা টেইলার্স গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৮৭৩, ঈশ্বরদী বাবুপাড়া, পোঃ ও থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ০৫, তাং ৪-১০-২০০৪

অদ্য মামলাটি আদেশের জন্য দিন ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের তদ্বিরাদি নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ্যাডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন এবং (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল।

গত ২৯-৯-০৪ ইং তারিখে হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে এবং কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক) ও ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হইয়াছে। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী ও কাগজাদীর ফাইল এক্জিবিট-১, ১(ক) ও ১(খ) কাগজাদি ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ জনতা টেইলার্স গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৭৩) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য । একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১২-৩-২০০০ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ২-৯-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং- আরটিইউ/রাজ/১৮১৮ (এক্সিবিট-১(খ) এবং ২৩-৬-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১০৮৮ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ১২-৩-২০০০ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর,ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ জনতা টেইলার্স গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন(রেজিঃ নং রাজ-১৮৭৩) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর,ও, মামলা নং ৩৫/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী— দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ মোহতাব আলী, সভাপতি,

২। মোঃ আব্দুল গনি, সাধারণ সম্পাদক, হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়াকার্স ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-১২৩২, বগুড়া— প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ২৫-১০-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ,কে, এ আতোয়া-এ-রাব্বি এবং (২) মোঃ আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদির দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয় কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি,ডাব্লিউ-১ মোঃ মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মনিরুল আলম এর জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট ১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৩২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৬-৭-১৯৬৯ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যায়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে

প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ১৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে ৯-১-০৩ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৩০ এক্সিবিট-১(খ) এবং ৭-৭-২০০৪ ইং তারিখে স্মারক নং ১২০২ এক্সিবিট ১(ক) মূলে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১৯৯৭ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই,আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৩২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর,ও, মামলা নং ৩২/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী— দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ শফি উদ্দিন, সভাপতি,

২। মোঃ নাছির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক, কুমিড়া পন্ডিত পুকুর কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন

রেজিঃ নং রাজ-১৫৫৫, কুমিড়া পন্ডিত পুকুর, থানা নন্দীগ্রাম, জেলা-বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ২৭-১০-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরাসহ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি দাখিল করিয়াছে। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ- রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি রেকর্ড কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক) ও ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি,ডাব্লিউ-১ মোঃ মসিহুর রহমানের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কুমিড়া পন্ডিত পুকুর কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৫৫) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য । একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৮-৬-৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং ইউনিয়নের বার্ষিক আয়-ব্যায়ের হিসাব বিবরণী/ রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১১-১-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৭০(এক্সিবিট ১(খ) এবং ১৩-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১২৬৭ (এক্সিবিট ১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যায়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে ।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কুমিড়া পন্ডিত পুকুর কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৫৫৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর,ও, মামলা নং ২৮/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী— **দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ আছাহাব আলী, সভাপতি,

২। মোঃ ছাদেক আলী, সাধারণ সম্পাদক, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা পাট শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-৮১০, গোপালবাগ বন্দর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা— **প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ২৭-১০-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ- রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক) ও ১(খ), ১(গ) ও ১(ঘ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা পাট শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮১০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৪-১০-৮৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ৬-৮-২০০০ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারী দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ

ইউনিয়নটি বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে যাহা এক্সিবিট ১(ঘ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্ত কারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ৫-১-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং আর টি ইউ/রাজ/৩৫ (এক্সিবিট-১(গ)অফিস কপি). ১২-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১২৪৭ প্রেরণের ফেরত খাম যাহা প্রাপককে না পাওয়ায় ফেরত আসিয়াছে এক্সিবিট-১(ঘ) এবং উক্ত স্মারকের অফিস কপিএক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহা এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ৬-৮-২০০০ ইং তারিখের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন ১৯৯৯ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা পাট শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ৮১০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর,ও, মামলা নং ২৯/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী— **দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, সভাপতি,

২। শ্রী সুবাস বাবু রায়, সাধারণ সম্পাদক, রংপুর গ্যাস ওয়েল্ডিং শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-১৮২৫, কলেজ রোড, রংপুর—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ৩১-১০-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক) ও ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রংপুর গ্যাস ওয়েল্ডিং শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮২৫) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৯-৭-৯৯ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২৯-৭-২০০১ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারী দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৭-৮-০২ ইং তারিখের স্মারক নং ১৭০৭ এক্সিবিট-১(ঘ) এবং ১১-১-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ৮১ প্রেরণের ফেরত খাম যাহা অনুসন্ধানে পাওয়া যায় নাই মতে ফেরত আসিয়াছে। এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট ১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহার আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রংপুর গ্যাস ওয়েল্ডিং শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ- ১৮২৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৫১/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,

মোসলেমগঞ্জ হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ ৮৮৮, মোসলেমগঞ্জ, কালাই, জয়পুরহাট— প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ আবদুল আওয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ২৯-১২-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদি নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। অদ্য উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ আবদুল আওয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং দাখিলী কাগজাদি ফাইল এক্সিবিট-১ এবং উহাতে রক্ষিত কাগজাদি এক্সিবিট-১(ক), ১(ক)/১, ১(খ), ১(গ), ১(ঘ), ১(ঙ), ১(চ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং ফাইলে রক্ষিত কাগজাদি এক্সিবিট-১(ক) ১(চ) পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ মোসলেমগঞ্জ হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৮৮) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিল করে নাই এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় আইনানুগভাবে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য এবং রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল পরীক্ষার জন্য রেকর্ড চাওয়া হইলেও উপস্থাপন করে নাই এবং ইউনিয়নের সংবিধান পরিপন্থি ও অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগ উত্থাপিত হইলে তদন্তে উহার সত্যতা পাওয়া যায় এবং আইন শৃংখলা পরিপন্থি কাজে লিপ্ত থাকায় সংসদ সদস্যসহ ইউ, পি, চেয়ারম্যান রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সুপারিশ করেছেন। একতরফা জবানবন্দী এবং এক্সিবিট ১(ক) ১(চ) কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, স্থানীয় ইউ, পি, সদস্য এবং সংসদ-সদস্য আবু ইউসুফ মোঃ খলিলুর রহমান ৮৮৮ ও ২২৮০ ইউনিয়ন দুইটির কার্যক্রম বাতিলের সুপারিশ করেছেন (এক্সিবিট-১(খ), ১(ঘ), ১(ঙ) দৃষ্টে সমর্থিত)। এক্সিবিট-১(চ) ৫২ জন শ্রমিক স্বাক্ষরিত অভিযোগ উত্থাপিত হইলে উহার সত্যতা করবরেটিভ প্রতিবেদন দেখা যায়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে নির্বাচনী ফলাফল ও বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে ঐ মর্মে কোন কাগজ দেখা যায় না। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস হইতে এক্সিবিট-১(ক) রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ ৭-৯-০৪ইং তারিখের পত্র নং ১৬৯১ মূলে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রদান করিয়া ডাক রশিদ এক্সিবিট-১(ক)/১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার গঠনতন্ত্র ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নির্বাচনী ফলাফল ও রিটার্ণ সঠিক সময়ে দাখিল করেছে এবং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজিরা না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহার আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ মোসলেমগঞ্জ হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৮৮৮) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর,ও মামলা নং ৫২/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ,রাজশাহী— দরখাস্তকারী।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,

মোসলেমগঞ্জ হাট-বাজার ও আড়ৎ কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-২২৮০, মোসলেমগঞ্জ, উপজেলা কালাই, জেলা জয়পুরহাট—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ আবদুল আওয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪, তাং ২৮-১২-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন পদক্ষেপ নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডব্লিউ- ১ জনাব মোঃ আবদুল আওয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং উহাতে রক্ষিত কাগজাদি এক্সিবিট-১(ক), ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ- ১ জনাব মোঃ আবদুল আওয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,রাজশাহী বিভাগ,রাজশাহী, শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ মোসলেমগঞ্জ হাট-বাজার ও আড়ৎ কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-২২৮০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২০০৩ সালের ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় অইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৪-৮-০৩ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন পায় কিন্তু ২০০৩ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১২-৫-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ ৭৭৩ এক্সিবিট-১(খ) এবং ৭-৯-০৪ ইং তারিখের

স্মারক নং ১৬৯৮ এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এবং ১৬৯৮ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রসিদ (এক্সিবিট-১(ক)/১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ইউনিয়নের ২০০৩ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজিরা না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহার আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ মোসলেমগঞ্জ হাট-বাজার ও আড়ৎ কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-২২৮০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর,ও মামলা নং ৪৫/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী— **দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। জনাব মোঃ ধলু মিয়া, সভাপতি

২। জনাব মোঃ আঃ জলিল, সাধারণ সম্পাদক,

যমুনা নদী ফেরীঘাট ট্রাক ষ্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-১১৪৬, কালিতলা গ্রোয়েন বাঁধ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া— **প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৬, তাং ৩০-১১-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদি নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি (ফাইল কভার) দাখিল করিয়াছে।

রেকর্ড কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠান্তে জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং দপ্তর নথি এক্সিবিট-১ ও সংযুক্ত কাগজাদি এক্সিবিট-১(ক), ১(খ),১ (গ) ও ১(ঘ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হইল। পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ মনিরুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(খ) ১(ঘ) পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ১৯৬৯ সালের শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ যমুনা নদী ফেরিঘাট ট্রাক স্ট্যান্ড কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১৪৬) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ১৪-১১-৯৩ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২ বৎসর অন্তর অন্তর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই এবং ১৯৯৪ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ দাখিল করেন নাই বিধায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ মনিরুল আলম জবানবন্দীতে অভিযোগ করিয়া বক্তব্য প্রদান করেন কিন্তু দাখিলী এক্সিবিট-১(ক) ও ১(খ) কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে সভাপতি ও সেক্রেটারী ১০-১১-০৪ইং তারিখে স্বাক্ষরিত ইউনিয়নের ১৯৯৪ হইতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রারের অফিসে ১৭-১১-০৪ ইং তারিখে দাখিল করেছেন এবং ইউনিয়নটির কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনী ফলাফল ২৯-৯-০৪ ইং তারিখে দরখাস্ত কারীর অফিসে দাখিল করেছেন। সুতরাং মামলাটি দায়েরের অব্যবহিত পরেই নির্বাচনী ফলাফল ও ১৭-১১-০৪ ইং তারিখে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল রহিয়াছে। পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ মনিরুল আলম জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছেন যে, ১৩-৭-০৪ ইং তারিখের ১২৭৩ নং স্মারক এক্সিবিট-১(গ) মূলে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ প্রদান করেছে। কিন্তু রেজিস্ট্রী ডাকযোগে এন,বি,সি, প্রদানের প্রমাণস্বরূপ রেজিস্ট্রী ডাক রশিদ আদালতে প্রমাণে আনেন নাই। যাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি ও সেক্রেটারীর উপর ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ জারী হয় নাই। এক্সিবিট-১(ঘ) ২৬-১-০৩ইং তারিখে প্রদত্ত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশও রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণের ডাক রশিদ নথিতে সংযুক্ত নাই। সুতরাং ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ জারি হইয়াছে মর্মে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় না। তাছাড়াও মামলাটি দায়েরের অব্যবহিত পরেই আরজি বর্ণিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ১৯৯৪ হইতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের বাষিক রিটার্ণ ও নির্বাচনী ফলাফল দাখিল রহিয়াছে। সুতরাং পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচনায় এবং ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ জারী না হওয়ার প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের দাবি যুক্তিযুক্ত ও আইনসংগত নহে। তাই প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের কোন বিধি-বিধান দাবী মতে লংঘনের প্রমাণ না থাকায় এবং

ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ জারী না হওয়ার প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী এর এজাহারী বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি প্রদান আইনানুগ বিবেচিত হয় না। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার বর্ণিত কারণে প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় না মঞ্জুর হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী ।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৯/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। আলী আহমেদ চৌধুরী, সভাপতি,

২। মোঃ ওয়াদুদ মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক মোসলেমগঞ্জ হাটবাজার আড়ৎদার সমিতি,

রেজিঃ নং রাজ-১২৩৭, মোসলেমগঞ্জ হাট, কালাই, জয়পুরহাট—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আওয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৬, তাং ২১-১১-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে । দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদি নাই । মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) এডঃ মোঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন । নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল । পরবর্তীতে দরখাস্তকারী ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন ।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল । উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল । একতরফাসূত্রে পি,ডব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আওয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক),১(ক)/১,১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয় । পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ আঃ আওয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল । ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ। রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ মোসলেমগঞ্জ হাটবাজার আড়ৎদার সমিতি, জয়পুরহাটের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৩৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৫ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২-১০-৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১-১০-৯৬ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নিবাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই । তাহা ছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/ রিটার্ণ শুধুমাত্র ১৯৯৪ সালের দাখিল করিয়াছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৫ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই । সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৫ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৩-১-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/২০০ এক্সিবিট-১(খ) এবং ৭-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১১৯৯ এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এবং ১১৯৯ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ এক্সিবিট-১ (ক)/১ এক্সবিট-১ দপ্তর নথিতে রহিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৫ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ মোসলেমগঞ্জ হাট-বাজার আড়ৎদার সমিতি, জয়পুরহাট এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৩৭) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৮/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। জনাব মোঃ আঃ রহমান, সভাপতি,

২। জনাব মোঃ আবু বক্কর, সাধারণ সম্পাদক,

বৈরাগী হাট রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৭০৮, বৈরাগী হাট, থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৬, তাং ২১-১১-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) এডঃ মোঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন ।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল । উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল । একতরফাসূত্রে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ বৈরাগী হাট রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, গাইবান্ধার রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭০৮) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৬-৮-৯৮ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী/রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই । সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২২ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে । রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ৮-৯-২০০২ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৮৩৬(এক্সিবিট-১(গ) ৫-১-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং-৬৪ এক্সিবিট-১(খ), এবং ২৬-৫-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ৯০৬ (এক্সিবিট-(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে । সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের এর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমানিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ বৈরাগী হাট রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, গাইবান্ধার রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭০৮) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৪/২০০৪

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, সভাপতি,

২। জনাব মোঃ জমসেদ আলী ঠান্ডা, সাধারণ সম্পাদক,

মোকামতলা শিবগঞ্জ দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ ১৬৩২, মোকামতলা বন্দর, মোকামতলা, শিবগঞ্জ, বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫ তাং ২১-১১-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এডঃ মোঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি (কাগজাদি) দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)/১ ও ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ মোকামতলা শিবগঞ্জ দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৬৩২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৩০-১১-১৯৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ৯-১১-৯৯ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেন নাই। তাছাড়াও

প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে যাহা এক্সিবিট-(খ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্ত কারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৮-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ, রাজ ১৩৩৪(এক্সিবিট-১(ক)/১) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব-নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এবং উক্ত স্মারক প্রেরণের ফেরত খাম (যাহা "মোকামতলা দর্জি শ্রমিক বর্তমানে না থাকায় ফেরৎ" মর্মে ফেরত আসিয়াছে) (এক্সিবিট-১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষে অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালতে অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হইয়াছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ মোকামতলা শিবগঞ্জ দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়ায় রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৬৩২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৪১/২০০৪

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। জনাব মোঃ সামসুল আলম চৌধুরী, সভাপতি,

২। জনাব পার্থ সারথী দেব, সাধারণ সম্পাদক,

ইটাখোলা হাট বাজার আড়ৎদার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মালিক সমিতি, রেজিঃ নং রাজ-১২৬৭, ইটাখোলা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং- ৪ তাং ১০-১১-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষে বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট ১, ১(ক), ১(ক)/১, ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ আউয়ালের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন , রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ ইটাখোলা হাট-বাজার আড়ৎদার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মালিক সমিতি, জয়পুরহাটের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১২৬৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে উইনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য । একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃস্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৫-১২-০৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই । তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্ত কারী দপ্তরে দাখিল করে নাই । সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৪ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে । রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৯-৯-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং ২০০১(এক্সিবিট-১(খ) এবং ২৭-৫-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ৯৩৯ এক্সিবিট-১(ক) মুলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এবং ৯৩৯ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট-১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় । তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে । বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে ।

অতএব ,

ইহাই আদেশ হইল যে ,

অত্র আই, আর , ও মামলাটি একতরফারসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয় । ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন , রাজশাহী বিভাগ , রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ ইটাখোলা হাট বাজার আড়ৎদার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১২৬৭)বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী ।

আই, আর, ও মামলা নং ৩১/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী** ।

বনাম

১। জনাব মোঃ সুলতান বাদশা, সভাপতি,

২। জনাব মোঃ ফরিদ, সাধারণ সম্পাদক,

সাবগ্রাম হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ ১২১২, সাবগ্রাম

হাট, বগুড়া সদর, বগুড়া—**প্রতিপক্ষ** ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ ।

আদেশ নং-৫ তাং-৯-১১-০৪

অদ্য মামলাটি কোট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে । দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন । মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এডঃ মোঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন । পরবর্তীতে দরখাস্তকারী ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন । নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল ।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল । উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি,ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলম,সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ), ১(খ)/১ ও ১(গ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয় । পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ সাবগ্রাম হাট-বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়ার রেজিস্ট্রেশন (জিঃ নং রাজ ১২১২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৭ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য । একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৩-৮-৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২-৮-৯৬ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই । তাছাড়াও পতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই । সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ৩০-১২-২০০২ ইং তারিখের স্মারক নং ২৮৫২ এক্সিবিট-১(খ) এবং ১২-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১২৫৫ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এবং ২৮৫২ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট-১(খ)/(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১৯৯৭ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ মোকামতলা শিবগঞ্জ দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়ায় রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১২১২) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৪৬/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। জনাব মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন, সভাপতি,

২। জনাব মোঃ মামুনার রশিদ, সাধারণ সম্পাদক,

আহস্নানগঞ্জ রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৭৯৫, ব্রজপুর বাজার, পোঃ আমরুল কসবা, থানা আত্রাই, জেলা নওগাঁ—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ মনিরুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫ তাং ৮-১১-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ মনিরুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)/১, ও১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ মনিরুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয় দেখা হইল । ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ আহ্সানগঞ্জ রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, নওগার রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ্ ১৭৯৫) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯-৫-৯৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং অদ্য বধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৩ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান

লংঘন করেছে । রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ৫-১১-২০০৩ ইং তারিখের স্মারক নং ২২৫৮ (এক্সিবিট-১(খ) এবং ১১-৭-২০০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১২৩৭ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ এবং ১২৩৭ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ (এক্সিবিট-১(ক)/১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচনী অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ আহ্সানগঞ্জ রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, নওগাঁও রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৭৯৫) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ২৭/২০০৪

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। জনাব তৌকির আহম্মদ কেনেডি, সভাপতি,

২। জনাব মোঃ শওকত চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক,

সৈয়দপুর বিসিক শিল্প মালিক সমিতি, রেজিঃ নং রাজ-১৯৭৪, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর নীলফামারী—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ সামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৪ তাং ৮-১১-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফ শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফাসূত্রে পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক) ও ১(খ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১, রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ সৈয়দপুর বিসিক শিল্প মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৯৭৪) বাতিলের অনুমিত চেয়েছেন এবং অভিযোগ উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ সমিতিটি গত ২২-১১-২০০০ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২১-১১-০২ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যায়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সালে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২৫ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৬-১২-০২ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/২৮০৫ (এক্সিবিট-১(খ) এবং ২৮-৬-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ১১২১ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশপ্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২০০২ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রির্টান ২০০০ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালতে অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ সৈয়দপুর বিসিক শিল্প মালিক সমিতির বগুড়ায় রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৯৭৪) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী ।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ৩৩/২০০৪

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। জনাব মোঃ গোলাম রাব্বানী সভাপতি,

২। জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক,

কুড়িগ্রাম সি এন্ড বি নৌকাঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ ৯৭০, কুড়িগ্রাম সি এন্ড বি নৌকাঘাট, কুড়িগ্রাম—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং- ৪ তাং ২৬-১০-০৪

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি (২) জনাব আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একরফাসূত্রে পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ মসিহুর রহমান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ) ও ১(গ) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ জনাব মোঃ মসিহুর রহমানের জবানবন্দী ও কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কুড়িগ্রাম সি এন্ড বি নৌকাঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ৯৭০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৩-১২-১৯৯১ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ৬-৯-৯৭ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দাখিল করিয়াছেন যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধানের ২২ ধারা ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৭-৮-০২ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ ১৬৯৫ এক্সিবিট-১(খ) এবং ২৬-৫-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/৯২৩ (এক্সিবিট-১(ক) মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্বনোটিশ প্রেরণ করা হয়। যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১৯৯৮ সাল থেকে ২ বৎসর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয় । ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন , রাজশাহী বিভাগ , রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কুড়িগ্রাম সি এন্ড বি নৌকাঘাট কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ৯৭০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

In the Labour Court, Rajshahi Division, Rajshahi.

Present : Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members : 1. Mr. Advocate Md. Motahar Hossain for the Employers.

2. Mr. Md. Alauddin Khan for the Labours.

Date of delivery of Judgment: 18th December, 2004.

I. R. O. Case No. 121/2003

1. Md. Samjan Ali ,President,

2. Md. Afzal Hossain Khan, General Secretary, Dinajpur Government Food Godown Sramik Union.

Regn. No. Raj- 1845, Pulhat, Dinajpur— **Petitioners.**

Versus

1. M/S. Md. Golam Mortuza, Handling Contractor, E/10, Khalishpur Housing Estate, G.P.O. Khulna.

2. Regional Food Controller, Rajshahi Division, Rajshahi.

3. Manager, Dinajpur C.S.D., Dinajpur—**Opposite Parties.**

Representatives :

1. Mr. Md. Korban Ali, Advocate for the Petitioners.

2. Mr. Md. Habibur Rhman, Advocate for the Opposite Parties.

JUDGMENT

This is an application U/S. 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969 at the instance of the petitioner Md. Samjan Ali, President and Md. Afzal Hossain Khan, General Secretary of Dinajpur Government Food Godown Sramik Union (Regn. No. Raj-1845). Dinajpur with a prayer for passing an order that the legal Representative and C.B.A. of Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union (Regn. No. 1845) are only entitled to supply labours and to execute contract with enlisted and appointed Periodical contractors of O.P. Nos. 2/3 and also to act as Bargaining Agent and to enforce lawful guaranteed rights.

The Petitioners' case, in short, is that the petitioner No. 1 Md. Samjan Ali and petitioner No.2 Md. Afzal Hossain Khan are elected president and General Secretary of Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union (Regn. No. Raj- 1845) and that they are the legal Representatives and lawful agent and C. B. A. of the said Sramik Union. That the O.P. No. 2 Regional Food Controller, Rajshahi appointed periodical contractor, through tenders for supplying of labours and load-unload of different goods likes sugar, rice, wheat, solt, oil etc. in the different godowns likes L. S. D., C. S. D, and Food Godown. That there is a registered Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union (Regn. No. Raj-1845) in the Dinajpur District and comprising of enlisted labours of C. S. D. and L. S. D. godown of Dinajpur District. That there is no other Sramik Trade Union in the Dinajpur District and that the elected Persident and General Secretary, the petrs. of the trade union are only entitled to execute contract and to supply labours for load–unload of the different goods of the godowns with appointed contractors and O. P. Nos. 2 & 3. That the members of the petrs. trade union are executing their duties sincerely and honestly with appointed contractors of O. P. Nos. 2 & 3 for long times.That the petrs. are elected C. B. A. Labour Trade Union and are entitled to execute contract for supplying labours and load-unload of goods of L. S. D. & C. S. D. godowns with appinted contractors and the petrs. are only entitled to act as Bargaining Agent as per provisions of Industrial Relations Ordinance, 1969. That the appointed contractors of the O. P. Nos. 2 & 3 are trying to deprive the enlisted labours of Sramik Trade Union (Regn. No. Raj-1845) by appointing the outsider to supply labours in the godown and that the livelihood and profession of enlisted sramiks of L. S. D. & C. S. D. godown of Dinajpur is under threat but only the enlisted sramiks of Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union (Regn. No. Raj-1845) are entitled to execute contract with the appointed contractors for supplying labours load-unload of goods of Dinajpur L. S. D. & C. S. D. Godowns. That the appointed contractors are about to violate the lawful provision of I. R. O. and that the legal representetives and C. B. A. of only Dinajpur Govt. Food Godown sramik Union (Regn.No. Raj-1845) are entitled to execute contract with the appointed contractors to supplying labours load–unload of goods of godowns and to enforce lawful guaranteed rights of the said sramik union. Hence, this application of the petrs. for enforcement of right guaranteed.

O. P. Nos. 1 and 2/3 appeared and contested this case by filing written statement contending, inter alia, that the petrs. case is not maintainable in this manner, that the petrs. have no cause of action and locus standi to file this case and that the allegations brought by the petrs. are false and concocted.

The specific case of the O. Ps are that the O. P. No. 1 M/S. Golam Mortuza handling contractor is appointed contractor through tender as per Govt. provision of Ministry of Food for the year 2003-2004 and 2004-2005 to supply labours for the Govt. C. S. D. godown and load-unload of goods in the Govt. godown of Dinajpur District and that the contract is executed on 21-7-2003 by the O. P. No. 1 with O. P. No. 2 Regional Food Controller, Rajshahi and that a contract is executed with the petrs. President and General Secretary of registered Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union (Regn. No. Raj-1845), Dinajpur and performing the functions of load-unload of goods of C. S. D.

godown and have submited the list of the sramiks in the office of O. P. No. 3. It is the duty of the appointed contractor to perform his functions of load-unload of goods in the Govt. godowns by appointing the enlisted sramiks of trade union or by appointing his personal sramiks. There is no hard and fast rules for the contractors to appoint the sramiks of the registered trade union (Regn. No. Raj-1845) and therefore the petitioners are not entitled to get the relief as prayed for. That this case is instituted with a malafide intention to harass the O. P. Nos. 1-3. Hence, this case of the petrs. is liable to be dismissed with costs.

POINTS FOR DETERMINATION

1. Whether the petitioners case U/S 34 of the Industrial Relations ordinance 1969 is maintainable ?
2. Whether the petitioners have the locus standi and cause of action to file this case ?
3. Whether the petitioners are entitled to get the relief as prayed for ?

FINDINGS AND DECISION

Point Nos. 1– 3

The point Nos. 1 to 3 are taken together for discussions for the sake of conveniences. Admittedly, the petr. No. 1 Md. Samjan Ali and the petr. No. 2 Md. Afzal Hossain khan are the elected President and General Secretary of registered Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union (Regn. No. Raj- 1845) and that Regn. No. Raj-1845 Union is consisted of sramiks of Govt. Food Godown C. S. D. & L. S. D. of Dinajpur District. There is no denial of the fact that O. P. No. 1 M/S. Md. Golam Mortuza, Handling Contractor, Khalishpur, Khulna is appointed by O. P. Nos. 2 & 3 as a contractor to supply labours for load-unload of different goods of the Govt. Godowns- C. S. D. & L. S. D. of Dinajpur District for the present period of 2003-2004 and 2004-2005. Exbt. 2, 3, 3(ka),4, 4(ka), 5, 5(ka), corroborates the above admitted contentions and Exbt. 5(ka) & 5(kha) also show that the list of enlisted labour members of Dinajpur Pulhat Food Godown and members of the trade union working under contractor O. P. No.1 M/S. Md. Golam Mortuza. There is no denial of the fact that the enlisted sramik members of the Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union (Regn. No. Raj-1845) are working in differnt C. S. D. & L. S. D. Food Godowns under O. P. Nos. 1- 3 for the present period of 2003-2005. It is specific case of the petrs. that the appointed contractors of O. P. Nos. 2 & 3 in different L. S. D. & C. S. D. Godowns under O. P. Nos. 2 & 3 are violating and trying to deprive the enlisted labour members of Sramik Trade Union (Regn. No. Raj-1845) by appointing the outsaider which becoming threat to their profession against the lawful provision of the I. R. O. and that the resistered Sramik Trade Union (Regn. No.

Raj-1845) is the only trade union in the district of Dinajpur to act as C. B. A. and to execute contract with appointed contractors to supply labours for load-unload of goods of the godowns. The specific case of the O. P. side is that there is no hard and fast rules for the appointed contractors to appoint and execute contract with the members of the registered sramik trade union (Regn. No. Raj-1845) and therefore the petrs. are not entitled to get the relief as prayed for. To prove their respective cases the petrs. side examined P. W.–1 Md. Afzal Hossain Khan, General Secretary of the trade union (Regn. No. Raj- 1845) and petr. No. 2 of this case, P. W. 2 Md. Monirul Alam, Assistant Director of Labour, Rajshahi as oral evidences and documents are exhibited as 1-3, 3(ka), 4, 4(ka). 5, 5(ka). 5(kha), 6, 7 as documentary evidences. The O. P. side examind O. P. W. 1 Md. Abdul Moin, U. D. Assistant, Regional Food Controller, Rahshahi on behalf of O. P. Nos. 2 & 3 and O. P. W. 2 Shahjada Khan on behalf of O. P. No.1 as oral evidences. It is admitted by both the sides that petr. No. 1 Samjan Ali and petr. No. 2 Afzal Hossian Khan are the President and General Secretary of registered Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union (Regn. No. Raj-1845). It is admitted by O. P. W. 1 Md. Abdul Moin U. D Assistant, Regional Food Controller Office, Rajshahi in cross that the enlisted contractor only can participate in tender and O. P. No. 2 & 3 became aware about what kind of lobours/sramiks are working in the food godowns. O. P. W. 2 Shahjada khan transport contractor on behalf of O. P. No. 1 deposed before the Court but he frankly admits in cross that the sramiks of registered Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union generally works in load & unload of different goods of the godowns and that the contractor generally executes contract with sramiks working in the food godown. O. P. W. 2 also admits in cross that unidentified person can not be appointed by contractor as per 14 No. provisions of Govt. contract between contractor and Regional Food Controller, Rajshahi. Exbt.-6 a contract between the O. P. No. 1 M/S. Golam Mortuza, Handling Contractor and O. P. No. 2 Regional Food Controller, Rajshahi corroborates it and it appears from provision 14 that the contractor will appoint sramiks in the food godowns and they will collect badge and identity card issued by food authority and that as per provision of 9(ka) (kha) of the contract that the contractor shall be liable for unreasonable behaviour of sramiks working in the Godown. Rule 11 of the contract (Exbt. 6) also states that the contractor will continue his work by sramiks at day and night to complete the vested works in the godown and that the contractor can appoint additional number of sramiks. So, from the above provision of the contract it appears that the contractor is solely liable to complete the works vested to him and he can appoint additional sramiks if necessary to meet the emergency. It appears from Exbt. 7 a report from Registrar of Trade Union, Rajshahi that Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union (Regn. No. Raj- 1845) is the only registered trade union in the Dinajpur District for the L. S. D. & C. S. D. Godowns sramiks and for that reason it can be concluded that the petr. Nos. 1 & 2 Samjan Ali and Afzal Hossain khan are elected President and General Secretary of the said trade union can act as C. B. A. Section 22(1) of Industrial

Relations Ordinance,1969 states that "Where there is only one registered trade union in an establishment or a group of establishments, that trade union shall, if it has as its members not less than one-third of the total number of workmen employment in such establishment or group of establishments, be deemed to be collective bargaining agent for such establishment or group." Hence, from the above provisions petitioners Samjan Ali and Afzal Hossain Khan are elected President and General Secretary of registered Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union (Regn. No. Raj-1845), Dinajpur can act as C.B.A. as per the provisions of Industrial Relations Ordinance, 1969.

Thus, from the above recorded evidences and the provisions of section 22(1) of Industrial Relations Ordinance,1969, it appears that the petrs. President and General Secretary of the registered Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union (Regn. No. Raj-1845) can act as C. B. A. and are entitled to execute contract with enlisted and appointed periodical contractors of O. P. Nos. 2 & 3 for the C. S. D. & L. S. D. godowns of Dinajpur Distrit and the enlisted sramik members of the said registered trade union are illegible to work in the L. S. D. & C. S. D. godowns for the purpose of load and unload of different goods. Hence, the petitioners C. B. A. of the registered Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union (Regn. No. Raj-1845) are entitled to execute contract with the appointed periodical contractors of O. P. Nos. 2 & 3 to supply labours and sramiks for load and unload of different goods of the C. S. D. & L. S. D. godowns of the Dinajpur District and that in this circumstances and provision of law, the petrs. are entitled to get the relief as prayed for. That the petrs' case U/S 34 of the Industial Relations Ordinance , 1969 is maintainable and that the petrs. being the elected C. B. A. have the locus standi and cause of action to file this case. That this case is maintainable and from the facts and circumstances and evidences stated above and the point of law, the petrs. are entitled to get the as prayed for. Hence, the issue Nos.1- 3 are decided in favour of the petrs. after discussions and consultation with the Ld. Members.

Hence, it is,

ORDERED

That this I. R. O. Case No. 121/ 03 be allowed on contest against O. P. Nos. 1- 3 without costs. It is ordered that the C. B. A. of Dinajpur Govt. Food Godown Sramik Union (Regn. No. Raj- 1845) is entitled to supply labours and to execute contract with appointed periodical contractors of O. P. Nos. 2 & 3 and also to act as bargaining agent to enforce guaranteed rights as per legal provisions.

Md. Abdus Samad

Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত,রাজশাহী

সদস্য ঃ ১। জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি, মালিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ, ৩১ শে আগস্ট, ২০০৪

আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নং ৮/২০০৪

১। জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, সভাপতি,

২। জনাব এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক,

প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলা বিল্ডিং পেইন্টার শ্রমিক ইউনিয়ন, কাবিল ম্যানসন, মালোপাড়া, রাজশাহী—আপীলকারী

বনাম

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রম ভবন, গেটার রোড, রাজশাহী—রেসপনডেন্ট (প্রতিপক্ষ)।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান আপীলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ মসিহুর রহমান , রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারায় আনীত একটি আই,আর, ও, আপীল মামলা। অত্র আপীলের মেমোতে উল্লেখিত মতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে , রাজশাহী জেলার বিল্ডিং পেইন্টিং সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের লক্ষে ন্যায়ভিত্তিক কার্যসম্পাদন ও শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য ও স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ৩১-১০-০৩ ইং তারিখে সাধারণ সভার মাধ্যমে প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলা বিল্ডিং পেইন্টার শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করেন এবং ১৪-১১-০৩ ইং তারিখের ২য় সভায় সংবিধান প্রণয়ন, অনুমোদন, কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যসম্পাদন ও রেজিস্ট্রেশন আবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয় এবং প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে আপীলকারীগণ প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তরে ৩১-১-০৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিল করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি প্রাপ্ত হইয়া পর্যালোচনাপূর্বক ৭ দফা আপত্তিপত্র ১২-২-০৪ ইং তারিখে প্রেরণ করিলে আপীলকারী পক্ষ সংশোধনপূর্বক ৮-৩-০৪ ইং তারিখে জমা প্রদান করিয়া সংশোধনীমতে রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ দাখিলী সংশোধনী আমলে গ্রহণ না করিয়া এবং আপীলকারীকে রেজিস্ট্রেশন না দিয়া বেআইনী ও একপেশে দৃষ্টিভংগী গ্রহণপূর্বক ২৪-৩-০৪ ইং তারিখের ৪৪৭ নং

স্মারকমূলে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে আপীলকারী পক্ষ শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারার বিধান মোতাবেক অত্র আপীলটি দায়ের করেন এবং আপীলটি মঞ্জুরপূর্বক তর্কিত প্রত্যাখ্যান আদেশটি বাতিল করিয়া প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলা বিল্ডিং পেইন্টিং শ্রমিক ইউনিয়নটিকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করার আদেশ দানের আবেদন জানান।

অপর পক্ষে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রম ভবন, গ্রেটার রোড, রাজশাহী আদালতে হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক আপীলকারী পক্ষের বক্তব্যের বিরোধিতা করিয়া উল্লেখ করেন যে, আপীলকারী প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলা বিল্ডিং পেইন্টিং শ্রমিক ইউনিয়ন নামকরণে রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি ত্রুটিপূর্ণভাবে দাখিল করেন এবং সংশোধনী প্রদান করিলেও দেখা যায় যে, ২য় সাধারণ সভায় শ্রমিক সদস্যের উপস্থিতির সংখ্যা ১৭৮ জন যাহা ১ম সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যার চেয়ে অনেক কম এবং ইউনিয়নটির সংবিধান অনুমোদন, কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন ও রেজিস্ট্রেশন আবেদনের জন্য ক্ষমতায়ন সিদ্ধান্তগুলি প্রথম সাধারণ সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণের দ্বারা অনুমোদিত না হওয়ায় বেআইনী হইয়াছে। আপীলকারী পক্ষের দাখিলী সংশোধনী ও কাগজপত্র আইনানুগভাবে প্রদান করিতে ব্যর্থ হওয়ায় সঠিকভাবেই ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। আপিলকারী পক্ষ শ্রমিক সদস্যগণের পক্ষে সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের আইনানুগ ক্ষমতা প্রদান করেন নাই এককভাবে সভাপতিকে মূলতবী সভার দায়িত্ব প্রদান আই, আর, ও, এর ৬(গ) ধারার বিধান লংঘিত হইয়াছে। পি ও এন ফরমে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম না লিখিয়া শ্রমিকের পেশার নাম লিখা হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি শ্রমিককে দিয়া পেইন্টার এর কাজ করাইবেন ঐ ব্যক্তিকে/শ্রমিকের মালিক দেখানো হইয়াছে এবং অপরদিকে ১১টি প্রত্যয়নপত্র প্রদানে ভিন্ন ভিন্ন মালিক/ঠিকাদারকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখানো হইয়াছে। তাছাড়াও রাজশাহী জেলায় কর্মরত পেইন্টার শ্রমিক সদস্যগণের সংখ্যা নিরূপিত না হওয়ায় ৩০% সদস্য সংখ্যা নিরূপণ করার সুযোগ হয় নাই। তদুপরি আপিলকারী পক্ষ মেম্বারশিপসহ অন্যান্য রেজিস্ট্রার আইনানুগভাবে প্রতিপালন করিয়া দাখিল করেন নাই এবং নোটিশ খাতায় স্বাক্ষরকারী শ্রমিক সংখ্যার চেয়ে সভায় উপস্থিত শ্রমিক সংখ্যা অনেক কম। আইনানুগভাবে ও ত্রুটিহীনভাবে কাগজপত্র দাখিল করিতে না পারায় এবং কাগজপত্রের ভুলত্রুটি সঠিকভাবে সংশোধন করিতে ব্যর্থ হওয়ায় আপীলকারীর রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি সঠিক ও আইনসংগতভাবে প্রতিপক্ষ কর্তক প্রত্যাখ্যান/নামঞ্জুর হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে অত্র আপীল মামলাটি মনজুরযোগ্য নহে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১। প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক আপীলকারীর প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলা বিল্ডিং পেইন্টার শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন ২৪-৩-০৪ ইং তারিখে প্রত্যাখ্যান আদেশটি কি বেআইনী হইয়াছে?

২। আপীলকারী পক্ষ কি প্রার্থীতমতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১ ও ২নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃতমতেই আপীলকারী মোঃ মজিবুর রহমান, সভাপতি ও মোঃ এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক, প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলা বিল্ডিং পেইন্টার শ্রমিক ইউনিয়ন, মালোপাড়া, রাজশাহী শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা ও স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ৩১-১০-০৩ ইং তারিখের প্রথম সাধারণ সভার মাধ্যমে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি গঠন করেন এবং ১৪-১১-০৩ ইং তারিখের মূলতবী সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইউনিয়নের সংবিধান প্রণয়ন ও অনুমোদন, কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন ও অনুমোদনসহ আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন এবং ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের জন্য ইউনিয়নের সভাপতিকে শুধু ক্ষমতায়ন করেন। স্বীকৃতমতেই প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলা বিল্ডিং পেইন্টার শ্রমিক ইউনিয়ন, মালোপাড়া, রাজশাহী ইউনিয়নটি নিয়মমাফিক রেজিস্ট্রেশন লাভের জন্য ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীর নিকট আবেদনপত্র বি ফরম দাখিল করেন। সুতরাং স্বীকৃতমতেই এবং কাগজাদিদৃষ্টে প্রারম্ভেই ইহা আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যগণের সাধারণ সভার মাধ্যমে ইউনিয়নটির সংবিধান অনুমোদিত এবং ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উভয়কে আই, আর, ও এর ৬ (গ) ধারার বিধান মোতাবেক রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের ক্ষমতায়ন করা হয় নাই। ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে, শুধুমাত্র ইউনিয়নের সভাপতিকে মূলতবী সভার ১৭৮ জন সদস্যের উপস্থিতিতে রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিলের ক্ষমতায়ন করা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক্সিবিট-ক (৪) বি ফরমটি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরপূর্বক দাখিল করা হয় যাহাতে ইউনিয়নের মূলতবী সভার সিদ্ধান্তের সহিত গরমিল দেখা যায় এবং মূলতবী সভার ঐরূপ সিদ্ধান্ত আই, আর, ও, এর ৬(গ) ধারার বিধান লংঘন করা হইয়াছে। তাছাড়াও প্রারম্ভেই আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির শ্রমিক সদস্যগণের সাধারণ সভায় উপস্থিত ৪৫৮ সদস্যের দ্বারা ইউনিয়নের সংবিধান ও কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদিত হয় নাই। বরং মূলতবী সভার ১৭৮ শ্রমিক সদস্যের অনুমোদনে সংবিধান ও কার্যনির্বাহী কমিটি তৈরী করা হইয়াছে যাহা প্রথম সাধারণ সভার সকল শ্রমিক সদস্যের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ ধরিয়া লওয়া যায় না যাহাতে আপীলকারী পক্ষের ইউনিয়ন গঠন ও ব্যবস্থা গ্রহণে আইনানুগ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। স্বীকৃতমতেই প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী এক্সিবিট-ক (৪) বি ফরম আবেদনপত্রটি প্রাপ্ত হইয়া এক্সিবিট-ক (৩) ১২-২-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ২৭৫ মূলে আপীলকারী বরাবর ৭ দফা আপত্তি উত্থাপনপূর্বক ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য পত্র প্রেরণ করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে আপীলকারী পক্ষ ভুলত্রুটি সংশোধনী এক্সিবিট-ক (২) দাখিল করিয়া পুনরায় ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন আবেদন করেন কিন্তু প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধীয় ২৪-৩-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং ৪৪৭ এক্সিবিট-ক (১) মূলে ৭ দফা কারণ দর্শাইয়া ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশ প্রদান করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে আপীলকারী পক্ষ প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারা মোতাবেক অত্র আপীল মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। আপীলটি শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক

উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে আপীলকারী পক্ষ প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও কাগজাদি দাখিল করা সত্ত্বেও বেআইনী ও একপেশে দৃষ্টিভংগী লইয়া ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি নামঞ্জুর করেন। আপীলকারী পক্ষে প্রয়োজনীয় তদ্বিরাদি ও কাগজাদি থাকায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন পাইবার হকদার হইতেছেন। অপর দিকে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে তাহার বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরূপ নিবেদন করেন যে, আপীলকারীর প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলা বিল্ডিং পেইন্টার শ্রমিক ইউনিয়নটি শ্রমিক সদস্যগণের সাধারণ সভায় আইনানুগভাবে সংবিধান ও কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদন করেন নাই এবং ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের জন্য সাধারণ সভায় আই, আর, ও, এর ৬ (গ) ধারা মোতাবেক ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে ক্ষমতায়ন করেন নাই। ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্যগণের পি ও এন ফরমে পেশা উল্লেখ করিলেও কোন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেন নাই। আপীলকারীগণ জবাবে জনগণকে কখনও মালিক বলিয়াছেন এবং কখনও ১১টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট প্রদর্শনে প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখাইয়াছেন কিন্তু তাহারা প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলার বিল্ডিং পেইন্টার শ্রমিক সদস্যগণের সংখ্যা মোট কতজন তাহা সুনির্দিষ্টভাবে বলার অধিকারী নহেন। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজশাহী জেলায় কর্মরত বিল্ডিং পেইন্টার এর সংখ্যা দেখানো হয় নাই বিধায় ৩০% শ্রমিক সদস্য নির্ধারণ আইনানুগভাবে সম্ভব হয় নাই। আপীলকারী পক্ষের ত্রুটিপূর্ণ ও আইন লংঘন করিয়া গৃহীত রেজুলেশন থাকায় এবং রাজশাহী জেলার বিল্ডিং পেইন্টার শ্রমিক সদস্যগণের প্রকৃত সংখ্যা দেখাইতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং তৎপ্রেক্ষিতে ৩০% সদস্য নিরূপিত না হওয়ায় আইনানুগভাবেই রেজিস্ট্রেশন আবেদন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। পক্ষগণের দাখিলী এক্সিবিটকৃত কাগজাদি পর্যালোচনায় এবং স্বীকৃতমতেই ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলা বিল্ডিং পেইন্টার শ্রমিক ইউনিয়নের সংবিধান ও কার্যকরী কমিটি শ্রমিক সদস্যগণের ৩১-১০-০৩ ইং তারিখের প্রথম সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয় নাই এবং ১৪-১১-০৩ ইং তারিখের মূলতবী সভায় শুধুমাত্র সভাপতিকে এক্সিবিট-ক (৪) বি ফরম দাখিলের ক্ষমতায়ন করা হয়। সেক্রেটারীকে শ্রমিক সদস্যগণ কর্তৃক ক্ষমতায়ন না করায় আই, আর, ও, এর ৬ (গ) ধারার বাধ্যতামূলক বিধান লংঘিত হইয়াছে। স্বীকৃতমতেই শ্রমিক সদস্যগণের প্রথম সাধারণ সভায় শ্রমিক সদস্যদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৪৫৮ জন কিন্তু দ্বিতীয় মূলতবী সভায় শ্রমিক সদস্যগণের উপস্থিতি দেখা যায় ১৭৮ জন এবং কম সদস্য অনুপস্থিত থাকার কোন আইনগত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। আপীলকারী পক্ষে দাখিলী এক্সিবিট-৩ ও ৪ ফরম এন ও পি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, শ্রমিক সদস্যগণের পেশার বিষয় পি ও এন ফরমে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। আপীলকারী-দরখাস্তকারী পক্ষে দাখিলী এক্সিবিট-ক (১১)/১-ক (১১/১০ ১১টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দাখিলী সার্টিফিকেট পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ১১ জন ঠিকাদার তাহাদের অধীনে কতজন বিল্ডিং পেইন্টার শ্রমিক কর্মরত তাহাই আইনানুগভাবে বলার অধিকারী কিন্তু তাহাদের পক্ষে রাজশাহী জেলায় কর্মরত বিল্ডিং পেইন্টার শ্রমিক সদস্যের সর্বমোট সংখ্যা নিরূপণ করিয়া বলাও আইনানুগভাবে সম্ভব নহে। কিন্তু দরখাস্তকারী-আপীলকারী পক্ষে প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলায় কর্মরত সর্বমোট পেইন্টার শ্রমিকের সংখ্যা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদানে প্রমাণ করেন নাই যাহাতে ৩০% ভাগ শ্রমিক সদস্য নিরূপণ করা প্রকৃতপক্ষে আইনানুগভাবে অসম্ভব। তাছাড়াও প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠিত হয় নাই। আপীলকারীর জবাবদৃষ্টে দেখা যায় যে, সর্বস্তরের

জনগণ যখন যাহার অধীনে বিল্ডিং পেইন্টার শ্রমিকের কাজ করেন তখন তাহাকেই মালিক হিসাবে বলার চেষ্টা করিয়াছেন। অপরদিকে ১১টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট দাখিল করিয়া তাহাদেরকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখাইতে চেয়েছেন। আপীলকারী ইউনিয়নটির নামকরণ সমগ্র রাজশাহী জেলাব্যাপী উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে আপীলকারীর বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত রহিয়াছে। সেইক্ষেত্রে আপীলকারী পক্ষ প্রস্তাবিত রাজশাহী জেলা বিল্ডিং পেইন্টার শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনে আইনানুগভাবে পরিস্কার হাতে (clean hand) আসে নাই। অপরদিকে ইউনিয়নটি গঠনসংক্রান্ত প্রথম সাধারণ সভায় সদস্য সংখ্যার উপস্থিতি ও ২য় মূলতবী সভায় শ্রমিক সদস্যগণের উপস্থিত সংখ্যার মধ্যে ব্যাপক তারতম্য উল্লেখ দেখা যায়। তাছাড়াও ইউনিয়নের ২য় মূলতবী সভায় উপস্থিত ১৭৮ জন শ্রমিক সদস্যের দ্বারা শুধুমাত্র ইউনিয়নের সভাপতিকে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের জন্য বি ফরম দাখিলের ক্ষমতায়ন আই, আর, ও এর ৬ (গ) ধারার mandatory বা বাধ্যতামূলক বিধান লংঘিত হইয়াছে। আই, আর, ও এর ৬ (পি) ধারায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, "Every application for registration of Trade Union shall be made to the Registrar and shall be accompanied by-(c) A copy of the resolution by the members of the Trade Union authorising its chairman and the secretary to apply for its registration" অত্র প্রস্তাবিত আপীলকারী ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন বি ফরম এক্সিবিট-ক (8) দাখিলের ক্ষেত্রে আই, আর, ও, এর ৬ (গ) ধারার ম্যান্ডেটরী বিধানটি সম্পূর্ণভাবে লংঘিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্য ও বর্ণিত অবস্থাদৃষ্টে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, আপীলকারী-দরখাস্তকারী পক্ষ পরিস্কার হাতে আইনানুগভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, অনুমোদন, রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিলের ক্ষমতায়নসহ কাগজাদি দাখিল করেন নাই। One who seeks equity should come with clean hands. আইনের এই নীতি অনুসরণে আপীলকারী পক্ষ আইন ও ন্যায়বিচারে প্রার্থীত প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। দরখাস্তকারী-আপীলকারী পক্ষ ত্রুটিহীন ও আইনানুগভাবে কাগজাদি দাখিলে ব্যর্থ হওয়ায় আইনসংগত কারণেই ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন পাইবার আইনানুগভাবে হকদার ছিল না। সুতরাং ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রতিপক্ষ কর্তৃক সঠিক ও আইনসংগতভাবে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে মর্মে বিজ্ঞ সদস্যের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুতরাং আপীলকারী পক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, (আপীল) মামলাটি দ্বিপক্ষ বিচারে ও গুণাগুণের ভিত্তিতে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতি ঃ মোঃ আবদুস সালাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত,রাজশাহী

সদস্য ঃ ১। জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ, ০৭ই জুলাই, ২০০৪

আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নং ১৩১/২০০৩

১। জনাব মোঃ আবুল হোসেন, সভাপতি,

২। জনাব মোঃ রশিদুল, সাধারণ সম্পাদক,

প্রস্তাবিত পলাশবাড়ী স'মিল শ্রমিক ইউনিয়ন, প্রধান কার্যালয়, গাইবান্ধা রোড (বাস স্ট্যান্ড), পোঃ ও উপজেলা পলাশবাড়ী, জেলা গাইবান্ধা—**আপীলকারী**।

বনাম

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**রেসপনডেন্ট (প্রতিপক্ষ)**।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ শামছুল আলম, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা আপীলকারী মোঃ আবুল হোসেন, সভাপতি ও রশিদুল, সাধারণ সম্পাদক, প্রস্তাবিত পলাশবাড়ী স' মিল শ্রমিক ইউনিয়ন, গাইবান্ধা কর্তৃক ১৯৬৯ সালের শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশের বিরুদ্ধে আনীত একটি আপীল মামলা।

আপীলকারী পক্ষের আপীলের মেমোর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই যে, গাইবান্ধা জেলাধীন পলাশবাড়ী উপজেলার অন্তর্গত পলাশবাড়ী এলাকার বিভিন্ন স' মিল/করাতকলে কর্মরত শ্রমিকগণ তাহাদের জীবিকা নির্বাহের স্বার্থে দাবী-দাওয়া ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১-৮-২০০৩ইং তারিখে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করিয়া ৮১ জন শ্রমিকের উপস্থিতিতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি গঠন করেন এবং ইউনিয়নের সংবিধান প্রণয়নপূর্বক ১৫-৮-০৩ইং তারিখের ২য় সাধারণ সভায় সংবিধান সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনপূর্বক ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেন এবং ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির লক্ষ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবর রেজিস্ট্রেশন আবেদন এক্সিবিট-খ বি-ফরম

দাখিল করেন ২-৯-০৩ইং তারিখে। প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রেশন আবেদনখানি প্রাপ্ত হইয়া তাহার দপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ক (৪) ১৬-৯-০৩ইং তারিখের স্মারক নং ১৮৬৫ মূলে আপীলকারী পক্ষের নিকট ৭ দফা ভুলত্রুটি সংশোধনের আপত্তি উথাপন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আবুল হোসেন স্বাক্ষরিত এক্সিবিট-ক (৩) ভুলত্রুটি সংশোধনীপত্র ৭-১০-০৩ইং তারিখে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন বরাবর জমা প্রদান করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত পলাশবাড়ী 'স' মিল শ্রমিক ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রেশন না দিয়া তাহার দপ্তরের এক্সিবিট-ক (১) ২৯-১০-০৩ইং তারিখের স্মারক নং ২২১৬ মূলে ৪ দফা কারণ দর্শাইয়া রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন। উক্ত প্রত্যাখ্যান আদেশের দ্বারা বিক্ষব্ধ হইয়া আপীলকারী পক্ষ অত্র আপীল মামলাটি শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারা মোতাবেক দায়ের করিয়া প্রত্যাখ্যান আদেশটি রদ রহিতপূর্বক আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের আদেশের আবেদন করেন এবং আপীলের মেমোর হেতুবাদে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান আদেশটি যথার্থ ও আইনানুগভাবে প্রদত্ত হয় নাই। প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন আপীলকারী-দরখাস্তকারী পক্ষের রেকর্ডপত্র ও কাগজাদি সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইয়া বেআইনীভাবে প্রত্যাখ্যান আদেশ দিয়াছেন এবং সংশোধনীর বিষয়টি বিবেচনায় আনেন নাই। প্রত্যাখ্যান আদেশের ২নং কলামে উথাপিত যুক্তি সঠিক নহে। ডি-ফরমের কিছু ভুলত্রুটি বুঝিতে পারিয়া শ্রমিক সদস্যাগণ স্বেচ্ছায় ডি-ফরমের ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। প্রতিপক্ষ ডি-ফরমের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া ও কাগজাদি যাচাইয়ে ব্যর্থ হইয়া বেআইনীভাবে প্রত্যাখ্যান আদেশ দিয়াছেন। প্রস্তাবিত ইউনিয়নটিকে রেজিস্ট্রেশন প্রদানে আইনানুগ কোন বাধা নাই। সুতরাং প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন পাইতে আইনতঃ হকদার হইতেছে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এক লিখিত জবাব দাখিল করিয়া আপীল মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, আপীলকারী প্রস্তাবিত পলাশবাড়ী 'স' মিল শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন আইনানুগ ও যথার্থভাবেই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। আপীলকারী পক্ষের রেজিস্টেশন আবেদনটি দাখিলী রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে ৭ দফা আপত্তি উথাপন করিয়া ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য পত্র প্রেরীত হয় এবং উথাপিত আপত্তিসমূহ সংশোধনের ব্যর্থ হইলে আইনানুগভাবেই ২৯-১০-০৩ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। দাখিলী ডি-ফরমে স্বাক্ষর বা টিপসহি ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা প্রদত্ত হওয়ায় আইনসম্মত না হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নহে। প্রচলিত নিয়ম ও বিধি মোতাবেক ৩০% সদস্য নিরূপণে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রত্যায়ন করেন নাই। ডি-ফরমগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছাড়াও 'স' মিল মালিকের লাইসেন্স প্রদানে ব্যর্থ হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানগুলি বৈধ বিবেচিত না হওয়ায় শ্রমিকগণও বৈধ হয় নাই এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র প্রদর্শন করিতে ব্যর্থ হওয়ায় আইনানুগভাবেই আপীলকারী পক্ষের রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। সুতরাং আপীলকারী প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১। প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত পলাশবাড়ী 'স' মিল শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন ২৯-১০-০৩ ইং তারিখের ২২১৬ নং স্মারকমূলে প্রত্যাখ্যান আদেশটি কি বেআইনী হইয়াছে ?

২। আপীলকারী পক্ষ কি প্রার্থীতমতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃতমতেই আপীলকারী মোঃ আবুল হোসেন সভাপতি ও মোঃ রশিদুল সাধারণ সম্পাদক প্রস্তাবিত পলাশবাড়ী 'স' মিল শ্রমিক ইউনিয়ন, গাইবান্ধা এক্সিবিট-খ মূলে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবর বি-ফরমে ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিল করেন এবং রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি প্রতিপক্ষ কর্তৃক এক্সিবিট-ক (১) ২৯-১০-০৩ ইং তারিখের স্বাক্ষর নং ২২১৬ মূলে শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রত্যাখ্যান হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে অত্র আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নং ১৩১/০৩ দায়ের হয়। ইহা স্বীকৃত যে, আপীলকারী পক্ষে মোঃ আবুল হোসেন, সভাপতি ও মোঃ রশিদুল সাধারণ সম্পাদক, প্রস্তাবিত পলাশবাড়ী 'স' মিল শ্রমিক ইউনিয়ন, গাইবান্ধা পলাশবাড়ী এলাকাধীন 'স' মিল শ্রমিকগণের আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১-৮-০৩ ইং তারিখে প্রথম সাধারণ সভার মাধ্যমে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি ৮১ জন শ্রমিকের উপস্থিতিতে গঠন করেন এবং ১৫-৮-০৩ ইং তারিখের ২য় সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইউনিয়নের সংবিধান প্রণয়ন ও অনুমোদনপূর্বক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করিয়া ইউনিয়নের নিয়মমাফিক রেজিস্ট্রেশনকরণের জন্য প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীর নিকট এক্সিবিট-খ বি-ফরম আবেদন দাখিল করেন ২-৯-০৩ ইং তারিখে (এক্সিবিট-ক(৫), ক(৬) ও খ মূলে সমর্থিত)। স্বীকৃতমতেই প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী আবেদনপত্রটি প্রাপ্ত হইয়া পর্যালোচনাপূর্বক তাহার অফিসের স্মারক নং ১৮৬৫ তাং ১৬-৯-০৩ ইং মূলে ৭ দফা আপত্তি উত্থাপন করেন এবং ভুলত্রুটি সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে আপীলকারী এক্সিবিট-ক (৩) মূলে ৭-১০-০৩ইং তারিখে ভুলত্রুটি সংশোধনপূর্বক ইউনিয়নের সভাপতি কর্তৃক সংশোধনীপত্র দাখিল করিয়া প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন প্রদানের আবেদন করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক আপীলকারী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-৬ ২৯-১০-০৩ইং তারিখের স্মারক নং ২২১৬ মূলে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন ৪ দফা কারণ দর্শাইয়া নামঞ্জুর (প্রত্যাখ্যান) আদেশ প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে অত্র আপীল মামলাটি আনীত হইয়াছে।

অত্র আপীলটি শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রস্তাবিত পলাশবাড়ী 'স' মিল শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মালিকের অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আইনগত কোন বাধা নাই। শ্রমিকদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মালিকের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিয়াছে এবং সরেজমিনে তদন্তেও ইউনিয়নটির প্রধান কার্যালয় ও শ্রমিক সদস্যগণের উপস্থিতি এবং রেজিস্টারাদি সঠিক পেয়েছেন। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্যগণের ডি-ফরমগুলি ত্রুটি সংশোধনের আপত্তির প্রেক্ষিতে স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং নিরক্ষর শ্রমিক সদস্যগণ পক্ষে উত্থাপিত আপত্তি ও ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি বেআইনীভাবে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। অপরদিকে রেসপনডেন্ট প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি তাহার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আপীলকারী পক্ষের দাখিলী কাগজাদি পরীক্ষায় ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা স্বাক্ষরিত ডি-ফরম গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় ও মালিকের লাইসেন্স না থাকায় আইনানুগভাবেই আপীলকারী পক্ষের রেজিস্ট্রেশন আবেদনখানি প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে এবং তৎমোতাবেক অত্র আপিল মামলাটি নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য এবং মামলার রেকর্ড ও

ফিরিস্তিমূলে দাখিলী প্রদর্শিত কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদীর দাখিলী এক্সিবিট ক (৫) ও ক (৬) মূলে পলাশবাড়ী এলাকাধীন 'স' মিল শ্রমিকগণের আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১-৮-০৩ ইং তারিখের প্রথম সাধারণ সভার মাধ্যমে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি ৮১ জন শ্রমিকের উপস্থিতিতে গঠিত হয় এবং ১৫-৮-০৩ ইং তারিখের ২য় সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইউনিয়নের সংবিধান এক্সিবিট-২ বা ক (৭) প্রণয়ন ও অনুমোদনপূর্বক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করিয়া ইউনিয়নের নিয়মমাফিক রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবর এক্সিবিট-খ বি-ফরম দাখিল করেন। প্রতিপক্ষের ফিরিস্তিমূলে দাখিলি এক্সিবিট-ক অফিস রেকর্ডদৃষ্টে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী পক্ষে রেজিস্ট্রেশন আবেদনের প্রেক্ষিতে এক্সিবিট-ক(৮) এন ফরম ও এক্সিবিট-ক (৯) পি-ফরম আইনানুগভাবেই প্রস্তুতঅন্তে দাখিল হইয়াছে এবং এক্সিবিট-গ, গ(১)-গ (১৫) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৬ জন মালিক কতৃক শ্রমিকদের তালিকাসহ প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন এবং পি-ফরমের ধারাবাহিকতায় এক্সিবিট-ঘ, ঘ (১), ঘ (৮০) শ্রমিক সদস্যদের ডি-ফরম ৮১টি প্রতিপক্ষের অফিসে দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক (২) মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক কর্তৃক তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তদন্তকালে তদন্তকারী অফিসার প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অফিস কার্যালয় ৪০ জন সদস্যের উপস্তিতি ও ৬ জন মালিকের উপস্থিতিসহ সঠিকতা পান মর্মে উল্লেখ করিয়াছেন। শুধুমাত্র ৭ জন শ্রমিকের ডি ফরমে স্বাক্ষর সঠিক না পাইলে উক্ত সদস্যগণ তদন্তকালে টিপসহি করেন। সুতরাং তদন্ত রিপোর্টদৃষ্টেই প্রতিয়মান হয় যে, ৭ জন শ্রমিকের স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদানে ডি-ফরমগুলি সংশোধিত হইয়াছে। সেক্ষেত্রে এক্সিবিট-ক(১) প্রত্যাখ্যান আদেশের ২ নং ক্রমিকের উত্থাপিত গ্রাউন্ডটি আর অবশিষ্ট থাকে না এবং ঐ মর্মে আপত্তি সংশোধিত গণ্য করা যায়। প্রতিপক্ষের এক্সিবিট-ক (১) রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশের ১ নং গ্রাউন্ডে উল্লেখ করা যায় যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়ন এলাকায় কতজন শ্রমিক 'স' মিলে কর্মরত রহিয়াছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রত্যয়নপত্র দাখিল না করায় ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ৩০% ভাগ নির্ণয় করা যায় নাই। উক্ত গ্রাউন্ডটির পোষকতায় অত্র আদালত বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য শুনানীঅন্তে দেখিতে পান যে, আপীলকারী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-গ, গ(১)-গ (১৫) ১৬টি প্রত্যয়নপত্র প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত প্রত্যয়নপত্রগুলি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, এক্সিবিট-গ (১৫) আঙ্গুর ফার্নিচার মাঠ এর মালিক মোঃ নাদের হোসেন তাহার প্রত্যয়নপত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পলাশবাড়ী এলাকায় ১০০ জন 'স' মিল শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছেন। সেক্ষেত্রে মোট শ্রমিকের ৩০% ভাগ সদস্য নির্ণয় করা যায় এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের প্রথম ও দ্বিতীয় সাধারণ সভায় উপস্থিত ৮১ জন শ্রমিক ৩০% ভাগ সীমার মধ্যেই থাকে। তাই ১নং গ্রাউন্ডটি প্রতিপক্ষ কর্তৃক সঠিকভাবে সুনির্দিষ্টকরণ হয় নাই। প্রতিপক্ষের দাখিলী ঙ, ঙ (১) যথাক্রমে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজুলেশন খাতা ও সদস্য রেজিস্ট্রার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ৮১ জন উপস্থিত ছিল এবং সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটিতে পলাশবাড়ী এলাকাধীন 'স' মিলে কর্মরত মোট শ্রমিকের ৩০% সদস্য রহিয়াছে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং প্রতিপক্ষের দাখিলী রেজিস্ট্রারাদি যথাঃ রেজুলেশন খাতা ও সদস্য রেজিস্ট্রারদৃষ্টে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সঠিকতা নিরূপণ করা যায় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাও তদন্তে 'স' মিল মালিক বা প্রতিষ্ঠানগুলি সঠিক ছিল না মর্মে কোন প্রতিবেদন দাখিল করেন নাই যাহা প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সপক্ষে নির্ধারণ করা যায় এবং একই শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন মালিকের অধীনে একই শ্রেণীভুক্ত 'স' মিল শ্রমিকদের দ্বারা বৈধভাবে ইউনিয়ন গঠন করা যাইবে মর্মে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন। সেক্ষেত্রে এক্সিবিট-ক(১) রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশটির ৩নং ক্রমিকে উল্লেখিত গ্রাউন্ডের সঠিকতা পাওয়া যায় না। প্রতিপক্ষ-রেসপনডেন্ট পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি তাহার

বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মিল মালিকের লাইসেন্স দাখিল না করায় প্রতিষ্ঠানগুলির বৈধতা যাচাই করা যায় নাই। এক্ষেত্রে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার বক্তব্যে জোরালোভাবে উল্লেখ করেন যে, মালিক শ্রমিকদের স্বার্থে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স দাখিল না করিলে শ্রমিকদের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকিবে না। প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি মালিকদের কোন সংগঠন নহে, বরং ইহা শ্রমিকের সংগঠন। এক্সিবিট-ক (জ) তদন্ত প্রতিবেদনে সহকারী শ্রম পরিচালক তদন্ত রিপোর্টের ৫ নং ক্রমিকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পৌরসভা থেকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুমতিপত্র পেয়ে মালিকগণ ব্যবসা চালান মর্মে জানিয়েছেন কিন্তু ফটোকপি দাখিল করেন নাই। এক্ষেত্রে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, মালিকদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৈধ বা অবৈধ তাহা রেজিস্ট্রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের বিষয় নহে, বরং উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ বৈধভাবে শ্রমিকের দায়িত্ব পালন করিতেছে কি-না তাহাই মূলতঃ অনুসন্ধানের বিষয়। মালিকগণের ব্যবসা পরিচালনার অনুমতিপত্র শ্রমিকদের পক্ষে দাখিল করা সম্ভবপর নহে এবং উক্ত কারণে রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি আইনানুগভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্য অন্য কোন ইউনিয়নের সদস্য মর্মে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই বা তদন্তকারী কর্মকর্তাও ঐ মর্মে কোন প্রতিবেদন দাখিল করেন নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তা শ্রমিক সদস্যগণের মধ্যে কাহারও দ্বৈত সদস্য পদ রহিয়াছে তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন নাই। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যদৃষ্টে মোট শ্রমিকের ৩০% ভাগ সদস্য পদ নিরূপিত হয় এবং দাখিলী ৮১টি ডি-ফরমের মধ্যে ৭টি ডি ফরম সংশোধিত হইয়াছে। ১৬ জন মালিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র রহিয়াছে এবং পলাশবাড়ী এলাকায় ১০০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৮১ জন শ্রমিক আইনানুগভাবেই শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও রেজিস্ট্রেশন পাইবার হকদার হইতেছেন। সতরাং প্রাপ্ত কাগজাদি পর্যালোচনায় ও মালিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র বিবেচনায় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশে বর্ণিত কারণগুলি যথার্থ নহে এবং প্রস্তাবিত পলাশবাড়ী 'স' মিল শ্রমিক ইউনিয়ন আইনানুগ শর্তাদি পূরণ করায় বৈধভাবেই আপীলকারী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে মর্মে উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্য একইরূপ অভিমত পোষণ করেন বিধায় অত্র আপীল মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত হইল।

অতএব,

ইহা আদেশ হইল যে,

অত্র ,আই,আর,ও, (আপীল) মামলাটি দুতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষ রেসপনডেন্টের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। প্রতিপক্ষ রেসপনডেন্ট কর্তৃক গত ২৯-১০-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং ২২১৬ মূলে দরখাস্তকারীর রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশ রদ রহিত করা হইল। আপীলকারীর প্রস্তাবিত পলাশবাড়ী 'স' মিল শ্রমিক ইউনিয়নকে যথাসময়ে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষ রেসপনডেন্টকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত,রাজশাহী।

In the Labour Court, Rajshahi Division, Rajshahi.

Present: Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Member: 1. Mr . advocate Md. Motahar Hossain , for the Employers.

Date of delivery of judgment–7th September/2004

I. R. O.(Appeal) Case No. 5/2004

1. Md Rezaul Karim , President

2. Md. Abdul Malek ,General Secretary, proposed Chapai Nawabgonj Hotel Sramik Kallyan Union, Hujrapur Bus-Stand, Chapai Nababgonj—**Appellants.**

Versus

Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi—**Respondent.**

Representatives:

1. Mr. Abu Mohammad Selim, Advocate for the Appellants.

2. Md. Masihur Rahman, Representative for the Respondent.

JUDGMENT

This I. R. O. (Appeal) case is instituted against the order of rejection of registration of the proposed Chapai Nawabgonj Hotel Sramik Kallyan Union, Hujrapur, Chapai Nababgonj on 6-1-04 by the Registrar of Trade Union, Rajshahi Dvision, Rajshahi for getting order directing the respondent for registration of the appellant Chapai Nawabgonj Hotel Sramik Kallyan Union as a Trade Union.

The case of the appellant is that the appellant No. 1 Md. Rezaul Karim is the President and the appellant No. 2 Md. Abdul Malek is the General Secretary of the proposed Chapai Nawabgonj Hotel Sramik Kallyan Union, Chapai Nababgonj and that the Hotel Sramiks of different Hotel numbering 66 with a view to protect their rights and to maintain their security of works and also for realizing their proper wages and to maintain cordial relationship with their Hotel owners: they decided to organize their association under the name "Chapai Nawabgonj Hotel Sramik Kalyan Union". Accordingly they held a general meeting on 1-10-83 and that they decided to frame a constitution of the samity. Thereafter the 2nd general meeting of the samity was held on

15-10-03 where in the members elected the office bearers for the samity and adapted the constitution and that the President and the General Secretary of the samity are delegated powers to apply to the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi for registration of the samity. Afterwards the appellant No.1 and 2 submitted an application (B Form) along with connected papers to the Registrar of Trade Union, Rajshahi on 11-11-03 for registration of the samity. The further case of the appellants is that the Registcar of Trade Union, Rajshahi under Memo No. 2329 dated 19-11-03 *vide* Ext. ka(3) raised 8 points objections and directed to refile the application for registration after removing the defects stated therein. Lateron the appellants after removing the defects submitted an application for registration to the Registrar of Trade Union, Rajshahi on 17-12-03 *vide* Ext. ka(2). But instead of the issuance of registration for the proposed Chapai Nababgonj Hotel Sramik Kallyan Union, the Registrat of Trade Union, Rajshahi rejected the application for registration under Memo No. 44 dated 6-01-04 *vide* Ext. ka(1) under the provision of section 8(2) of the Industrial Relations Ordinance, 1969. Hence, the appellants preferred this appeal for relief.

The respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi on receipt of notice appeared and filed a written statement and contested this appeal denying material allegations contending *inter alia* that he committed no illegality by the impugned order of rejection of registration. The specific case is that the appellants failed to submit proper informations and documents in connection with 8 points objections on 19-11-03 *vide* Memo No. 2329. That the appellants also failed to amend P Form and N Form as per direction of the objection letter and that the notice of general meeting was not served upon the sramik members properly. That the Hotel owners and malicks did not supply the list of the sramiks working in their Hotels properly . That the documents filed are defective and not inaccordance with the provision of law. Hence the application of the appellants for registration of the proposed Chapai Nababgonj Hotel Sramik Kallyan Union was not lawful and that the rejection order of registration is liable to be upheld.

POINT FOR DETERMINATION:

1. Whether the appellants are entitled to get an order directing the respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi to Register the proposed Chapai Nababgonj Hotel Sramik Kallyan Union as a Trade Union?

FINDINGS AND DECISION:

Heard the Ld. Lawyer of the appellants and the Representative for the respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi in details and persued the memo of Appeal, written statement and papers on record Exts. 1, 2, 2(ka), 3—8, 8(Ka)–8(Ga), 9 series and the papers filed on behalf of the respondent marked as Exts. Ka, Ka(1)—Ka(10) series, Kha, Kha(1)-Ka(3). Admittedly the appellants President and General Secretaty had applied to the Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi for registration of proposed Chapai Nababgonj Hotel Sramik Kallyan Union on 11-11-03 as Trade Union *vide* Ext.

Ka(4). There is no denial of the fact that the respondent Registar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi instructed the appellants-petitioners on 19-11-03 with Memo No. 2329 *vide* Ext. Ka(3) to supply and to amend the 8 points defects in the application (B Form) for registration. On careful scrutiny it reveals that on getting the aforementioned letter Ext. Ka(3) the appellant-petitioners filed the correction petition dated 17-12-03 *vide* Ext. Ka(2) which is marked as diary No. 3419 in the office of the Registrar of Trade Union, Rajshahi wherein we find that the Petr.-appellants have already corrected the objections and filed documents in the office of the Registrar of Trade Union. After receipt of Ext. Ka(2) correction documents 17-12-03, the respondent Registrar of Trade Union , Rajshahi rejected the prayer of the Petr.-appellants *vide* Ext. Ka(1) stating that the Registers are not properly maintained and objections are not lawfully removed. At the time of arguments the Ld. Representative of the respondent O. P. added that the Hotel Sramiks are not properly identified in the P Form and the certificate issued by the Hotel owners does not asertain about the veracity of the Sramiks. That the Ld. Lawyer of the appellant side opposed the contention of the O. P. and also added that they have properly and lawfully satisfied the O. P. that the sramik members are working in the Hotels of Chapai Nababgonj locality. On careful scutiny the Court finds that no physical enquiry is made by the O. P. Registrar of Trade Union, Rajshahi to asertain about the fake and fictitious Hotel Sramiks of any Hotel establishment. So the allegations of fake and fictitious sramik members of any Hotel does not stand at all. It appears from Exts. Ka(5) & Ka (6) that 51 Hotel sramiks were present in the first General Meeting on 1-10-03 and 54 Hotel Sramiks were present in the 2nd General Meeting on 15-10-03 and that from Ext. Ka(7) P Form the list of 66 Hotel Sramiks were found among whom no Sramik members are detected by O. P. as false and fictitious Sramiks of any Hotel. It appears from Ext. Kha certificate issued by the Chairman, Nawabgonj Pourasava that 90 Hotel Sramiks are working in different Hotels and the Chairman certified as to the veracity of those Hotel Sramiks. Moreover Ext.-kha(1) & kha(2), kha(3) the Hotel owners or Maliks of Alauddin Hotel & Restaurant, Ajmiri Hotel & Restaurant and Tamanna Sweet & Restaurant cited the names of the Hotel Sramiks working in the respective Hotel Restaurant. It appears from Ext. Ka(7) P Form that 66 Sramik members are enlisted against defferent Hotel & Restaurant of Chapai Nawabgonj locality and Ext. Ka(9) form N that 8 members executive committee also lawfully approved which is found well within the provision of section 5(1)of the Industrial Relations Rules and Ext. Ka(10)/1 Ka(10)/65, 66 D Forms were properly filed and moreover at the date of arguments 9 series 34 additional D Forms are filed for the inspection of the court. Ext. Ka(8) the constitution of Chapai Nawabgonj Hotel Sramik Kallyan Union are properly drafted and filed for the inspection of the respondent-O. P. and no objection raised against that constitution of the Trade Union . That the Membership Register, Resolution Book and Notice Book *vide* Exts-ka(11), ka(12)& ka(13) are also filed in connection with objections raised in Ext. ka(3) wherein after scrutiny the court finds that these registars are properly maintained. In this connection the Ld. Lawyer of the appellant-Peters. added that they have fulfilled all legal requirements for registration of the proposed Chapai Nawabgonj Hotel Sramik Kallyan Union and the respondent side has failed to show any fictitious and dual membership of any member out of 66 members of the proposed Trade Union and that the appellant-Petrs. are entitled to get an order of registration as per law. In this connection the Ld. Representative of the respondent side failed to establish his grounds and objections stated above. In this connection the court finds that the Sramik members belongs to the same

class and the Hotel Restaurant are under the category of same class of service. Hence the contention of the Ld. O. P. does not stand at all. Factually the sub-section xxvi of section 2 of I. R. O., 1969 defines "Trade Union as any combination of workmen or employers formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers or workmen and employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business and includes a federation of two or more trade unions". So, appellants ` proposed Chapai Nawabgonj Hotel Sramik Kallyan Union undoubtedly falls under the category of trade union and the sramik members of Hotel Resraurants belongs to the same class of workers(sramiks) who are entitled to have registration as a member of the proposed trade union. Therefore, as discussed above we are convinced to conclude that the appellant-Petr. are entitled to get the relief as prayed for.

The Ld. member has been consulted and his counsel considered and hence, it is accordingly,

ORDERED

That the appeal be allowed on contest against the Respdt. without costs. The Respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi is directed for registration of Chapai Nawabgonj Hotel Sramik Kallyan Union, Hujrapur, Chapai Nawabgonj as a Trade Union.

Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

In the Labour Court, Rajshahi Division, Rajshahi.

Present: Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

Members: 1. Mr. Advocate Md. Motahar Hossain, for the Employers.

2. Mr. Md. Lokman Hossain, for the Labours.

Date of delivery of Judgment-7th October, 2004

I. R. O. (Appeal) Case No. 9/2004

1. Md. Afzal, President,

2. Md. Abdus Sobhan, General Secretary, proposed Mohadebpur Stand Collie Sramik Union, Head Office-Mohadebpur stand, Upazilla, Mohadebpur, Dist. Naogaon—**Appellants.**

Versus

Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi—**Respondent.**

Representatives:

1. Mr. Md. Korban Ali, Advocate for the Appellants.

2. Mr. Md. Monirul Alam, Representative for the Respondent.

JUDGMENT

This I. R. O. (Appeal) Case is instituted against the order of rejection of registration of the proposed Mohadebpur Stand Collie Sramik Union on 08-01-04 by the Rigistrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi for getting order directing the respondent for registration of the appellant Mohadebpur Stand Collie Sramik Union, Mohadebpur, Naogaon as a trade union.

The Case of the appillant is that the appellant No. 1 Md. Afzal is the President and appellant No. 2 Md. Abdus Sobhan is the General Secretary of the proposed Mohadebpur Stand Collie Sramik Union, Naogaon and that the collie sramiks are working in the shops, Arot and load-unload in the area of Mohadebpur Bus Stand under Collie Sarder numbering 25 with a view to promote their socio-economic and cordial relationship and standard of their lives, they dicided to organize their association under the name "Mohadebpur Stand Collie Sramik Union, Mohadebpur, Naogaon". Accordingly they held the first general meeting of Stand Collie Sramiks on 17-07-03 and that they decided to frame a constitution of the Samity. Thereafter the 2nd General Meeting of the Samity was held on 23-07-03 wherein members elected the office bearers for the Samity and adapted the constitution. In the 2nd General Meeting, Uhe General Secretary and the President of the Samity are delegated powers to apply to the Registrar of Trade Union, Rajshahi for registration of the Samity. Afterwards the appellant Nos. 1 & 2 submitted an application along with connected papers to the Registrar of Trade Union, Rajshahi where the Registrar of Trade Union after completion of formality found dual membership of 8 persons and rejected the aplication for registration of the proposed union. Afterwards the executive committee of the proposed trade union held a general meeting on 24-10-03 and prepared "P" form deducting the names of dual membership of 8 workers and afterwards submitted application for registration of the proposed trade union on 10.11.03 in the office of the Registrar of Trade Union. The further case of the appellants is that the Registrar of Trade Union, Rajshahi under Memo No. 2340 dated 24.11.03 raised 9 point objections and directed to refile the application after removing the defects. Lateron the appellants after removing the defects submitted an application to the Registrar of Trade Union, Rajshahi on 10-12-03 *vide* Ext. 4. But instead of the issuance of registration for the proposed Mohadebpur Stand Colie Sramik Union, the Registrar of Trade Union, Rajshahi rejected their application *vide* Memo No. 67 dated 8-01-04 under the provision of section 8(2) of the Industrial Relations Ordinance, 1969. Hence, they preferred this appeal.

The respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi on receipt of notice appeared and filed a written statement and contested the appeal denying the material allegations contending *inter alia* that he committed no illegality by the impugned order Ext. 1. His specific case is that the appellants failed to submit proper informations and documents in connection with 9 point objections raised on 24-11-03 under Meme No. 2340 *vide* Ext. 3. That the appellants failed to produce Notice and Resulution Registers of general meeting for cancellation of dual membership numbering eight persons and that actually no such meeting was held by the appellants' Trade Union. That the Petr.-appellants failed to show 30% membership of total workers in the proposed trade union locality. That there is an existence of another trade union namely Mohadebpur Hat, Ghat, Arot and Bazar Collie Sramik Union(Regn. No. Raj-1998) in that locality. That the Petr.-appellants failed to produce any certificate from the establishment and owners under whom the sramiks members are working in that locality. That the documents and Registers are defective and not maintained in accordance with the provision of law. Hence the applicaton of the appellants for registraton of the proposed Mohadebpur Stand Collie Sramik Union was not lawful and the rejection order being lawful is liable to upheld.

POINT FOR DETERMINATION

1. Whether the appellants are entitled to get an order directing the respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi to register the proposed Mohadebpur Stand Collie Sramik Union, Naogaon as a trade union?

FINDINGS AND DECISION

Heard the Ld. Lawyer of the Appellant Mohadebpur Stand Collie Sramik Union and the Representative for the Respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi in details and persued the Memo of Appeal, written statement and papers on record Ext. 1 to 9 of the appellants and the papers Exts. ka, ka(1)—ka(11)/1, ka(12)—ka(12)/23, ka(13)filed on behalf of the Respondent. Admittedly the appellant Md. Afzal President and Md. Abdus Sobhan, General Secretary had applied to the Registrar of Trade Union, Rajshahi for registration of proposed Mohadebpur Stand Collie Sramik Union, Naogaon which is rejected by the Registrar of Trade Union for dual membership of 8 workers and lateron the appellants again submitted application for registration of proposed Trade Union on 10-11-03 in the office of the Registrar of Trade Union by Ext. ka(1) with necessary papers. There is nó denial of the fact that the Respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi instructed to the appellants-Petrs. on 24-11-03 with Memo No. 2340 *vide* Ext. ka(4) to supply informations and to amend the 9 point defects in the application "B" Form for registration. On carefuls scrutiny it reveals that the aforementioned letter Ext. 3 of the appellant, the appellant-Petrs. filed the correcton petition (Ext. 4) on 11-12-03 which is marked as diary No. 3381 in the office of the Registrar of Trade Union, Rajshahi wherein we find that the Petr.-appellants have already corrected the objections but on scrutiny it is found that the apellant-Petrs. did not file any certificate from the Establishment and no certificate filed to the effect that the members of the "P" form are

working under Collie Sarder Md. Sanwar Hossain. So, the objection Nos. 5, 6, & 7 of Exts. Ka(4) are not properly fulfilled by the Petr-appllants. Admittedly the Respondent Registrar of Trade Union, Rajshahi rejected the prayer for registration of the proposed Trade Union on 8-1-04 by Memo No. 67 *vide* Ext. Ka(2) stating that the provisions of the constitution of the Trade Union does not tally with the name and title of Mohadebpur Stand Collie Sramik Union and that there is no Arot in the stand area of the transport and there is another registered trade union (Regn. No. Raj-1998) Mohadebpur Hat, Ghat & Bazar Collie Sramik Union consisting of 213 members and that the numbers 24 of the proposed Trade Union is less than 30% of the members of Mohadebpur area and in physical inquiry the O. P. side found some defects of the Trade Union. After hearing arguments of both the sides and on careful scrutiny the Court find that there is no certificate issued by any authority to effect that 50 Collie Sramiks are working under Coollie Sarder Sanwar Hossain in the stand area of Mohadebpur Transport Stand. Moreover, it is found from Ext. ka (13) inquiry Report by A.T.M. Fazlur Rahim, D.D.L., Bogra that there is no Arot in the stand area of Mohadebpur locality. From Ext. ka (10) constitution of the proposed Trade Union and resolution of first general meeting Ext. ka(5)and resolution of 2nd general meeting Ext. ka(6) it appears that the Mohadebpur Upazilla collie sramiks are included factually and there is another registered Trade Union (Regn. No. Raj-1998) namely Mohadebpur Hat, Ghat and Bazar Collie Sramik Union consisting of 213 members and from that point of view 24 members of the proposed Trade Union is less than 30% sramik members of Mohadebpur area. That hence the appellant proposed Trade Union failed to show Collie Sarder Sanwar Hossain as an establishment by producing certificate either from Collie Sarder Sanwar Hossain or from any competent authority. Hence the petr, appellants side failed to maintain the provision of section 7(2) and other requisit scetion qualifications as per provision of the I.R.O. Admittedly, the Petre. appellant side deducted dual membership of 8 persons but no resolution Registers to that extent of any general meeting and notice book are filed for the consideration of the petr-appellants' case. Hence the "N" Form and 'P' Form and Registers (Ext. ka(14)/1& ka (14)/2) are not maintained properly as per the provisions of the I.R.O. In the circumstances this Court opines that the appellant-Petrs. are not entitled to get the relief that the proposed Trade Union should be registered as a Trade Unibn. The Ld. Members are consulted and their counsels considered.

It is accordingly,

ORDERED

That this I. R. O.(Appeal) case be disallowed on contest against the Respondent without costs.

Md. Abdus Samad
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডব্লিউ, মামলা নং ৭/২০০৪

মোঃ রমজান আলী, পিতা মৃত ফৌজদার খাঁ, সাং পশ্চিম জুম্মাপাড়া, বাসা নং ৯৯, রোড নং ৪৭, শ্রমিক (অব্যাহতিপ্রাপ্ত), জীবন গার্মেন্টস, ষ্টেশন রোড, রংপুর—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। জীবন গার্মেন্টস এর পক্ষে পরিচালক ও মালিক,

২। মোঃ আব্দুস ছাত্তার, পরিচালক ও মালিক, জীবন গার্মেন্টস, দোকান নং ৫, রোড নং ১, ফেরদৌস বিল্ডিং সংলগ্ন ষ্টেশন রোড, পাঁচপীর দরগা, থানা কোতয়ালী, ডাক ও জেলা রংপুর—**প্রতিপক্ষ**।

আদেশ নং ৫ তাং ৭-৮-০৪

অদ্য মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। পক্ষগণের কোন পদক্ষেপ নাই। শুনানীর জন্য লওয়া হইল।

দরখাস্তকারীর মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্তটি pressed করেন নাই। বাদী বা তাহার বিজ্ঞ কৌশলীও হাজির নাই। সুতরাং মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি pressed না করায় নাকচ করা হইল। দরখাস্তকারী মোঃ রমজান আলীকে পুনঃপুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেল না। সুতরাং দরখাস্ত-কারী অনুপস্থিত থাকায় দরখস্তকারী মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং মামলটি দরখাস্তকারীর গাফেলতির জন্য খারিজযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডব্লিউ, মামলাটি দরখাস্তকারীর গাফেলতির জন্য এবং ত্রুটির কারণে খারিজ করা হইল।

মোঃ আব্দুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখঃ ২২শে জুলাই,২০০৪

পি, ডব্লিউ, মামলা নং ১/২০০৩

মোঃ নুরুল আমিন, অবসরপ্রাপ্ত ওজন করণিক, ইক্ষু বিভাগ, রংপুর সুগার মিলস, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, আদমজী কোর্ট (৬ষ্ঠ তলা), ১১৫—২০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

২। রংপুর চিনিকল লিঃ পক্ষে মহাব্যবস্থাপক, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রংপুর চিনিকল, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

৪। হিসাব সহকারী, অডিট ও আন্তঃ প্রকল্প, রংপুর চিনিকল, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

৫। প্রশাসন ব্যবস্থাপক, রংপুর চিনিকল, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—**প্রতিপক্ষগণ।**

প্রতিনিধিগণঃ ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বসাক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ নুরুল আমিন, অবসরপ্রাপ্ত ওজন করণিক, ইক্ষু বিভাগ, রংপুর সুগার মিলস, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা কর্তৃক ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষগণকে বাদীর চাকুরীর পাওনা বাবদ ১,২৮,০৪৫ টাকা প্রদানের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারী বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী মোঃ নুরুল আমিন ১৯৬৪-৬৫ মৌসুমে রংপুর সুগার মিলস, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধায় জুনিয়র ক্লার্ক পদে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং চাকুরী করাকালে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হইয়া মৌসুমী ওজন করণিক পদে চাকুরী করিয়া চাকুরী শেষে ১৫-৮-০১ ইং তারিখে মিলের চাকুরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত হন। অবসর প্রদানকালে বাদীর বেতন ছিল ৪,১৭৫ টাকা এবং প্রতিপক্ষ ভুলক্রমে ১৯৭৩ সাল থেকে অবসরজনিত সুবিধাদি গণনা করিয়া (২৮×২)=৫৬ মাসের গ্র্যাচুয়িটির হিসাব গণনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে বাদী ১৯৬৪ সাল থেকে

চাকুরীর সুবিধাদি পাইবার হকদার অর্থাৎ বাদীর হিসাব অনুযায়ী ৯ বৎসর তথা (৯×২)=১৮ মাসের হিসাব কর্তন করিয়া বাদীকে পাওনা থেকে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং অডিট আপত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া উৎপাদন বোনাস ও উৎসব ও বোনাসের বিপরীতে ১৫,১৫৭/৩৭+৮,৩৫০ টাকা একুনে ২৩,৫০৭/৩৭ টাকা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাতে সর্বমোট ২৬,১৮৮/৩৫ টাকা বেআইনীভাবে কর্তন করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ ১২-১১-০২ ইং তারিখে বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে নগদের পরিবর্তে ৬৯ বস্তা চিনির মাধ্যমে ১,৬২,০৯৩ টাকা এবং ক্যাশ প্রদান করেন ৪৫,০০০ টাকা একুনে সর্বমোট ২,০৭,০৯৩ টাকা প্রদান করেন। বাদীর কর্তনকৃত টাকাসহ মোট পাওনা থাকে ১,২৮,০৪৫ টাকা। বাদী চাকুরীর সুবিধাদি বাবদ ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে সর্বমোট ৩৭ বৎসরের গ্র্যাচুয়িটি (৪,১৭৫×৭৪) = ৩,০৮,৯৫০ টাকা উৎপাদন বোনাস ও দুইটি উৎসব বোনাসসহ সর্বমোট ২৬,১৮৮ টাকা একুনে মোট ৩,৩৫,১৩৮ টাকা পাইবেন। প্রতিপক্ষ চিনি বাবদ ১,৬২,০৯৩ টাকা ও নগদ ৪৫,০০০ টাকা একুনে ২,০৭,০৯৩ টাকা পরিশোধ করায় পাওনা দাঁড়ায় ১,২৮,০৪৫ টাকা। সুতরাং প্রতিপক্ষগণকে বাদীর চাকুরীর পাওনা বাবদ ১,২৮,০৪৫ টাকা প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেন।

অপর দিকে ৩ নং- প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রংপুর সুগার মিল এক লিখিত জবাব দাখিল করিয়া বাদীর মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্র আকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে, মামলাটি তামাদি দোষে বারিত এবং দরখাস্তকারী মামলাটি মিথ্যা উক্তিতে দায়ের করায় আইনতঃ কোন প্রতিকার পাইবেন না।

৩ নং প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রংপুর সুগার মিল, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধার জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী মোঃ নুরুল আমিন ই, পি, আই, ডি, সি, এর অন্তর্ভুক্ত রংপুর সুগার মিল, মহিমাগঞ্জে ১৯৬৭-৬৮ মৌসুমে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে মৌসুমী জুনিয়র করণিক হিসাবে কর্মরত থাকেন এবং ঐ সময়ে তাহার বেতন স্কেল বা বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ছিল না বা চাকুরী স্থায়ী করনের কোন আদেশ নির্দেশ ছিল না। ১৯৭১-৭২ মৌসুমের পুর্ব পর্যন্ত দরখাস্তকারীর নির্ধারিত ১৫৫ টাকা বেতন ছিল। মিলের শ্রমিক নেতৃবৃন্দের দাবীদাওয়া ও শ্রমিকদের মঙ্গলের দিক বিবেচনা করিয়া বিএসএফ আইসি কর্তৃপক্ষের ৮৪ সালের বোর্ড মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৌসুমী শ্রমিক কর্মচারীদের চাকুরী ১-৭-৭২ হইতে ১৩-৬-৭৮ ইং তারিখের মধ্যে যাদের স্থায়ী মৌসুমী পদের বিপরীতে স্থায়ীকরন করা হয় শুধুমাত্র তাহারাই মৌসুমী করণিক হিসাবে চাকুরী স্থায়ীকরনের দাবীতে গ্র্যাচুয়িটি পাইবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তদ্‌মর্মে ২৩-৭-৮৪ ইং তারিখের সূত্র নং-ই, আর-এসএফ/ গ্রাচুয়িটি/১১/৬৪ নং স্মারক জারী হয় এবং ঐ স্মারকের শর্ত মোতাবেক নৈমিত্তিক বা দৈনিক বেতনধারী মৌসুমী শ্রমিকদের কোন সার্ভিস বেনিফিট বা গ্রাচুয়িটি প্রদানের সুযোগ রাখা নাই। দরখাস্ত কারীর চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ ২২-১-৬৮ লিপিবদ্ধ থাকায় ও মৌসুমী শ্রমিক হওয়ায় বাদীকে ৬-১২-৭০ ইং তারিখের পূর্বে কোন বেতনক্রম বা বেতন স্কেল প্রদান করা হয় নাই। দরখাস্ত কারী মৌসুমী ওজন করণিক হিসাবে কর্মরত থাকা আবস্থায় বি এস এফ আইসি এর বিধি-বিধান মোতাবেক ১৫-৮-০১ ইং তারিখে ৫৭ বৎসর পূর্তিতে তাহাকে ৮-৫-০১ ইং তারিখের স্মারক নং-১৭৩৬ মূলে ১৫-৮-০১ ইং তারিখ থেকে অবসর প্রদান করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের ৩-৩-০২ ইং তারিখের স্মারকমূলে চাকুরীর প্রাপ্য যাবতীয় সুবিধাদি প্রদানের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদান করেন। দরখাস্তকারী তৎপর ১৯৬৪-৬৫ মৌসুম হইতে চাকুরীর সুবিধাদি পাইবার জন্য ১৬-৩-০২ ইং তারিখে আবেদন দাখিল করেন কিন্তু প্রতিপক্ষের পক্ষে দরখাস্তকারীর আবেদন বিবেচনার কোন সুযোগ ছিল না। দরখাস্তকারী ১৯৭২-৭৩ মৌসুম হইতে বেতনস্কেল প্রাপ্ত হওয়ায়

৭২-৭৩ মৌসুম হইতে মৌসুম জুনিয়র করণিক থাকায় ও চাকুরীতে স্থায়ীকরন হওয়ায় দরখাস্তকারীকে সঠিকভাবে পাওনা প্রদান করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী বি এস এফ আইসি এর ২৩-৭-৮৪ ইং তারিখের মৌসুমী শ্রমিক-কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি প্রদান সংক্রান্ত প্রচারিত স্মারকের প্রেক্ষিতে ৭২-৭৩ মৌসুমের পূর্বের সময়কালীন চাকুরীর জন্য কোনরূপ গ্র্যাচুইটি বা চাকুরীর সুবিধাদি পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবী আইনতঃ অগ্রাহ্যযোগ্য হইতেছে। তাছাড়াও দরখাস্তকারীর অবসরজনিত প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি মজুরী পরিশোধ আইনে মজুরীর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় দরখাস্তকারীর মামলাটি আইনতঃ রক্ষণীয় না হওয়ায় সরাসরি খারিজযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

১। অত্র আকারে মামলাটি কি সচলযোগ্য?

২। অত্র মামলাটি কি তামাদি দোষে বারিত?

৩। দরখাস্তকারী- বাদী কি অত্র মামলায় দাবীকৃত মতে চাকুরীর সুবিধা পাওনা বাবদ ১,২৮,০৪৫/- টাকা প্রদানের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছে?

৪। দরখাস্তকারী কি প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিবেচ্য বিষয় নং-২

তামাদি বিষয়টির উপর প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক পেশকালে বিরোধিতা করিয়া কোন বক্তব্য রাখেন নাই। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী অত্র পি, ডব্লিউ, মামলাটি প্রতিপক্ষের নিকট হইতে চাকুরীর পাওনা বাবদ ১, ২৮,০৪৫ টাকা আদায়ের আদেশের নিমিত্তে আনয়ন করিয়াছেন। দরখস্তকারী-বাদী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ নুরুল আমিন স্বয়ং জবানবন্দীতে আরজি করবরেট করিয়া উল্লেখ করেন যে, ৩-৩-০২ ইং তারিখের দপ্তর আদেশ স্মারক নং- ২২২৬ মূলে চাকুরীর সুবিধাদি বাবদ মিল কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং ১৬-৩-০২ইং তারিখে আপত্তি ও ২৩-৬-০২ইং তারিখে তাগাদাপত্র প্রদান করিলে সর্বশেষ চিঠির প্রেক্ষিতে ২২-১১-০২ইং তারিখে প্রতিপক্ষ চিনি প্রদানসহ চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করেন। সুতরাং ১২-১১-০২ ইং তারিখ থেকে ৬ মাস সময়ের মধ্যে ২০-১-০৩ ইং তারিখে মামলাটি দায়ের করায় তামাদি বারিত নহে। বরং মামলাটি তামাদি সময়ের মধ্যে দায়ের হওয়ায় ২ নং বিবেচ্য বিষয়টি দরখাস্তকারী-বাদী পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিবেচ্য বিষয় নং ১, ৩ ও ৪

১, ৩ ও ৪ নং বিবেচ্য বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক ইহা অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারী মোঃ নুরুল আমিন মৌসুমী জুনিয়র করণিক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং পদোন্নতিক্রমে মৌসুমী ওজন করণিক হিসাবে অবসরের তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করেন। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী মোঃ নুরুল আমিন বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-৭ ও প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ক ৮-৫-০১ ইং তারিখের সূত্র নং রচিক/ সংস্থাপন/

অবসর/০১/১৭৩৬ স্মারকমূলে ৫৭ বৎসর বয়স পূর্তিতে ১৫-৮-০১ ইং তারিখ থেকে রংপুর চিনিকল, মহিমাগঞ্জ মিলের চাকুরী থেকে অবসর আদেশপ্রাপ্ত হন। বাদির জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষের রংপুর সুগার মিলটি ১৯৭২ সালের পূর্ব পর্যন্ত ই, পি, আই, ডি, সি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং ১৯৭২ সালে সুগার মিলটি বি এস এফ আই সি এর নিয়ন্ত্রণাধীনে যায়। স্বীকৃতমতেই বাদী নুরুল আমিনকে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৫-৮-০১ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়কালের গ্র্যাচুয়িটি সঠিকভাবে প্রদান করা হইয়াছে। এই মামলায় বাদী নুরুল আমিন ১৯৬৪-৬৫ মৌসুমে চাকুরিতে যোগদান করার দাবী করিয়া ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ৯ বৎসরের অর্থাৎ (৯×২)=১৮ মাসের মূল বেতন (৪,১৭৫×১৮)=৭৫,১৫০ টাকা কর্তনকৃত একটি উৎপাদন বোনাস ও দুইটি উৎসব বোনাস এবং আনুষঙ্গিক খাত সহ মোট ২৬,১৮৮/- সহ টাকা ও বেআইনীভাবে কর্তনকৃত মোট ১,২৮,০৪৫ টাকা পাওনার দাবীতে মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। বাদী তাহার মামলায় স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষ তাহাকে চিনি বাবদে ১,৬২,০৯৩ টাকা এবং ক্যাশ ৪৫,০০ টাকা একুনে ২,০৭,০৯৩ টাকা প্রদান করিয়াছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ জবাবে দরখাস্তকারী নুরুল আমিনের চাকুরীতে যোগদান ১৯৬৭-৬৮ মৌসুমে স্বীকার করিয়া উল্লেখ করেছেন যে, বাদী নুরুল আমিন দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নির্ধারিত ১৫৫ টাকা মাসিক বেতনে চাকুরীরত থাকেন এবং তাহার কোন বেতন স্কেল বা বেতন বৃদ্ধি ও চাকুরী স্থায়ীকরনের কোন আদেশ ছিল না। ১৯৭১-৭২ মৌসুম পর্যন্ত বি এস এফ আই সি কর্তৃপক্ষ ৮৪ সালে বোর্ড মিটিং এর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাহার চাকুরী স্থায়ীকরন করেন এবং প্রতিপক্ষের ২৩-৭-৮৪ ইং তারিখের ১৬৪ নং স্মারকের মাধ্যমে দৈনিক বেতনধারী মৌসুমী শ্রমিকদের গ্র্যাচুয়িটি বা সার্ভিস বেনিফিট প্রদানের বিধান রাখেন নাই এবং তদপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীর ১৯৭২-৭৩ মৌসুমে চাকুরীতে স্থায়ীকরন ও স্কেলভুক্ত হওয়ায় উক্ত সাল থেকে গ্র্যাচুয়িটি প্রদান করা হয় এবং বাদী মৌসুমী শ্রমিক হওয়ায় বি এস এফ আই সি এর পরিপত্র/স্মারক মোতাবেক পরবর্তী বৎসর চাকুরীতে যোগদান না করিলে ও ৬ মাস চাকুরীতে না থাকিলে উৎসব বোনাস আইনতঃ পাইবে না এবং অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে উৎপাদন বোনাস আইনানুগ ভাবেই কর্তন করা হইয়াছে। পক্ষগণ নিজ নিজ মামলা প্রমাণে সাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছেন। বাদী পক্ষ তাহার মামলা প্রমাণে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ নুরুল আমিন বাদী স্বয়ং স্বাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষ তাহাকে জেরা কারিয়াছে। বাদীর দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট- ১, ১(ক)- ১(ঙ), ২- ৬, ৬(ক), ৬(খ) ৭, ৮, ৮(ক)- ৮(ঘ) ও ৯ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয় এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট- ক-ঝ, ঝ (১)- ঝ(৪), ঞ ঞ(১), ঞ(২), ট, ট(১), ট(২) হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হইয়াছে। বিজ্ঞ কৌশলীবৃন্দের বক্তব্য ও রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী- বাদী নুরুল আমিন ১৯৬৪-৬৫ মৌসুমে রংপুর সুগার মল, মহিমাগঞ্জে জুনিয়র মৌসুমী করণিক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন মর্মে আরজীতে দাবী করিয়াছেন এবং দাখিলী প্রদর্শনী-১ যোগদান পত্র দৃষ্টে চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ৯-১১-৬৪ দাবী করিয়াছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ বাদির চাকুরীতে যোগদান ১৯৬৭-৬৮ মৌসুমে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং প্রতিপক্ষের মিলে দরখাস্তকারী- বাদীর চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ও মৌসুম সংক্রান্ত বিরোধ রহিয়াছে। তবে প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট- ঝ(৪) প্রতিপক্ষ মিলের ১৪-৩-৬৭ ইং তারিখের স্মারক পত্র নং পি, এফ/এস, পি/২৬ অফিস আদেশের সত্যায়িত ফটোকপি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ মিলের ম্যানেজার দরখাস্তকারীসহ ১৪ জনকে ১৪-৩-৬৭ ইং তারিখে অপরাহ্নে রিট্রেঞ্চ করেন যাহা দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, দরখাস্তকারী ১৯৬৭ সালে প্রতিপক্ষের মিলে কেন (cane) ডিপার্টমেন্টে কর্মরত

ছিলেন। কিন্ত প্রতিপক্ষ মিলের এক্সিবিট–ঞ , ঞ(১), ঞ(২) বেতন নির্ধারণী শীটে দরখাস্তকারীর চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ২২-১১-৬৮ দেখাইয়াছেন। সুতরাং প্রতিপক্ষের দাবীকৃত ১৯৬৮ সালের পূর্ব থেকে দরখাস্তকারী –বাদী প্রতিপক্ষের মিলে মৌসুমী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন মর্মে অনুমান করা যায়। কিন্তু দরখাস্তকারী– বাদী নুরুল আমিন ১৯৬৪-৬৫ মৌসুম থেকে চাকুরীতে কর্মরত ছিলেন তা দেখানোর মত কোন কাগজ আদালতে প্রমাণে আনিতে সক্ষম হন নাই। বাদীর দাখিলী এক্সিবিট–১, ১(ক), ১(খ) যোগদান পত্রগুলি প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে ঐ মর্মে কোন ইন্ডোরস্‌মেন্ট দেখা যায় না বা দরখাস্তকারীকে ৯-১-৬৪ইং তারিখে যোগদানের অনুমতি দিয়াছিলেন তদমর্মে কোন অফিস আদেশ দেখা যায় না। তবে ইহা অনুমান করা যায় যে, দরখাস্তকারী ২২-১-৬৮ ইং তারিখের পূর্বে কর্মরত ছিলেন। বাদী পক্ষের স্বীকারোক্তিমতেই ১৯৭৩ সাল থেকে অবসরের তারিখ পর্যন্ত সময়কালে বাদী গ্র্যাচুয়িটি সঠিকভাবে পেয়েছেন। বাদী নুরুল আমিন ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ৯ বৎসরের গ্র্যাচুয়িটি মূল বেতন (৪,১৭৫×১৮) ৭৫,১৫০ টাকা এবং ২ টি উৎসব বোনাস এবং একটি উৎপাদন বোনাসসহ আনুষঙ্গিক খাতে ২৬,১৮৮ টাকা একুনে সর্বমোট ১,২৮,০৪৫ টাকার দাবী করিয়া মামলাটির আনয়ন করিয়াছেন। আদালতের নিকট এখন মুখ্য অনুসন্ধানের বিষয় হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী তাহার দাবীকৃত মতে ৯ বৎসরের গ্র্যাচুয়িটি ও কর্তনকৃত ২টি উৎসব বোনাস ও একটি উৎপাদন বোনাসের টাকা আদায় পাইবার আইনতঃ হকদার কি না ? বাদী পক্ষে পি, ডাব্লিউ- ১ নুরুল আমিন বাদীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, তিনি জুনিয়র মৌসুমী শ্রমিক /কর্মচারী ছিলেন এবং মৌসুমী চাকুরীর ক্ষেত্রে মৌসুম শেষে তাহাকে রিট্রেঞ্চ (ছাঁটাই) করিয়া দিতেন এবং মৌসুমের শুরুতে ডেকে নিতেন। ১৯৭২ সালে সুগার মিল বি এস এফ আই সি এর নিয়ন্ত্রণে আসে এবং তার পূর্বে ই, পি, আই ,ডি, সি, এর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-গ মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের মধ্যে ডাইরেক্টর অব লেবার, পুর্ব পাকিস্তান অফিসের বাইল্যাটারাল এগ্রিমেন্ট সম্পাদিত হয় এবং উহা ১-৭-৬৭ তারিখ থেকে কার্যকরী হয় ও ৩০-৬-৭০ ইং তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকে এবং উক্ত চুক্তির সিদ্ধান্ত মোতাবেক দৈনিক ভিত্তিতে কর্মরত মৌসুমী শ্রমিকদের পূর্বে পে-স্কেল ছিল না এবং তাহাদের এক বৎসরের বেশী চাকুরী হইলে মাসিক ভিত্তিক নির্ধারিত বেতন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঘ বি এস এফ আই সি কার্যালয়ের ২৩-৭-৮৪ ইং তারিখের রেফারেন্স নং ই, আর,/ এস,এফ/গ্রাচুয়িটি/১১/১৬৪ স্মারক পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্র্যাচুয়িটি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ- 1) Gratuity be allowed to the seasonals who were made permanent prior to 13-6-78 and from 1-7-72 ৫নং সিদ্ধান্তে উল্লেখ আছে যে, The period of casual and daily rated seasonal employment shall not be taken into consideration for the purpose of calculation of gratuity. প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঝ রংপুর সুগার মিলস লিঃ, মহিমাগঞ্জের ম্যানেজার কর্তৃক ৩-১-৭৩ ইং তারিখের রেফারেন্স নং- পি, এফ/এস, এফ/২৬/৭২ অফিস আদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী নুরুল আমিন-এর ১৯৭০-৭১ মৌসুমে নির্ধারিত ১৫৫ টাকা বেতন ছিল এবং ১৯৭১-৭২ মৌসুমে তাহার বেতন নির্ধারিত ছিল মাসিক ১৬৫ টাকা। সুতরাং দরখাস্তকারী নুরুল আমিন ১৯৭২-৭৩ এর পূর্বের মৌসুমগুলিতে স্থায়ী মৌসুমী বা স্কেলভুক্ত মৌসুমী কর্মচারী ছিলেন তাহা অনুমান করা যায় না এবং দরখাস্তকারীও ১৯৬৪-৬৫ মৌসুম থেকে স্কেলভুক্ত কর্মচারী ছিলেন তাহা প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই।।

সেহেতু এক্সিবিট-ঘ পরিপত্র মূলে উপরে উল্লেখিত বি এস এফ আই সি এর ৩০-৫-৮৪ ও ৪-৬-৮৪ ইং তারিখের বোর্ড মিটিং এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১-৭-৭২ থেকে ১৩-৬-৭৮ ইং তারিখের মধ্যে যাহারা চাকুরীতে স্থায়ী হইয়াছেন তাহারাই গ্র্যাচুয়িটি পাইবার অধিকারী থাকেন। সুতরাং দরখাস্তকারী নুরুল আমিন ১-৭-৭২ এর পূর্বে স্থায়ী স্কেলভুক্ত কর্মচারী ছিলেন প্রমাণিত না হওয়ায় এবং দরখাস্ত কারী দৈনিক মজুরী ভিত্তিক নির্ধারিত বেতনের মৌসুমী কর্মচারী থাকায় দাবীকৃত মতে ১৯৬৪ থেকে ৭২ পর্যন্ত ৯ বৎসরের গ্র্যাচুয়িটি পাইতে আইনতঃ হকদার নহেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত গ্র্যাচুয়িটি দাবী আইতনঃ টিকে না। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী নুরুল আমিন একজন মৌসুমী করণিক/শ্রমিক এবং বাদীর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, মৌসুমী চাকুরীর ক্ষেত্রে এক্সিবিট- ঙ বি এস এফ আই সি প্রধান কার্যালয়ের ১১-৭-৮৮ ইং তারিখের ই, আর/ এস এফ/ উৎসব বোনাস /৮৮-৮৯/৯৬ নং দপ্তরাদেশ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, চিনিকলে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারীগণ পরবর্তী মৌসুমে কাজে যোগদান করিলেই শুধুমাত্র বোনাস প্রাপ্য হইবে। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী নুরুল আমিন ১৫-৮-০১ইং তারিখে চাকুরী থেকে অবসরে যান এবং অবসরের পরবর্তী বৎসরে চাকুরী করার কোন সুযোগ না থাকায় ঐ বৎসরে উক্ত স্মারক মোতাবেক দরখাস্তকারী উৎসব বোনাস পাইবার আইনতঃ হকদার হইবে না। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-চ ১১-৬-২০০২ ইং তারিখের দপ্তর আদেশ ও অডিট আপত্তি এবং এক্সিবিট-ছ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে মিল কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ভাবেই উৎপাদন বোনাস অডিট আপত্তির বিপরীতে কর্তন করিয়াছেন। সেহেতু উৎসব বোনাস ও উৎপাদন বোনাস কর্তনের আইনানুগ যুক্তি-যৌক্তিকতা রহিয়াছে যাহাতে কোন-কিছু বেআইনী দেখা যায় না। সুতরাং পক্ষগণের রেকর্ডকৃত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, দরখাস্তরারী নূরুল আমিন ১৯৬৪-৬৫ মৌসুম থেকে ১৯৭২সাল পর্যন্ত ৯ বৎসরের গ্রাচুয়িটি এবং চাকুরী থেকে অবসরে যাওয়ার সময় ২টি উৎসব বোনাস ও ১টি উৎপাদন বোনাস দাবীকৃত মতে আইনতঃ পাইবার হকদার নহেন। অবস্থাধীনে বাদীর মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় আনীত চাকুরীর পাওনাদি বাবদ মামলাটি সচলযোগ্য হইলেও তাহার দাবীকৃত মতে ৯ বৎসরের গ্রাচুইটি, ২টি উৎসব বোনাস ও একটি উৎপাদন বোনাস আইনতঃ পাইবার হকদার বিবেচিত হয় না। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী নুরুল আমিন অবসর শেষে প্রতিপক্ষের মিল থেকে ১৯৭৩ হইতে অবসর পর্যন্ত গ্র্যাচুইটির টাকা সঠিক ভাবেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বর্ণিত অবস্থায় মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য হইলেও দাবীকৃত মতে কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। সুতরাং ৩ ও ৪ নং ইস্যুগুলি দরখাস্তকারীর বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডব্লিউ, মামলাটি দোতরফা সূত্রে ২/৩ নং প্রতিপক্ষের বিরূদ্ধে এবং একতরফা সূত্রে আন্যান্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাহশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৯/২০০৩,

সৈয়দ মোহাম্মদ নুর, পিতা মরহুম মেহাম্মাদ মকসুদ আলী, আলোছায়া নীড় (৩য় তলা), সাং টিকাপাড়া থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ,

৩। কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ, সকলের ঠিকানা ২৯, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা (৯ম তলা), ঢাকা-১০০০—প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধিঃ- ১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম, (২) দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৬, তাং- ৭-৮-০৪

অদ্য মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীর হাজিরা দাখিল করিয়াছেন।

দরখাস্তকারী ফিরিস্তিমূলে ১০ ফর্দ কগজ দাখিল করিয়াছেন। রেকর্ড এক তরফা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডাব্লিউ-১ সৈয়দ মোহাম্মদ নুর দরখাস্তকারীর জবানবন্দী গৃহীত হইল এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট ১-১০ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আরজি ও প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। বাদী আরজিতে ও জবানবন্দী প্রদানে বকেয়া বেতন ও ভাতাদি বাবদ ৬৪,০০০/- টাকা প্রদানের আদেশ চেয়েছেন। দরখাস্তকারীর দাখিলী এক্সিবিট-১ নিয়োগপত্র দৃষ্টে দেখা যায় যে, ১৩-১১-২০০১ইং তারিখের ১৬৯৯নং স্মারক মূলে ১৫০০ টাকা মূল বেতন ও অন্যান্য ভাতাদিসহ মোট ২৫০০/- টাকা বেতনে ১৯-১১-২০০১ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং এক্সিবিট-২, ১৮-১১-২০০২ইং তারিখের ২১১৮ নং আদেশমূলে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ ভাইস প্রেসিডেন্ট কর্তৃক রাজশাহী থেকে ঢাকা প্রধান কার্যলয়ের হিসাব বিভাগে বদলী হইলে এক্সিবিট-৩ মূলে দরখাস্তকারী বদলীকৃত স্থানে যোগদানের জন্য ২ নং প্রতিপক্ষ বরাবর ২৪-১১-০২ ইং তরিখে ৫,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদানের আবেদন জানান। এক্সিবিট-৪ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর চাকুরীতে ১৯-১১-২০০২ ইং তারিখে যোগদানের পর থেকে কোন বেতন প্রাপ্ত হন নাই এবং তৎ পোষকতায় বেতন পাওনাদি চাহিয়া ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইনস্যুরেন্স কোম্পানী বরাবর আবেদন করেন। তদ্‌পরবর্তীতে এক্সিবিট-৫ মূলে দরখাস্তকারী চাকুরী থেকে টার্মিনেশন চেয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর

লিখিত আবেদন করেন। এক্সিবিট-৬ মূলে দরখাস্তকারী উপ-প্রধান পরিদর্শক , কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান সমূহ, বগুড়া বরাবর বেতন-ভাতাদি বাবদ ৫০,৫০০/= টাকা কোম্পানীর নিকট থেকে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করেন ১-৬-০৩ ইং তারিখে। এক্সিবিট ৭,১৫-৭-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং ৬-২১/৩০৯১/১(৪)/২ মূলে সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাঃ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান সমূহ, বগুড়া দরখাস্তকারীর বেতন ও ভাতাদি পরিশোধ না করার জন্য ২৬-৭-০৩ ইং তারিখে প্রতিপক্ষকে রেকর্ডপত্রসহ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানাইলে তদপ্রেক্ষিতে এক্সিবিট-৮ মূলে প্রতিপক্ষ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১৪৯৪ নং স্মারকমূলে উল্লেখ করেন যে, ১৮-১১-০২ ইং তারিখের স্মারকে দরখাস্তকারীকে হেড অফিসে বদলী করিলে তিনি কর্মস্থলে যোগদান না করায় বেতন ভাতাদি দাবী করিতে পারেন না, "কাজ না করায়" মর্মে উল্লেখ করিয়া সহকারী প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, বগুড়া বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। এক্সিবিট-৯ স্মারকে সহকারী প্রধান পরিদর্শক (সাঃ) এম, এ, জামসেদুর রহমান কর্তৃক ৭-৮-০৩ ইং তারিখের সূত্রে শুনানীর জন্য প্রতিপক্ষের প্রতিনিধিকে ২৩-৮-০৩ ইং তরিখে উপস্থিত থাকার জন্য আনুরোধ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ হাজির না হওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়া আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহকারী প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বগুড়া ৪-১০-০৩ ইং তারিখের স্মারক নং- ৪১৯১ মূলে দরখাস্তকারী বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। সুতরাং এক্সিবিট-২, ১৮-১১--০২ তারিখের ২১১৮ নং স্মারক মূলে দরখাস্তকারীকে প্রধান কার্যলয়ে বদলীর চিঠি ২১-১১-০২ ইং তারিখে দরখাস্তকারী প্রাপ্ত হন কিন্তু স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী ৭ দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ের হিসাব বিভাগে যোগদান করেন নাই। দরখস্তকারী বদলীকৃত স্থানে ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান না করায় ২৮-১১-০২ ইং তারিখ থেকেই দরখাস্তকারীর চাকুরীর অবসান ঘটেছে। সুতরাং দরখাস্তকারী ১ বৎসর ১০ দিন মেয়াদে চাকুরী করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়, সেই দৃষ্টিকোন থেকে দরকাস্তকারীর মাসিক বেতন ২৫০০ টাকা হিসাবে ১ বৎসর ১০ দিনের বেতন দাঁড়ায় ৩০,৮৩৩ টাকা এবং ১ বৎসর সময়কালীন ২ টি বোনাস বাবদ মূল বেতন ১৫০০ টাকা হিসাবে (১৫০০×২=৩,০০০ টাকা এবং অর্জিত ছুটি বাবদে মূল বেতন ১৫০০ টাকা হিসাবে ১৫০০ টাকা আদায় পাইবার হকদার হইতেছেন। যেহেতু দরখাস্তকারী শ্রমিক/কর্মচারী স্বেচ্ছায় চাকুরীতে যোগদান না করিয়া চাকুরী ত্যাগ করেছেন, সেক্ষেত্রে দরখাস্তকারী চাকুরীর অবসানজনিত সুবিধা অর্থাৎ নোটিশ পে বা ক্ষতিপূরণের টাকা দাবী করিতে পারেন না। সুতরাং দরখাস্তকারী আংশিক দাবী ৩৫,৩৩৩ টাকা পাইবেন মর্মে প্রমাণিত হয়। সুতরাং দরখাস্তকারী মামলাটিতে আংশিক প্রতিকার পাইবার হকদার হইতেছেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে আংশিক মঞ্জুর (allowed in part)-হয়। দরখাস্তকারী সৈয়দ মোহাম্মদ নুর এর চাকুরীর বকেয়া বেতন ও আর্থিক সুবিধাদি বাবদ ৩৫,৩৩৩ (পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত তেত্রিশ) টাকা প্রতিপক্ষগণকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল। প্রতিপক্ষগণ সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদেশে বর্ণিত পাওনা টাকা নির্ধারিত ২(দুই) মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় দরখাস্তকারী মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারা মোতাবেক পাওনার টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,

শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ১২ ই জুলাই/২০০৪

পি, ডব্লিউ, মামলা নং-৫/২০০৩

মোঃ মোবারক হোসেন, পিতা আঃ করিম, সাং- নামো ভদ্রা, পোঃ কাজলা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

মোঃ এস, এম, নিয়ামতুল্লাহ, পরিচালক, র‍্যান্টিক লিমিটেড, রাজশাহী। হাউজ নং ১২, সেক্টর নং ২, সড়ক নং ১, উপ-শহর হাউজিং এস্টেট, সপুরা, রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ রশিদুল আলম দুলাল, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ মোবারক হোসেন কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষকে দরখাস্তকারীর র‍্যান্টিক লিঃ, রাজশাহীতে চাকুরীর ওভারটাইমসহ বেতন মজুরীর সুবিধাদি বাবদ ২,৬৮,০৮৮ টাকা প্রদানের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি আনীত হইয়াছে ঃ

দরখাস্তকারী-বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী মোঃ মোবারক হোসেন প্রতিপক্ষ র‍্যান্টিক লিঃ, রাজশাহীতে মৌখিক নির্দেশে পিয়ন পদে ১-৪-৯৯ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করে। প্রতিপক্ষের র‍্যান্টিক লিঃ ফার্মে নিয়োজিত ২৫ জন কর্মচারীর লিখিত নিয়োগপত্র ছিল না। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের ফার্মে পিয়ন পদে যোগদান করিলেও তাহাকে মাঠের লেবারের কাজ করাইয়া লইত এবং ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ২৪ ঘন্টা কাজ করাইত। দরখাস্তকারী মৌখিক প্রতিবাদ করিলে প্রতিপক্ষ ওভারটাম দেওয়ার কথা বলেন কিন্তু এযাবত অতিরিক্ত সময়ের ওভারটাইম ভাতা প্রদান করেন নাই। প্রতিপক্ষ কোম্পানীর সরকারী কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের কোন হাজিরা খাতা রক্ষণাবেক্ষণ করে নাই। প্রতিপক্ষ কোম্পানী শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ও মাসিক কোন ছুটি না দেওয়ার ভয়ে কিছু শ্রমিক চাকুরী ছাড়িয়া দেয়। প্রতিপক্ষ কোম্পানীতে বর্তমানে ৬ জন শ্রমিক নিয়োজিত আছে এবং দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ কোম্পানীতে নিয়োজিত আছে এবং প্রতিপক্ষের ঐ কোম্পানীতে দরখাস্তকারীর স্ত্রীও চাকুরী করিত। প্রতিপক্ষ কোম্পানীর সরকারী স্কেলে দরখাস্তকারী বেতন ছিল ১৫০০ টাকা, বাড়ী ভাড়া ৭৫০ মেডিক্যাল ২০০ টাকা সহ মোট ২৪৫০ টাকা। দরখাস্তকারীর অসুস্থতার কারণে ছুটি চাওয়ার কারণে দরখাস্তকারীর স্ত্রীকে কোম্পানী থেকে তাড়াইয়া দেয়। দরখাস্তকারীকে

আলু খামারে নিয়া লেবারের কাজ করাইলেও তাহাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও ওভারটাইম প্রদান করেন নাই এবং অসুস্থতার কারণে ১৫-৩-০৩ ইং তারিখ থেকে তাহাকে কোন ছুটি দেয় নাই। ৬-৪-০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত দরখাস্তকারীর প্রতিপক্ষের নিকট ওভারটাইম ও বকেয়া বেতন পাওনা দাঁড়ায় ২,৬৮,০৮৮ টাকা। দরখাস্তকারীর মাসিক বেতনের টাকা হইতে প্রতিমাসে কিছু টাকা প্রতিপক্ষ কোম্পানী কর্তন করিয়া রাখিত এবং ৬-৪-০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত কর্তনকৃত বকেয়া টাকার পরিমাণ ১৭,০১০ টাকা। প্রতিপক্ষের নিকট বেতন সুবিধা ও ওভারটাইম কাজের পাওনা দাঁড়ায় ২,৫১,০৫৮ টাকা এবং কর্তনকৃত মাসিক বেতনের ১৭,০১০ টাকাসহ মোট পাওনা দাঁড়ায় ২,৬৮,০৮৮ টাকা। প্রতিপক্ষ কোম্পানীতে দরখাস্তকারী ৬-৪-০৩ ইং তারিখ থেকে কর্মরত নাই। সুতরাং দরখাস্তকারী অতিরিক্ত কাজের মজুরীসহ বকেয়া বেতন বাবদ মোট ২,৬৮,০৮৮ টাকা প্রদানের আদেশের জন্য মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন ঃ

অপরদিকে প্রতিপক্ষ ওকালানামাসহ হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে ও মামলাটি তামাদি দোষে বারিত। দরখাস্তকারী উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যা উক্তিতে মামলাটি আনয়ন করায় কোন প্রতিকার পাইবে না।

প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ র‍্যান্টিক লিঃ প্রতিষ্ঠানটি জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, ঢাকা কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত। প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান রাজশাহীতে কখনও ২৫ জন বা ততোধিক কর্মকর্তা বা কর্মচারী ছিল না। প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানটিতে মার্চ, ০৩ পর্যন্ত ৩ জন কর্মকর্তা ও ২ জন শ্রমিক কর্মরত ছিল। র‍্যান্টিক রাজশাহীস্থ ঠিকানায় একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ কলা অনুশীলন ল্যাবরেটরী মাত্র এবং উহার মাধ্যমে বীজ আলু উৎপাদন ও বিপণন করা হইত। রাজশাহী জেলায় পবা থানাধীন দামকুড়া এলাকায় নতুন পাড়ায় মধুপুর মৌজায় আলু বীজ উৎপাদনের প্রকল্প র‍্যান্টিক গ্রহণ করিলে কৃষকদের নিকট হইতে চুক্তিভিত্তিক জমি গ্রহণ, জমির মালিকদের খাজনার টাকা প্রদান, জমির ভাড়া, লীজ ডিড সম্পাদন, শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী প্রদান ও কাজের তদারকির উদ্দেশ্যে দেখাশুনা ও তদারকির জন্য বাদীর স্ত্রীর মানবিক আবেদনে খন্ডকালীন নাইট গার্ড হিসাবে ঐ এলাকার একজন সুপারভাইজার হিসাবে কর্মে নিয়োজিত করা হয়। র‍্যান্টিক ল্যাবরেটরীতে কাজ করার মত তাহার কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা ছিল না এবং তাহাকে মাঠ পর্যায়ের কাজ দেখাশুনার জন্য সর্বসাকুল্যে (৩,০০০+১২০০)=৪২০০ টাকা বেতনভাতা প্রদান করা হইল এবং কোন মাসেই তাহার বেতন বকেয়া ছিল না। ডিসেম্বর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত ৪ মাস আলুর চাষ হইত এবং বাকী ৮ মাসে বাদীর জমি দেখাশুনা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। বিকাল ৫ টার পর বাদীর জমিতে কোন কাজ থাকিত না। বাদী মোবারক হোসেন প্রকল্প এলাকায় খরচ খাতে ডিসেম্বর, ০২ হইতে মার্চ, ০৩ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের নিকট হইতে ৭,২৭,২৯৪ টাকা খরচের জন্য সরল বিশ্বাসে লইয়া যায় এবং ঐ সময়কালের মধ্যে বাদী ৫০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করিলে প্রতিপক্ষের অবগতিতে আসে। বাদী বিষয়টি বুঝিতে পারিয়া তাহার হেফাজতে থাকা মাঠে কর্মরত শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী খাতা, রেজিস্টার, লীজ দলিল, ভাউচার, ডকুমেন্টসহ আনুষঙ্গিক খাতা-পত্র লইয়া ১৮-৩-২০০৩ ইং তারিখ থেকে গা ঢাকা দেয় এবং বাদীকে খোঁজ খবর করিয়া না পাইলে বিষয়টি জানাইয়া পবা থানায় ২৪-৩-০৩ ইং তারিখে ১২৫৯ নং জিডি দায়ের করেন এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সি এম এম আদালত, রাজশাহীতে ২২২-পি/০৩ নম্বরের একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়। বাদীর কৃত অপরাধ ও জিডি দায়েরের কার্যক্রম ও পরিণতির কথা বুঝিতে পারিয়া শঠতার আশ্রয়ে পলাতক

থাকিয়া অত্র সৃজিত কাহিনী ও মামলাটি দায়ের করিয়াছেন। বাদীর মামলাটিতে আকস্মিক অসুস্থতার কথা মিথ্যা ও বানোয়াট। বাদীর চাকুরিতে ওভারটাইম বলিয়া কিছু ছিল না। এবং অতিরিক্ত কাজ করার আবশ্যকতা না থাকায় সৃজিত কাহিনী ও ওভারটাইম দাবী আইনতঃ গ্রহণযোগ্য নহে। বাদীর কয়েক বৎসরের চাকুরীকালে তিনি চাকুরী বা বেতন ওভারটাইম বিষয়ে গ্রিভানস পিটিশন দেন নাই বা কোন দাবীও করেন নাই। বাদীর দাবী মিথ্যা ও হয়রানীমূলক বরং বাদী কর্তৃক আত্মসাৎকৃত টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। বাদীর মজুরী পরিশোধ আইনের তাওতায় বাদী মিথ্যা ও বানোয়াট হওয়ায় প্রতিকার যোগ্য নহে, বরং সরাসরি খারিজযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১। দরখাস্তকারীর মামলাটি অত্রাকারে আইনতঃ সচলযোগ্য কি-না ?

২। মামলাটি তামাদি দোষে বারিত কি না ?

৩। দরখাস্তকারী মোবারক হোসেন প্রতিপক্ষ কোম্পানীর নিকট থেকে ওভার টাইমসহ মজুরীর পাওনা বাবদ ২,৬৮,০৮৮ টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার কি-না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিবেচ্য বিষয় নং ২

মামলাটি তামাদি বিষয়ের উপর কোন পক্ষ হইতে তেমন জোরালো বক্তব্য রাখেন নাই। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী মোবারক হোসেন অত্র মামলাটি মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ র‍্যান্টিক লিঃ, রাজশাহী এর নিকট হইতে চাকুরীর ওভারটাইমসহ বেতন মজুরীর সুবিধা বাবদ ২,৬৮,০৮৮ টাকা আদায়ের আদেশের নিমিত্ত গত ৯-৪-০৩ ইং তারিখে দায়ের করিয়াছেন। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মোবারক হোসেন দরখাস্তকারী সাক্ষ্য দিয়া দাবী করেছেন যে, প্রতিপক্ষ তাহাকে ১-৪-৯৯ ইং তারিখ থেকে ৬-৪-০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের ওভারটাইম ও বকেয়া বেতন মজুরীর টাকা প্রদান করেন নাই এবং তিনি ৬-৪-০৩ ইং তারিখ হইতে চাকুরীতে কর্মরত নাই এবং প্রতিপক্ষ তাহার পাওনা টাকা প্রদান করেন নাই। সুতরাং ৬-৪-০৩ ইং তারিখ থেকে ৬ মাস সময়ের মধ্যে ৯-৪-০৪ ইং তারিখে মামলাটি দায়ের করায় মামলটি তামাদি সময়ের মধ্যে দায়ের হইয়াছে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং তামাদি ইস্যুটি দরখাস্তকারীর অনুকূলে গৃহীত হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং ১ ও ৩

১ ও ৩ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী অত্র মামলাটি মজুরী পরিশোধ আইনে প্রতিপক্ষ র‍্যান্টিক লিঃ কোম্পানীর নিকট থেকে চাকুরিতে ওভারটাইম কাজের পাওনা বাবদ ২,৫১,০৫৮ টাকা এবং মাসিক বেতন হইতে কর্তনকৃত সর্বমোট ১৭,০১০ টাকা একুনে ২,৬৮,০৮৮ টাকা আদায়ের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি দায়ের করিয়াছেন। পক্ষগণ কর্তৃক অস্বীকৃত নহে যে, প্রতিপক্ষ এস, এম, নিয়মতুল্লাহ, পরিচালক, র‍্যান্টিক লিঃ, রাজশাহী এর অধীনে চাকুরীরত ছিলেন এবং বাদী প্রতিপক্ষের র‍্যান্টিক

লিমিটেডের আলুর খামারে সুপারভাইজার হিসাবে কর্মে নিয়োজিত থাকেন। বাদি তাহার আরজিতে দাবী করিয়াছেন যে, বাদী প্রতিপক্ষের ফার্মে পিয়ন পদে ১-৪-৯৯ ইং তারিখ থেকে চাকুরীতে যোগদান করিলেও তাহাকে মাঠে লেবারের কাজ করাইয়া ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ২৪ ঘন্টা কাজ করাইত এবং ওভারটাইম দেওয়ার কথা বলিলেও অতিরিক্ত সময়ের ওভারটাইম কাজের টাকা তাহাকে প্রদান করেন নাই। টাকা দরখাস্তকারীর মাসিক বেতন ছিল ১৫০০ টাকা বাড়ী ভাড়া ৭৫০ টাকা এবং মেডিক্যাল ২০০ টাকাসহ মোট ২৪৫০ টাকা। দরখাস্তকারী অসুস্থতার কারণে ছুটি চাওয়ায় দরখাস্তকারীর স্ত্রীকে কোম্পানী থেকে তাড়াইয়া দেয়। ৬-৪-০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত দরখাস্তকারীর ওভারটাইম বাবদ ২,৫১,০৭৮ টাকা এবং মাসিক বেতন থেকে কর্তনকৃত ৬-৪-০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ ১৭,০১০ টাকা একুনে সর্বমোট ২,৬৮,০৮৮ টাকা আদায়ের আদেশ চেয়েছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ র‍্যান্টক লিঃ, রাজশাহী একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদকলা অনুশীলন ল্যাবরেটরী এবং উপহার মাধ্যমে বীজ আলু উৎপাদন ও বিপণন প্রকল্পে গৃহীত জমিতে শ্রমিকদের মজুরী প্রদান ও কাজের তদারকির জন্য বাদীর স্ত্রীর মানবিক আবেদনে বাদীকে খন্ডকালীন নাইট গার্ড ও সুপারভাইজার হিসবে কাজে নিয়োজিত করেন এবং মাঠ পর্যায়ে সকল কাজ দেখা শুনা করার জন্য তাহাকে সর্বসাকুল্যে (৩,০০০+১,২০০)=৪,২০০ টাকা প্রদান করা হয় এবং বাদীর কোন মাসেই বেতন বকেয়া থাকিত না। ডিসেম্বর হইতে মার্চ পর্যন্ত ৪ মাস আলুর চাষ হইত এবং বাকী ৮ মাস বাদীর জমিজমা দেখাশুনা ছাড়া কোন কাজ ছিল না। ডিসেম্বর, ০২ হইতে মার্চ, ০৩ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের নিকট হইতে খরচের জন্য ৭,২৭,২৯৪ টাকা গ্রহণ করিয়া ৫০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করেন এবং শ্রমিকদের মজুরী খাতা, রেজিস্টার ও দলিলাদিসহ খাতাপত্র লইয়া ১৮-৩-০৩ ইং তারিখ থেকে পালাইয়া যায় এবং তাহাকে খোজখবর লইয়া না পাইলে পবা থানায় বিষয়টি জানাইয়া ২৪-৩-০৩ ইং তারিখে ১২৫৯ নং জি, ডি, দায়ের করা হয় এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সি এম এম আদালত, রাজশাহীতে ২২২-পি/০৩ নম্বরের একটি ফৌজাদারী মামলা দায়ের হয়। বাদীর ওভারটাইম কাজের আবশ্যকতা ছিল না এবং চাকুরী করাকালীন তিনি কখনও চাকুরীর বেতন বা ওভারটাইম বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই এবং তাহার কোন বকেয়া বেতন পাওনা ছিল না। বাদী কর্তৃক আত্মসাৎকৃত টাকা আদায়ের জন্য প্রতিপক্ষ কর্তৃক সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। দরখাস্ত কারী সৃজিত মিথ্যা ও বানোয়াট উক্তিতে মামলটি আনয়ন করিয়াছেন। দরখাস্তকারী তাহার মামলা প্রমাণে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মোবারক হোসেন দরখাস্তকারী স্বয়ং এবং পি, ডব্লিউ-২ মোঃ সিরাজ উদ্দিন প্রতিপক্ষ র‍্যান্টিক লিঃ-এর প্রাক্তন লেবার সর্দার ২ জন মৌখিক সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন কিন্তু কোন দালিলিক কাগজাদি দাখিল করিয়া মামলায় প্রমাণে আনেন নাই। অপরদিকে প্রতিপক্ষে ডি, ডব্লিউ-১ মোঃ সারোয়ার হোসেন প্রতিপক্ষ র‍্যান্টিক লিঃ-এর প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেন এবং দালিলিক কাগজা এক্সিবিট- ক, খ, গ, গ (১), গ (২),ঘ, ঘ (১)-ঘ (৬৫), ঙ হিসাবে প্রমাণে আনেন। স্বীকৃতমতেই প্রতিপক্ষ র‍্যান্টিক লিঃ, রাজশাহী ২নং সেক্টরের ১২ নং বাসায় আলু গবেষণা কেন্দ্র ও বীজ আলু উৎপাদনের কাজ করিত এবং প্রতিপক্ষ র‍্যান্টিক লিমিটেডে বাদী মোবারক হোসেনের স্ত্রীর প্রথমে কর্মরত ছিল এবং স্ত্রী মানবিক আবেদনে দরখাস্তকারী পিয়ন হিসাবে চাকুরী পান এবং পরবর্তীতে দরখাস্তকারীকে জমিতে পাঠিয়ে তদারকির দায়িত্ব দেয়। দরখাস্ত কারী মোবারক হোসেন চাকুরীর মাসিক বেতন ২৪৫০ টাকা দাবী করিয়াছেন কিন্তু উক্ত দাবীর সপক্ষে কোন দালিলিক কাগজাদি বা বেতন বিবরণী দাখিল করেন না। দরখাস্তকারী মোবারক হোসেন মূলতঃ মামলাটি ১-৪-৯৯ হইতে ৬-৪-০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত ওভারটাইম কাজ বাবদ ২,৫১,০৭৮ টাকা এবং মাসিক বেতন থেকে কর্তনকৃত সর্বমোট ১৭,০১০ টাকা একুনে ২,৬৮,০৮৮ টাকা মজুরী পাওনার দাবী করিয়া পাওনা আদায়ের আদেশের নিমিত্তে মামলাটি দায়ের করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে ৮ ঘন্টার

পরিবর্তে অতিরিক্ত ১৬ ঘন্টা কাজ করাইত তা প্রমাণে কোন দালিলিক কাগজ বাদী দাখিল করেন নাই বা মাসিক বেতন থেকে বেতন কর্তনের কোন দালিলিক কাগজ বা বেতন বিবরণী আদালতে দাখিল করেন নাই। এমনকি দরখাস্তকারী মাসিক বর্ধিত বেতনের কোন কাগজ দাখিল করেন নাই বা প্রতি বৎসর বেতন হইতে মোট কর্তনকৃত টাকার বিবরণীও দাখিল করেন নাই বা দরখাস্তকারী কোন সময়ে কর্তনকৃত টাকা উত্তোলনের দাবী করিয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কাগজ দাখিল করেন নাই। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ মোবারক হোসেন দরখাস্তকারী স্বয়ং জেরায় স্বীকার করেন যে, সমুদয় চাকুরীকালে উত্তোলনকৃত টাকার পরিমাণ এবং বকেয়া পাওনা ১৭,০১০ টাকা দাবীর কোন কাগজ দাখিল করেন নাই বা অফিসের সংগে হিসাব সমন্বয় করারও কোন কাগজ প্রমাণে আসে নাই। দরখাস্তকারী মোবারক হোসেনের সর্বপ্রথম দাখিলী আরজি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, আরজিতে দরখাস্তকারী বলেন নাই যে, তাহার বেতনের টাকা বাকী আছে এবং মাসিক বেতন হইতে বেতন কেটে রাখতেন চূড়ান্ত শুনানীর পর্যায়ে পি, ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দী গ্রহণকালে পাওনা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্টকরণের জন্য আদালতের হস্ত ক্ষেপের প্রেক্ষিতে সংশোধিত আরজিতে শুধু উল্লেখ করেন যে, মালিক কিছু টাকা কেটে রাখতেন। কিন্তু মাসিক বেতন থেকে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কিছু টাকা কেটে রাখার বিষয়ে প্রথম আরজিতে উল্লেখ ছিল না। দরখাস্তকারী পি, ডব্লিউ-১ এর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের অধীনে চাকুরীর লিখিত শর্তাবলী দরখাস্তকরী আদালতে দাখিল করিতে পারেন নাই এবং ৬-৪-০৩ ইং তারিখে পাওনার দাবী প্রতিপক্ষ অস্বীকার করিলেও দরখাস্তকারী মালিক বা শ্রম দপ্তর বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে প্রতিকার চেয়ে দরখাস্ত করেন নাই। পি, ডব্লিউ-১ মোবারক হোসেন দরখাস্তকারী স্বয়ং জেরায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, পূর্বানুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় কর্তৃপক্ষ ১২৫৯ নং জি, ডি ২৪-৩-০৩ ইং তারিখে দায়ের করেন এবং ঐ জি, ডি'র বিষয় তিনি জেনেছেন দরখাস্তকারী জবানবন্দীতে অতিরিক্ত ১৬ ঘন্টা কাজ করার দাবী করেছেন কিন্তু জেরায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, প্রতিপক্ষ র‍্যানটিকের জমিগুলি খোলা জায়গায় ছিল এবং দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মজুররা ৪½/৫ টার মধ্যে কাজ শেষ করে চলে গেলে সেখানে আর কাজ করার সুযোগ ছিল না। দরখাস্তকারীর উপরোক্ত স্বীকৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী মোবাররক হোসেনকে ২৪ ঘন্টা কাজ করানোর বক্তব্য বাস্তবসম্মত নহে এবং বিশ্বাস করা যায় না। তাছাড়াও ২৪ ঘন্টা কাজ করানোর বক্তব্য প্রমাণে আদালতে কোন দালিলিক কাগজ দাখিল করা হয় নাই । দরখাস্তকারীর পক্ষের পরীক্ষিত সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-২ মোঃ সিরাজ উদ্দিন ৪ বৎসর পূর্বে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছে এবং তারপর থেকে সে বায়োটিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। তার পক্ষে প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত থাকা সম্ভব নহে। দরখাস্তকারীর আরজির দাবী মতে অসুস্থতার বিষয়টি প্রমাণে কোন দালিলিক কাগজ আদালতে প্রমাণে আনেন নাই। সুতরাং দরখাস্তকারী একদিকে যেমন তার অসুস্থতা প্রমাণ করিতে পারেন নাই অপরদিকে ৮ ঘন্টার অতিরিক্ত ১৬ ঘন্টা একুনে ২৪ ঘন্টা কাজ করানোর বিষয়ে করবরেটিভ দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। আইনের বিধানে বাদীকে তার সুনির্দিষ্ঠ মোকদ্দমা/বক্তব্য প্রমাণ করিতে হইবে প্রতিপক্ষের ব্যর্থতার উপর ভিত্তি করিয়া কোন প্রতিকার পাইবেন না। দরখাস্তকারী মাসিক বেতন থেকে বেতন কর্তনসংক্রান্ত এবং অতিরিক্ত কাজ করার কোন দালিলিক কাগজাদি প্রমাণে আনতে সক্ষম হন নাই। অপরদিকে প্রতিপক্ষের দাবীমতে দরখাস্তকারী মোবারক হোসেনকে মাসিক বেতন হিসাবে ৪২০০ টাকা প্রদানের কোন দালিলিক কাগজ প্রমাণে আনেন নাই। প্রতিপক্ষের দাবীমতে আলু বীজ উৎপাদনের জমিতে সুপারভাইজারী দায়িত্ব পালন করিলে বাদীর কোন বেতন বকেয়া ছিল না মর্মে ডি, ডব্লিউ-১ মোঃ সারোয়ার হোসেন প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কর্মকর্তা করবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী মোবারক হোসেন ৬-৪-০৩ ইং তারিখ থেকে আর চাকুরীতে

কর্মরত নাই। প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য মতে বাদী ডিসেম্বর /০২ হইতে মার্চ/০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ৭,২৭,২৯৪ টাকা খরচের জন্য সরল বিশ্বাসে লইয়া যান এবং ঐ সময়ের মধ্যে দরখাস্তকারী ৫০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করিয়া মজুরী খাতাসহ আনুষঙ্গিক খাতাপত্র লইয়া ১৮-৩-০৩ ইং তারিখ হইতে গা ঢাকা দিলে প্রতিপক্ষ কর্তৃক থানায় জি, ডি, দায়ের করা হয়। উক্ত বক্তব্য প্রমাণে ডি, ডব্লিউ-১ মোঃ সারোয়ার হোসেন করবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দাখিলি এক্সিবিট-ক ২৪-৩-০৩ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ কর্তৃক পবা থানায় দায়েরকৃত জি, ডি, নং ১২৫৯ দৃষ্টে উপরোক্ত বক্তব্য ও বিষয়ের দালিলিক করবরেশন পাওয়া যায়। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঘ , ঘ (১) হইতে ঘ (৬৫) মোট ৬৬ টি অগ্রিম গ্রহণের ভাউচারের ফটোকপি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী মোবারক স্বাক্ষর প্রদানে ২৫-৩-২০০১ ইং তরিখে ১২,৫০০ ২২-৩-০১ ইং ৫,০০০ ২৮-৩-০১ ইং ২,৫০০ ৩০-৩-০১ ইং ১২,৫০০ ২২-৩-০১ ইং ৫,০০০ ২০-৩-০১ ইং ৫,০০০ ১৭-৩-০১ ইং ৩,০০০ ১৮-৩-০১ ইং ২,০০০ ১৯-৩-০১ ইং ১০০০ ১৬-৩-০১ ইং ৪,০০০ ১৫-৩-০১ ইং ৪,০০০ ১৩-৩-০১ ইং ১২,০০০ ১১-৩-০১ ইং ৫,০০০ ১০-৩-০১ ইং ৭,০০০ ৬-৩-০১ ইং ২,০০০ ৫-৩-০১ ইং ৪,৫০০ ৪-৩-০১ ইং ১০,০০০ ২-৩-০১ ইং ১০,০০০ ১-৩-০১ ইং ৩,০০০ ২৭-২-০১ ইং ৩,০০০ ২৬-২-০১ ইং ৪,০০০ ১৫-২-০১ ইং ৩,০০০ ১১-২-০১ ইং ৫,০০০ ৫-২-০১ ইং ৫,০০০ ২-২-০১ ইং ১০,০০০ ৩১-১-০১ ইং ২,০০০ ২৮-১-০১ ইং ৩,০০০ ২৬-১-০১ ইং ৫,০০০ ২২-১-০১ ইং ৫,০০০ ১৮-১-০১ ইং ১১,০০০ ১৬-১-০১ ইং ৬,৫০০ ১৩-১-০১ ইং ১৫,০০০ ১১-১-০১ ইং ৫,০০০ ১১-১২-২০০০ ইং ১,৫০০ ৬-১২-২০০০ ইং ৩০,০০০ ৯-১২-২০০০ ইং ১০,০০০ ২৮-১১-২০০০ ইং ৩৫,০০০ ২৯-১১-২০০০ ইং ৭০,০০০ ২৮-১১-২০০০ ইং ৭,৩০০ টাকাসহ বিভিন্ন তারিখে দরখাস্ত কারী বিভিন্ন পরিমাণ আগ্রিম টাকা গ্রহণ করিয়াছেন যাহা দৃষ্টে প্রতিপক্ষের দাবীকৃত অগ্রিম গ্রহণের বিষয়ের করবরেশন পাওয়া যায়। স্বীকৃতমতেই এবং সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী মোবারক হোসেন প্রতিপক্ষ অফিস থেকে গা ঢাকা দিলে ২৪-৩-০৩ ইং তারিখে ১২৫৯ নং জিডি দায়ের হয় যাহা দৃষ্টে প্রতিপক্ষের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী তাহার চাকুরীকালে চাকুরীর বেতন বা ওভারটাইম দাবী করিরয়া কোন দরখাস্ত দাখিল করেন নাই বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন অভিযোগ দায়ের করেন নাই। আইনের বিধানে দরখাস্তকারীকে তাহার দাবীকৃতমতে ৮ ঘন্টার অতিরিক্ত কাজ করানোর জন্য ওভারটাইম দেওয়ার প্রেক্ষিতে কোন দালিলিক কাগজ প্রমাণে আনিতে পারেন নাই বা দাবীকৃতমতে মাসিক বেতন কর্তনকৃত টাকা বিষয়ে কোন দালিলিক কাগজাদি বা বেতন বিবরণী আদালতে প্রমাণে আনেন নাই। সুতরাং দরখাস্তকারী মোবারক হোসেনের চাকুরীকালে ৬-৪-০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের নিকট থেকে ওভারটাইম বাবদ ২,৫১,০৭৮ টাকা ও কর্তনকৃত বেতন বাবদ ১৭,০১০ টাকা একুনে ২,৬৮,০৮৮ টাকা প্রাপ্যতার বিষয় সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। মাসিক বেতন থেকে কর্তনকৃত টাকার কাগজ একদিকে যেমন প্রমাণে আসে নাই অপরদিকে দরখাস্ত কারীর বেতন পাওনা সংক্রান্ত কাগজও প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই। বরং সাক্ষ্য থেকে আমরা পেয়েছি যে, প্রতিপক্ষের অধীনে জমিতে ৫ টার পর কাজ করার সুযোগ ছিল না। তাছাড়াও দরখাস্ত কারীর দাবী মতে ২৪ ঘন্টা কাজ করার দাবী বস্তবসম্মত নহে। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, দরখাস্তকারীর মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারামতে আনীত পি, ডব্লিউ, মামলাটি আইনতঃ সচলযোগ্য হইলেও দরখাস্তকারীর দাবী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন সুতরাং ৩ নং বিবেচ্য বিষয়টি দরখাস্তকারীর বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল এবং দরখাস্তকারী প্রার্থীতমতে কোন প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডব্লিউ, মামলাটি দোতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নাম মঞ্জুর (disallowed) হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ঃ ১৬ই আগস্ট/২০০৪

পি, ডব্লিউ, মামলা নং ৫/২০০১

মোঃ ওয়ালিউর রহমান, পিতা মৃত দাউদ হোসেন মোল্লা, মৌসুমী সিনিয়র প্যানম্যান (অবসরপ্রাপ্ত), সেতাবগঞ্জ চিনিকল লিঃ , দিনাজপুর, বর্তমান ঠিকানা সাং দুলালপুর, ডাক-হাকিমপুর বাজার, থানা চৌগাছা, জেলা যশোর—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সাবেক মহা ব্যবস্থাপক) ,

২। মহা ব্যবস্থাপক (কারখানা) ,

৩। ডেপুটি চীপ ক্যামিস্ট (উৎপাদন) ,

১—৩ নং এর ঠিকানা সেতাবগঞ্জ চিনিকল লিঃ , পোঃ সেতাবগঞ্জ , জেলা দিনাজপুর।

৪। চেয়ারম্যান ,

৫। সচিব ,

৬। চীফ অব পার্সোনেল ,

৪—৬ নং এর ঠিকানা বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশন ,

১১৫—১২০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, আদমজী কোর্ট, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী মোঃ ওয়ালিউর রহমান, মৌসুমী সিনিয়র প্যানম্যান (অবসরপ্রাপ্ত), সেতাবগঞ্জ চিনিকল লিঃ, দিনাজপুর কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষগণকে বাদীর চাকুরীর মজুরী পাওনা বাবদ ৩,৯০,৮৩২.৫৯ টাকা প্রদানের আদেশের নিমিত্ত মামলাটি আনীত হইয়াছে।

দরখাস্তকারী-বাদীর মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী মোঃ ওয়ালিউর রহমান সেতাবগঞ্জ চিনিকলে ৪নং প্রতিপক্ষের অধীনে সিনিয়র প্যানম্যান হিসাবে চাকুরী করাকালে প্রতিপক্ষের ১১-১১-৯৭ইং তারিখের ২১০৬ নং স্মারকমূলে অবসর আদেশপ্রাপ্ত হন এবং উক্ত আদেশটি ১৪-১১-৯৬ইং তারিখ হইতে কার্যকরী দেখাইয়া ইস্যু করা হয়। দরখাস্তকারী ওয়ালিউর রহমান সর্বপ্রথম ২৫-১১-১৯৬৯ইং তারিখের পঞ্চগড় সুগার মিলে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং চাকুরী জীবনে পঞ্চগড় ও ফরিদপুর চিনিকলে চাকুরী করেন। দরখাস্তকারীর অবসর প্রদানের সময় মূল বেতন ছিল ৪,৮৮০ টাকা কিন্তু তাহার বেতন পাওয়ার কথা ছিল ৫,৩০০ টাকা। অবসর আদেশকালে দরখাস্তকারী বেতন উত্তোলন করিতেন ৫,০২০ টাকা যাহা ৫,৪৪০ টাকা হওয়া উচিৎ ছিল। দরখাস্ত কারীকে ১৪-১১-৯৬ ইং তারিখ হইতে অবসর প্রদান না করিয়া অতিরিক্ত এক বৎসরকাল চাকুরী করাইয়া লইয়া অন্যায়ভাবে ঐ সময়কালের বেতন ও অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে কাটিয়া নেন এবং ঐ কর্তনকৃত টাকার পরিমাণ ৬৫,০২১.৬০ টাকা। বাদীকে ফরিদপুর চিনিকলে চাকুরী করাকালে ২০-১০-৮৬ইং তারিখে ঠাকুরগাঁও চিনিকলে বদলীর আদেশ প্রদান করেন কিন্তু ঠাকুরগাঁও চিনিকল কর্তৃপক্ষ বাদীকে ঠাকুরগাঁও চিনিকলে যোগদানে বাধা দিলে বাদী বিষয়টি প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করেন। বাংলাদেশ চিনিকল কর্পোরেশন পুনরায় বাদীকে ঠাকুরগাঁও চিনিকলে বদলীর আদেশ দিলে পুনরায় সেখানে বাদীকে যোগদান করিতে দেওয়া হয় না। তৎপর কর্পোরেশন বাদীকে ১৬-২-৮৮ইং তারিখের ১৯৮ নং স্মারকমূলে সেতাবগঞ্জ চিনিকলে বদলীর আদেশ প্রদান করিলে বাদী ঐ বৎসর মৌসুম শেষে সেখানে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং মৌসুমের শেষ ১০ দিন কাজ করে। কিন্তু বাদীকে ঐ ১০ দিনের কোন বেতন দেওয়া হয় নাই। ১৪-১১-৯০ইং তারিখের ৯০৩ নং স্মারক মোতাবেক বাদী ১৫-১১-৯০ইং তারিখ হইতে সেতাবগঞ্জ চিনিকলে যোগদান করিয়া চাকুরী করাকালে অবসর আদেশটি প্রাপ্ত হন। বাদীর বদলীজনিত জটিলতার কারণে বাদী বেতনাদি না পাওয়ায় কর্পোরেশনের সচিবকে ১৩-৮-৮৭ইং তারিখে লিখিতভাবে অবহিত করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে ৮৬-৮৭ হইতে ৮৮-৮৯ মৌসুমের বেতন, বোনাস ইত্যাদি বাদী ফরিদপুর চিনিকল হইতে প্রাপ্ত হন এবং ৮৯-৯০ হইতে ৯০-৯১ পর্যন্ত সময়কালে সেতাবগঞ্জ চিনিকল হইতে বাদী অমৌসুম রিটেনশন ভাতা প্রাপ্ত হন কিন্তু মৌসুমকালের বেতন, ভাতা, বোনাস, ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদিসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা হইতে বাদীকে বঞ্চিত করেন। বাদীর চাকুরীর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন ছিল এবং সমগ্র চাকুরী জীবনে বাদী বদলীজনিত ৪ বৎসর সময়কাল ব্যতীত নিয়মিতভাবে মৌসুমী সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। উক্ত ৪ বৎসরের মৌসুমী সুবিধা সহ ৪টি ইনক্রিমেন্টও বাদী পাইতে হকদার। দরখাস্তকারী -বাদীর বদলীজনিত ৪ বৎসর সময়কালের মৌসুমী ও অমৌসুমী সুযোগ সুবিধা ইনক্রিমেন্টসহ প্রতিপক্ষের নিকট হইতে যথাক্রমে ১৯৮৬-৮৭ মৌসুমে ২৬২০ টাকার স্কেলে আরো প্রাপ্য ৭,৫১৬ টাকা, ১৯৮৭-৮৮ মৌসুমে ২,৭৪০ টাকা স্কেলে ৫ মাস ৩ দিনের বেতন ভাতা ২১,৩০৯ এবং উৎসব বোনাস, উৎপাদন বোনাস ও অন্যান্য ভাতা বাবদ ১৯,৯০৯.৯৯ টাকা এবং অমৌসুমে নিম্ন স্কেলে রিটেনশন ভাতা প্রদান করায় আরও প্রাপ্য ৫৫৮ টাকা, ১৯৮৮-৮৯ মৌসুমে

২,৮৬০ টাকা স্কেলে ১০ দিনের বেতন ভাতা ১,৪৫৩ টাকা, উৎসব বোনাস ৫,৭২০ টাকা এর অমৌসুমের রিটেনশন ভাতা মূল বেতনের ৫০% হিসাবে ১৩,৪২৭ টাকা, ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে ৩,১০০ টাকা স্কেলে ২ মাস ১১ দিনের বেতন ভাতা ১২,০৪২ টাকা, উৎসব বোনাসসহ অন্যান্য ভাতা ১,১১১ টাকা এবং অমৌসুমের রিটেনশন ভাতা নিম্ন স্কেলে প্রদান করায় আরও প্রাপ্য ২,৩০৪ টাকা, ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমের অমৌসুমে রিটেনশন ভাতা (২৫-১-৯৭ হইতে ৩০-৬-৯৭ পর্যন্ত ৫,৪৪০ টাকা স্কেলে এবং১-৭-৯৭ হইতে ১১--১১-৯৭ পর্যন্ত ৬,৪৮০ টাকা স্কেলে) প্রাপ্য ২৭,৯০১ টাকা, ১৫-১১-৯০ হইতে ২৫-০১-৯৭ পর্যন্ত সময়ের ইনক্রিমেন্টজনিত বকেয়া বাবদ ১,১০,০০০ টাকা, সর্বমোট ২,২৩,২৫০.৯৯ টাকা, গ্রাচুয়িটি খাতে কম দেওয়ায় ৮৯,৬০০ টাকা, যাতায়াত ভাতা বাবদ ১২,৯৬০ টাকা এবং অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত সময়কাল চাকুরী করাইয়া সে খাতে ৬৫,০২১.৬০ টাকা একুনে সর্বমোট ৩,৯০,৮৩২.৫৯ টাকা পাইতে হকদার। প্রতিপক্ষগণ বাদীকে ঐ পাওনা টাকা না দিয়া বঞ্চিত করিয়াছেন। বাদীর ঐ পাওনা টাকা পাইতে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে ২২-৭-২০০০ইং তারিখে বাদী ১ নং প্রতিপক্ষ বরাবর লিখিত আবেদন করেন কিন্তু ১ নং প্রতিপক্ষের দপ্তর হইতে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় নাই। ফলতঃ বাদী শারীরিক ও মানষিকভাবে অসুস্থ্য হইয়া পড়েন এবং অক্টোবর/২০০০ হইতে অসুস্থতার কারণে চিকিৎসকের আওতায় থাকেন এবং মামলা দায়ের করিতে বিলম্ব ঘটে। বিলম্বকাল মওকুফ করার জন্য বাদী অত্রসহ মঞ্জুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) প্রোভাইসোমতে পৃথক দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। বাদীকে ব্যাকডেটে কার্যকরী দেখাইয়া ১১-১১-৯৭ইং তারিখের যে অবসর আদেশ প্রদান করেন উহাতে কর্তনকৃত মঞ্জুরীর টাকা হালনাগাদ (১১-১১-৯৭) পর্যন্ত বাদী পাইবার হকদার এবং বদলীজনিত ৪ বৎসর সময়কালের মৌসুমীকালীন চাকুরীর বকেয়া মঞ্জুরী ইনক্রিমেন্টসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদিসহ সর্বমোট ৩,৯০,৮৩২.৫৯ টাকা বাদীকে প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে ১নং প্রতিপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেতাবগঞ্জ চিনিকল লিঃ, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর ওকালতনামাসহ হাজিরা হইয়া এক লিখিত জবাব এবং আরজি সংশোধনের প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত জবাব দাখিল করিয়া বাদীর মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, অত্রাকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে, মামলাটি তামাদি দোষে বারিত, মামলাটিতে পক্ষদোষ রহিয়াছে। দরখাস্তকারী সম্পূর্ণ মিথ্যা উক্তিতে মামলাটি দায়ের করায় আইনতঃ কোন প্রতিকার পাইবেন না।

১ নং প্রতিপক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেতাবগঞ্জ সুগার মিলের দাখিলী জবাবের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ছিল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী মোঃ ওয়ালিউর রহমান ১৯৬৯-৭০ মৌসুমে ১৭-১১-৬৯ইং তারিখে মৌসুমী সিনিয়র প্যানম্যান পদে চাকুরীতে পঞ্চগড় সুগার মিলে যোগদান করেন এবং সেখানে চাকুরী করাকালে বি এস এফ আই সি প্রধান কার্যালয়ের ২-১২-৭৭ইং তারিখের আদেশবলে তাহাকে ফরিদপুর চিনিকলে বদলী করা হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে সেখানে চাকুরী করাকালে ২০-১০-৮৬ইং তারিখের প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশে ২-১২-৮৬ইং তারিখে ফরিদপুরে চিনিকল হইতে ঠাকুরগাঁও চিনিকলে বদলী করা হইলে সেখানে তাহাকে সিনিয়র প্যানম্যান পদে যোগদানের সুযোগ না থাকায় দরখাস্তকারীর চাকুরীতে যোগদান বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয় এবং প্রধান কার্যালয়ের সহিত ফরিদপুর ও ঠাকুরগাঁও চিনিকলের একাধিক করেসপন্ডেন্স চালিতে থাকে। পরবর্তীতে নিয়ন্ত্রকারী কর্তৃপক্ষ বিএসএফআইসি এর প্রধান কর্যালয়ের ১৬-২-৮৮ইং তারিখের নির্দেশবলে বাদীকে সেতাবগঞ্জ চিনিকলে বদলী করিলে বাদী সেখানে ২৮-১-৮৯ইং তারিখে মৌসুমী সিনিয়র প্যানম্যান হিসাবে যোগদান করেন। প্রধান কার্যালয়ের আদেশবলে বাদীকে ১৯৮৬-৮৭ মৌসুম হইতে ১৮-৪-৮৭ইং

তারিখ পর্যন্ত এবং ৩০-৩-৮৮ইং তারিখের আদেশবলে ১৯৮৭-৮৮ মৌসুমে বেতন ও ভাতাদিসহ যাবতীয় পাওনাদি ফরিদপুর চিনিকল প্রদান করেন এবং বাদীকে ১৮-৪-৮৮ইং তারিখের আদেশ বলে প্রধান কার্যালয় টাইমস্কেল প্রদানপূর্বক ৩-৫-৮৮ইং তারিখের আদেশবলে তাহার বেতন মালা নির্ধারণ পূর্বক সরকার ঘোষিত স্পেশাল ইনক্রিমেন্টও প্রদান করা হয়। বাদীর চাকুরী বহি পঞ্চগড় সুগার মিলে রক্ষিত থাকায় সেতাবগঞ্জ চিনিকল কর্তৃপক্ষ উহা লইয়া আসার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া ২৮-১০-৯৭ইং তারিখে সেতাবগঞ্জ সুগার মিলে পৌছিলে কর্তৃপক্ষ দেখিতে পান যে, বাদীর জন্ম তারিখ ১৫-১১-৩৯ইং এবং সেই মোতাবেক তাহার বয়স ১৪-১১-৯৬ইং তারিখে ৫৭ বৎসর পূর্তি হওয়ায় ১১-১১-৯৭ইং তারিখের ২১০৬ নং স্মারকে বাদীকে ১৪-১১-৯৬ তারিখ হইতে অবসর প্রদান করা হয়। বাদী অবসর আদেশ প্রাপ্তির পর জন্ম তারিখ পরিবর্তন করার জন্য ১৬-১১-৯৭ ইং তারিখে আবেদন করিলে উহা বিবেচনা করার কোন সুযোগ না থাকায় ২১-১-৯৮ ইং তারিখের ৩৬৯৫ নং স্মারকমূলে অবহিত করা হয়। কর্তৃপক্ষ ৫-৩-৯৮ইং তারিখের ৪৮৫০ নং স্মারকে দরখাস্তকারীর চাকুরী জীবনের গ্রাচুয়িটিসহ যাবতীয় পাওনাদির বিষয় অবহিত করিয়া উহা বুঝিয়া লওয়ার নির্দেশ দিলে বাদী তাহা ১২-২-৯৮ হইতে ১৯-২-৯৮ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করেন। বাদীর সংশোধিত আরজিমতে দাবীকৃত টাকা মিথ্যা এবং স্ববিরোধী। বাদী বিএস এফ আইসি প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশে ফরিদপুর চিনিকল হইতে ১৯৮৬-৮৭ ও ৮৭-৮৮ মৌসুমের বেতন, বোনাস, ভাতাদিসহ অন্যান্য যাবতীয় সুবিধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ১৯৮৮-৮৯ মৌসুম হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বেতন, বোনাস, রিটেশসন ভাতাসহ যাবতীয় পাওনাদি বুঝিয়া পাওয়ায় বাদীর দাবীমতে কোন টাকা পাইবার হকদার নহেন। বাদীর সংশোধিত আরজির ধারা মোতাবেক গ্র্যাচুয়িটি ও যাতায়াত খাতে পাওনা মজুরী পরিশোধ আইনে আদায়যোগ্য নহে এবং বাদীর গ্র্যাচুয়িটি ও যাতায়াত খাতে কোন পাওনা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে বকেয়া নাই। বাদীর সংশোধিত আরজির বর্ণনা মতে অতিরিক্ত সময়কালের চাকুরীর জন্য ৬৫,০২১.৬০ টাকা পাওনার দাবী ভিত্তিহীন এবং অতিরিক্ত সময়কালে বাদী আদৌ চাকুরী করেন নাই। বাদীর চাকুরী মৌসুমী হওয়ায় প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান বাদীকে ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমের শেষে রিটেনশন ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানপূর্বক রিট্রেঞ্চ করেন এবং ১৯৯৭-৯৮ মৌসুম শুরুর পূর্বেই তাহার ব্যক্তিগত নথি দৃষ্টে সঠিকভাবে ১৪-১১-৯৬ইং তারিখ হইতে অবসর প্রদান করেন এবং বাদী অবসর গ্রহণের পর তাহার চাকুরীর যাবতীয় সুবিধাদি গ্রহণ করিয়াছেন। সেহেতু প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের নিকট বাদীর কোন পাওনা নাই। সুতরাং বাদীর দাবীকৃত মতে কোন পাওনা পাইবার আইনতঃ হকদার না হওয়ায় মামলাটি খারিজযোগ্য হইতেছে।

অত্র পি, ডব্লিউ, মামলাটি ০৩-৭-২০০২ইং তারিখে অত্র শ্রম আদালত কর্তৃক আংশিক মঞ্জুর-অন্তে পাওনাদি ২ মাসের মধ্যে পরিশোধের নির্দেশ হইলে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে পি, ডব্লিউ, আপিল মামলা নং ৭২/০২ লেবার আপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ঢাকাতে দায়ের হয় এবং উক্ত ৭২/০২ পি, ডব্লিউ, আপীল মামলাটি মহামান্য আপীলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ৮-৭-০৩ ইং তারিখের রায়মূলে নিম্ন আদালতেররায় রদরহিত পূর্বক মামলাটি রায়ের দিক নির্দেশনার আলোকে পুনঃবিচারে ফেরৎ আসে এবং অত্র আদালত মহামান্য আপীলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রেরীত রেকর্ড ২৩-৭-০৩ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়া উভয় পক্ষকে তদবিরের সুযোগ প্রদান করিলে উভয় পক্ষই আরজি সংশোধন ও অতিরিক্ত জবাব দাখিল করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীতে নির্ধারিত হইলে দরখাস্তকারী পক্ষে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ ওয়ালিউর রহমানের অতিরিক্ত জবানবন্দী ও জেরা গৃহীত হয় এবং সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয় ও রায় প্রদানের জন্য গৃহীত হয়।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১। অত্রাকারে মামলাটি সচলযোগ্য কি-না ?

২। অত্র মামলাটি তামাদি দোষে বারিত কি-না ?

৩। দরখাস্তকারী (বাদী) পক্ষ কি অত্র মামলায় দাবীকৃত ৩,৯০,৮৩২.৫৯ টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

৪। দরখাস্তকারী বাদী কি প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিবেচ্য বিষয় নং ২

স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী মোঃ ওয়ালিউর রহমান, মৌসুমী সিনিয়র প্যানম্যান (অবসরপ্রাপ্ত) সেতাবগঞ্জ চিনিকল প্রতিপক্ষের নিকট চাকুরীর মঞ্জুরী পাওনা বাবদ ৩,৯০,৮৩২.৫৯ টাকা প্রদানের আদেশ চেয়ে মামলাটি দায়ের করেছেন। স্বীকৃতমতেই বিজ্ঞ পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত কর্তৃক ০৩-৭-০২ ইং তারিখের রায় ও আদেশে ২$\frac{১}{২}$ মাস বিলম্ব মওকুফ করেছেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে তামাদি ইস্যুটি বাদী পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ট্রাইবুন্যাল কোন বিপরীতধর্মী অভিমত পোষণ করেন নাই এবং মামলাটি রিমান্ডে আসিলে যুক্তিতর্ক শুনানীকালে প্রতিপক্ষ হইতে তামাদি ইস্যুটির উপর বিরোধিতা করিয়া কোন বক্তব্য রাখেন নাই। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় তামাদি ইস্যুটি দরখাস্তকারী পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

বিবেচ্য বিষয় নং ১

যুক্তিতর্ক পেশকালে অত্র পি,ডব্লিউ, মামলাটি অচল মর্মে প্রতিপক্ষ হইতে কোন বক্তব্য বা আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। মহামান্য আপীল ট্রাইবুন্যালের বিচারপতি মহোদয় পি, ডব্লিউ, আপীল ৭২/০২ মামলায় রায় প্রদানকালে অভিমত পোষণ করেছেন যে, অত্র পি, ডব্লিউ,মামলাটি মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারায় আনীত হইয়াছে এবং মামলাটি সচলযোগ্য। বর্ণিত কারণাধীনে অত্র আদালত ১নং বিবেচ্য বিষয়টি দরখাস্তকারী পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বিবেচ্য বিষয় নং ৩ ও ৪

৩ ও ৪ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। পক্ষগণ কর্তৃক হহা অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারী মোঃ ওয়ালিউর রহমান ২৫-১১-৬৯ইং তারিখে প্যানম্যান হিসাবে প্রথমে পঞ্চগড় সুগার মিলে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং চাকুরী করাকালে বিএসএফআইসি প্রধান কার্যালয়ের আদেশমূলে ফরিদপুর চিনিকলে বদলী হন এবং সেখানে চাকুরী করাকালে ২০-১০-৮৬ইং তারিখের প্রধান কার্যালয়ের আদেশে ঠাকুরগাঁও চিনিকলে বদলী করা হয় (বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-১, ১/১ বিএসএফআইসি প্রধান

কার্যালয়ের স্মারক নং ১৪৪২ দৃষ্টেসমর্থিত)। স্বীকৃত মতেই ঠাকুরগাঁও সুগার মিল কর্তৃপক্ষ বদলীকৃত মৌসুমী প্যানম্যান ওয়ালিউর রহমানকে ঠাকুরগাঁও চিনিকলে যোগদান করিতে না দিলে বিষয়টি বিএসএফআইসি প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করিলে উক্ত কর্পোরেশন দপ্তর থেকে পুনরায় তাহাকে ফরিদপুর সুগার মিলে বদলী করেন এবং একইভাবে ফরিদপুর সুগার মিলে বদলীকৃত প্যানম্যানকে কাজে যোগদান করিতে না দিলে মিল দুইটিতে বাদীকে একাধিক বার বদলী ও ফেরত বদলী করা হয় (এক্সিবিট-১, ১/২ ,১/৩, ১/৪, ১/৫, ১/৬, ১/৭, ১/৮, এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঙ-দ দৃষ্টে সমর্থিত) এবং অবশেষে ১৩ নং প্রতিপক্ষের সেতাবগঞ্জ সুগার মিলে এক্সিবিট-৫ বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন প্রধান কার্যালয়ের ১৬-২-৮৮ ইং তারিখের দপ্তর আদেশ প্রদঃ-এঃ স্মারক নং-১৯৮ মূলে বাদীকে ফরিদপুর চিনিকল থেকে বদলী করা হইলে বাদী ওয়ালিউর রহমান সেতাবগঞ্জ চিনিকলে ২৬-১-৮৯ ইং তারিখে মৌসুম শেষে কাজে যোগদান করেন এবং ১০ দিনে চাকুরী করিয়া ৪-২-৮৯ ইং তারিখে অব্যাহতি প্রাপ্ত হন (বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-৬৭ ও ৮ দৃষ্টে সমর্থিত) এবং সবশেষে বাদী ওয়ালিউর রহমান প্রতিপক্ষের সেতাবগঞ্জ চিনিকলে গত ১৫-১১-৯০ ইং তারিখে যোগদান করিয়া চাকুরী করিতে থাকেন এবং ১১-১১-৯৭ইং তারিখের প্রতিপক্ষ মিল মহা-ব্যবস্থাপকের ২১০৬ নং স্মারকমূলে ১৪-১১-৯৬ইং তারিখে ৫৭ বৎসর পূর্তিতে কার্যকরী দেখাইয়া চাকুরী থেকে অবসর আদেশ প্রদান করেন (প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট- ক মূলে সমর্থিত)। বাদী ওয়ালিউর রহমান প্রতিপক্ষের নিকট হইতে চাকুরীর মজুরী পাওনা বাবদ ৩৯০৮৩২.৫৯ টাকা আদায়ের আদেশের নিমিত্ত মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। দরখাস্তকারী বাদী এই মর্মে দাবী করেন যে , ফরিদপুর চিনিকলে পঞ্চগড় হইতে বদলী সূত্রে চাকুরী করাকালে ২০-১০-৮৬ইং তারিখে ঠাকুরগাঁও চিনিকলে বদলীর আদেশ প্রদান করেন কিন্তু তাহাকে ঠাকুরগাঁও চিনিকলে যোগদানে বাধা দিলে চিনিকল কর্পোরেশনকে অবহিত করিলে পুনরায় তাহাকে ফরিদপুর চিনিকলে বদলীর আদেশ দেন কিন্তু সেখানেও বাদীকে যোগদান করিতে দেওয়া হয় না। তৎপর ১৬-২-৮৮ইং তারিখের ১৯৮ নং স্মারকমূলে সেতাবগঞ্জ চিনিকলে বদলী করিলে বাদী ঐ বৎসর মৌসুম শেষে সেতাবগঞ্জ চিনিকলে যোগদান করিয়া ১০ দিন চাকুরী করেন এবং ১৪-১১-৯০ইং তারিখের ৯০৩ নং স্মারক মোতাবেক সেতাবগঞ্জ চিনিকলে ১৫-১১-৯০ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করিয়া চাকুরী করাকালে ১৪-১১-৯৬ইং তারিখ থেকে অবসর আদেশ ১১-১১-৯৬ইং তারিখের ২১০৬ নং স্মারকমূলে প্রাপ্ত হন। বাদীর বদলীজনিত জটিলতার কারণে বাদী বেতনাদি না পাওয়ায় ১৩-৮-৮৭ইং তারিখে কর্পোরেশনের সচিবকে লিখিতভাবে অবহিত করিলে ১৯৮৬-৮৭ হইতে ১৯৮৮-৮৯ মৌসুমের বেতন, বোনাস, ইনক্রিমেন্ট ফরিদপুর চিনিকল হইতে প্রাপ্ত হন এবং ১৯৮৯-৯০ হইতে ১৯৯০-৯১ পর্যন্ত সময়কালে সেতাবগঞ্জ চিনিকল থেকে বাদী অমৌসুম রিটেনশান ভাতা প্রাপ্ত হন কিন্তু বাদীকে মৌসুমী বেতন, ভাতা, বোনাসসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা হইতে বাদীকে বঞ্চিত করেন। বাদীর চাকুরীর ধারাবাহিকতা থাকা সত্ত্বেও বদলীজনিত জটিলতার কারণে ৪ বৎসরের নিয়মিত মৌসুমী সুযোগসুবিধাসহ ৪টি ইনক্রিমেন্টও পাইবার হকদার। বাদী প্রতিপক্ষগণের নিকট থেকে ১৯৮৬-৮৭ মৌসুমের পাওনা বাবদ ৭৫১৬ টাকা, ১৯৮৭-৮৮ মৌসুমে ২১৩০৯ টাকা ও উৎসব বোনাস ও ভাতা বাবদ ১৯,৯০৯ টাকা এবং ১৯৮৭-৮৮ অমৌসুমের রিটেনশন ভাতাদি বাবদ আরও ৫৫৮ টাকা এবং ১৯৮৮-৮৯ মৌসুমের ১০ দিনের বেতন পাওনা বাবদ ১৪৫৩ টাকা এবং উৎসব বোনাস বাবদ ৫৭২০ এবং অমৌসুমের রিটেনশান ভাতা বাবদ পাওনা ১৩৪২৭ টাকা কিন্তু প্রদান করেছেন ৯৯৭৭ টাকা এবং পাওনা থাকে ৩৪৪৯.৩৩ টাকা, ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে বেতন ভাতাদি বাবদ পাওনা ২৩১৫৩ টাকা এবং উক্ত অমৌসুমে রিটেনশান ভাতা বাবদ পাওনা ১৫৭৩১ টাকার মধ্যে

১৩১২৭ টাকা প্রদান করায় পাওনা থাকে ২৩০৪ টাকা। প্রতিপক্ষ বদলীজনিত ৪টি মৌসুমে/বৎসরে বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) প্রদান না করায় ইনক্রিমেন্টজনিত বকেয়া বাবদ (১৫-১১-৯০ হইতে ২৫-১-৯৭ পর্যন্ত সময়ের) ১১০,০০০ টাকা, গ্র্যাচুয়িটি খাতে ৮৯৬০০ টাকা কম দিয়াছেন এবং যাতায়াত ভাতা বাবদও আরও ১২৯৬০ টাকা পাবেন এবং অতিরিক্ত প্রায় এক বৎসর সময় চাকুরীকালের জন্য প্রদত্ত বেতন ভাতাদি বাবদ ৬৫০২১.৬০ টাকা বেআইনীভাবে কেটে নিয়াছেন। সুতরাং দরখাস্তকারী সর্বমোট ৩৯০৮৩২.৫৯ টাকা আদায়ের আদেশের নিমিত্ত মামলাটি দায়ের করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের জবাবের সুনির্দিষ্ট দাবী এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী বাদীকে ১৯৮৬-৮৭ মৌসুমে হইতে ১৮-৪-৮৭ইং তারিখ পর্যন্ত এবং ৩০-৩-৮৮ ইং তারিখের আদেশবলে ১৯৮৭-৮৮ মৌসুমে বেতন ও ভাতাদিসহ যাবতীয় পাওনাদি ফরিদপুর চিনিকল প্রদান করেন এবং ১৯৮৮-৮৯ মৌসুম হইতে ১৪-১১-৯৬ইং তারিখে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বেতন, বোনাস ও যাবতীয় পাওনাদি দরখাস্তকারী বুঝিয়া পাওয়ায় দাবীমতে কোন টাকা পাইবার হকদার নহেন। অতিরিক্ত সময়কালের চাকুরীর জন্য বাদীর ৬৫০২১ টাকা পাওনার দাবী ভিত্তিহীন। বাদীর দাবীমতে গ্র্যাচুয়িটি ও যাতায়াত ভাতা মজুরী পরিশোধ আইনে আদায়যোগ্য নহে এবং বাদীর গ্র্যাচুয়িটি ও যাতায়াত খাতে কোন পাওনা নাই। বাদী অবসর গ্রহণের পর তাহার যাবতীয় পাওনা গ্রহণ করায় দাবীমতে কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। বাদীর ৪ বৎসরের চাকুরীর জটিলতার বিষয় প্রধান কার্যালয়ের আদেশমূলে বাদী যাবতীয় পাওনাদি পেয়েছেন। বাদীর দাবী সঠিক নহে। পক্ষগণ নিজ নিজ মোকদ্দমা প্রমাণে মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। দরখাস্তকারী-বাদী তাহার মোকদ্দমা প্রদানে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ ওয়ালিউর রহমান দরখাস্তকারী স্বয়ং সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হইয়াছেন এবং কাগজাদি এক্সিবিট-১ হইতে ১৮১৯২০২০(ক) দালিলিক সাক্ষী হিসাবে প্রমাণে এসেছে। প্রতিপক্ষ কোন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন নাই। প্রতিপক্ষ শুধুমাত্র দালিলিক কাগজাদি এক্সিবিট- ক, খ, খ(১), খ(২), গ, দ, ধ, ন, প প্রমাণে এনেছেন। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী ওয়ালিউর রহমান এক্সিবিট-১৭, ১১-১১-৯৭ইং তারিখের ২১০৬ নং স্মারকমূলে ১৪-১১-৯৬ ইং তারিখ হইতে অবসর আদেশপ্রাপ্ত হন (এক্সিবিট- ক দ্বারা সমর্থিত)। ইহা পক্ষগণ কর্তৃক আরও স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী ১৪-১১-৯৬ ইং তারিখ হইতে ১১-১১-৯৭ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রায় এক বৎসর সময়কাল চাকুরীরত ছিলেন এবং বেতন ভাতাদি পেয়েছেন। স্বীকৃতমতেই এবং এক্সিবিট-১৬, ২৪-১-৯৭ ইং তারিখের ২৪৭৩ নং স্মারকমূলে ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমের চাকুরী থেকে ২৫-১-৯৭ ইং তারিখে রিলিজ আদেশ পান এবং এক্সিবিট- দ, ৫-১১-৯৭ইং তারিখের সেতাবগঞ্জ চিনিকলের ১৭৯১ নং বিজ্ঞপ্তিমূলে ২১-১১-৯৭ইং তারিখ হইতে ১৯৯৭-৯৮ মৌসুমের আখমাড়াই শুরু হইলে দরখাস্তকারীর ঐ৯৭-৯৮ মৌসুমের চাকুরীতে যোগদানের কোন সুযোগ ছিল না। কারণ দরখাস্তকারী ১১-১১-৯৭ইং তারিখের স্মারকমূলে ১৪-১১-৯৬ইং তারিখ থেকে চাকুরির অবসর আদেশ পেয়েছেন। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ ওয়ালিউর রহমান সাক্ষ্য দিয়ে বাদীর আরজির বক্তব্যকে করবরেট করিয়াছেন এবং দাখিলী এক্সিবিট- ১, ১(১) হইতে ১(৮) এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট- ঙ, চ, ছ, ঞ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী ফরিদপুর চিনিকলে চাকুরীকরাকালে ২০-১০-৮৬ইং তারিখের বিএসএফআইসি প্রধান কার্যালয়ের বদলীর আদেশমূলে ঠাকুরগাঁও চিনিকলে যোগদানপত্র দাখিল করেন কিন্তু ঠাকুরগাঁও কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়নের বাধার কারণে বাদী চাকুরী করিতে পারেন নাই এবং বিষয়টি বিএসএফআইসি প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করিলে কর্পোরেশন পুনরায় তাহাকে ফরিদপুর চিনিকলে ফেরৎ বদলী করেন এবং একইভাবে একাধিকবার বাদীকে দুইটি মিলে বদলী ও ফেরত বদলী করা হয় এবং শেষে ফরিদপুর চিনিকল থেকে বদলী করা হইলে বাদী সেতাবগঞ্জ চিনিকলে ২৬-১-৮৯ইং তারিখে মৌসুম শেষে

কাজে যোগদান করিয়া ১০ দিন চাকুরী করিয়া ৪-২-৮৯ইং তারিখে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হন (এক্সিবিট- ৬, ৭, ৮ দৃষ্টে সমর্থিত) এবং সর্বশেষে বাদী ওয়ালিউর রহমান প্রতিপক্ষের সেতাবগঞ্জ চিনিকলে ১৫-১১-৯০ইং তারিখে চাকুরিতে যোগদান করিয়া অবসরের তারিখ পর্যন্ত চাকুরীরত থাকেন এবং বেতন ভাতাদি গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে দেখা যায় বাদী ওয়ালিউর রহমানকে প্রথম ফরিদপুর চিনিকলে বদলী ও যোগদানের তারিখ ২৫-১১-৮৬ হইতে ১৫-১১-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত বদলীজনিত জটিলতার ও যোগদান করিতে না দেওয়ার কারণে ৪টি মৌসুম অর্থাৎ ১৯৮৬-৮৭, ১৯৮৭-৮৮১৯৮৮-৮৯, এবং ১৯৮৯-৯০ মৌসুমকালের জন্য ৪বৎসরের বেতন ও মজুরী পাওনাজনিত জটিলতার উদ্ভব ঘটে। স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী ওয়ালিউর রহমান একজন মৌসুমী শ্রমিক অর্থাৎ মৌসুমী সিনিয়র প্যানম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ ওয়ালিউর রহমান বাদীর জেরার স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, মৌসুম কাজ শেষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাঁটাই হয় এবং মৌসুমের শুরুতে নোটিশ মাধ্যমে ডেকে নিলে ও কাজে যোগদান করিলে রিটেনশান ভাতা পাইত এবং পরবর্তী মৌসুমে কাজে যোগদান না করিলে রিটেনশান ভাতা পাইত না। পি, ডব্লিউ-১ বাদীর জেরায় স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী এক্সিবিট-জ ২০-৭-৯৭ ইং তারিখের ৫১ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে ১৯৮৬-৮৭ মৌসুমে বেতনসহ আর্থিক সুবিধাদি পেয়েছেন কিন্তু এক্সিবিট-ট বিএসএফআইসি কর্তৃক ৩০-৩-৮৮ ইং তারিখে ৩৫২ নং স্মারকমূলে বাদীকে ১৯৮৭-৮৮ মৌসুমের বেতন পাওনাদি ১৯৮৬-৮৭ মৌসুমের ন্যায় ফরিদপুর চিনিকল থেকে পরিশোধের আদেশ হয় কিন্তু বাদী তৎমোতাবেক ১৯৮৭-৮৮ মৌসুমের পাওনাদি পান নাই। সুতরাং স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী-বাদী শুধুমাত্র ১৯৮৬-৮৭ মৌসুমের ১৮-৪-৮৭ ইং তারিখ পর্যন্ত বেতনসহ আর্থিক সুবিধাদি পেয়েছেন এক্সিবিট-জ দপ্তরাদেশ মূলে। কিন্তু পরবর্তীকালে দাবী মতে অবশিষ্ট ভাসমান সময়ের মৌসুমী বেতন ভাতা প্রদান করা হয় নাই। কাজেই প্রদর্শনী-SIU যাহা প্রতিপক্ষই দাখিল করিয়াছেন উহা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদীকে বদলীর কারণে কোন মিলই চাকুরীতে যোগদান করিতে দেন নাই এবং তৎকারণে ভাসমান সময়কে কর্মকাল গণ্য করিয়া কর্পোরেশন বেতন, ভাতাদি প্রদানের নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে ফরিদপুর চিনিকল কিছু ভাসমান সময়ের বেতন, ভাতা দিলেও অবশিষ্ট ভাসমান সময়ের বেতন, ভাতা বাদীকে কোন মিলই দেন নাই যাহা আইন ও ন্যায়বিচারে বাদী পাইতে হকদার। ইহা সুস্পষ্ট যে, বাদী ওয়ালিউর রহমানকে বদলীকৃত কোন মিল কর্তৃপক্ষ ও ইউনিয়ন পক্ষই যোগদান করিতে দেন নাই। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ ঐরূপভাবে যোগদান করিতে না দেওয়ায় কারণ বা অপরাধ কোথাও উল্লেখ করেন নাই বা বাদীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কোন নোটিস বা বাদীর চাকুরীতে যোগদানে ব্যর্থতার কারণে কোন প্রসিডিং বা বাদীকে দায়ী করিয়া কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। সুতরাং মিল কর্তৃপক্ষ বা কর্পোরেশনের ব্যর্থতার কারণেই বাদী ফরিদপুর চিনিকল হইতে প্রথম বদলীর তারিখ হইতে অর্থাৎ ২৫-১১-৮৬ইং তারিখ হইতে সেতাবগঞ্জ চিনিকলে যোগদানের তারিখ ১৫-১১-৯০ইং পর্যন্ত বাদী তাহার চাকুরীতে নিয়মিত কর্মরত ছিলেন গণ্য করা যায় এবং সেই মোতাবেক বাদী বেতন, ভাতা বোনাস মজুরী হিসাবে আইনতঃ পাইইবার হকদার থাকেন এবং বাদী ঐ সময়ে আংশিক যাহা গ্রহণ করিয়াছেন ঐ পরিমাণ অর্থ তাহার মোট পওনা থেকে বাদ যাইবে। এক্ষেত্রে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু বাদী ওয়ালিউর রহমানের গাফেলতি ও চাকুরীতে যোগদানের ব্যর্থতার কারণ প্রতিপক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত হয় নাই এবং যেহেতু প্রতিপক্ষ মিল ম্যানেজমেন্ট ও কর্পোরেশন কর্তৃক বাদীর বদলীজনিত জটিলতার কারণে চাকুরীতে বাদীকে নিয়মিত গণ্য করা যায়, সেহেতু বাদী ঐ ৪ বৎসর নিয়মিতভাবে চাকুরীতে নিয়োজিত গণ্য করিয়া বেতন,ভাতা বোনাস ও ইনক্রিমেন্ট আইনানুগভাবে পাইবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত দেওয়া যায়। স্বীকৃতমতেই এবং দরখাস্তকারীর দাখিলী

এক্সিবিট-১৯ বেতন নির্ধারণী সীট ও হিসাব বিবরণী এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ন দরখাস্ত কারীর নির্ধারণ সংক্রান্ত হিসাব বিবরণী পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, স্বীকৃতমতেই ২৫-১১-৮৬ইং তারিখে দরখাস্তকারীর ১৮৫০-১১০-২৬০০-১২০-৩২২০ টাকার স্কেলে মূল বেতন নির্ধারণ হইয়াছিল ২৬২০ টাকা এবং বেতন বৃদ্ধির তারিখ ছিল ২৫-১১-৮৭ এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দরখাস্তকারীর ২৫-১১-৮৮ইং তারিখ বেতন বৃদ্ধিসহ মূল বেতন দাঁড়ায় ২৮৬০ টাকা। ১-৭-৮৯ ইং তারিখে সরকার ঘোষিত একটি ইনক্রিমেন্ট যুক্ত করায় মূল বেতন দাঁড়ায় ২৯৮০ টাকা এবং বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট যোগ করিয়া ২৫-১১-৯০ইং তারিখে দরখাস্তকারীর মূল বেতন দাঁড়ায় ৩২২০ টাকা। ১৯৯১ সালের বেতন স্কেল ৩২০০-১৪০-৫৪৪০ টাকার স্কেলে দরখাস্তকারীর বেতন নির্ধারণ হয় ২৫-১১-৯১ ইং তারিখে ৪৭৪০ টাকা এবং বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট যোগ করিয়া ২৫-১১-৯৪ ইং তারিখে মূল বেতন দাঁড়ায় ৫১৬০ টাকা এবং ১-১-৯৫ইং তারিখের সরকারী সিদ্ধান্তে ১০% বেতন বৃদ্ধিতে এবং ২৫-১১-৯৫ইং তারিখে দরখাস্তকারীর মূল বেতন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৬৭৬ টাকা এবং স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারীর ১৪-১১-৯৬ ইং তারিখে অবসরের সময় মূল বেতন দাঁড়ায় ৫৬৭৬ টাকা। দরখাস্তকারীর প্লিডিং অবসরের সময় মূল বেতন ৫৪৪০ টাকা উল্লেখ করিলেও প্রকৃতপক্ষে অবসরের সময় দরখাস্তকারীর মূল বেতন নির্ধারিত হয় ৫৬৭৬ টাকা এবং সেহেতু বেতন বৃদ্ধিজনিত কারণে দরখাস্তকারী বকেয়া বেতন ভাতাদি পাইবার হকদার হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী ১৯৮৬-৮৭ মৌসুম থেকে ১৯৮৯-৯০ পর্যন্ত ৪টি মৌসুমের বেতন ভাতাদি বাবদ ৭৯,৭২৫ টাকা এবং ঐ ৪টি মৌসুমের অমৌসুমকালীন রিটেনশান ভাতা বাবদ ৪১৫১ টাকা, ১৯৯০-৯১ মৌসুম থেকে ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমে অবসরের তারিখ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধিজনিত বকেয়া বাবদ ১১২৯৪০ টাকা এবং ঐ সময়ের অমৌসুমকালীন রিটেনশান ভাতা বকেয়া বাবদ ২৭৫৭০ টাকা একুনে সর্বমোট ২২৪৩৮৬ টাকা আদায় পাইবার হকদার হইতেছেন । স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী ওয়ালিউর রহমান ১৪-১১-৯৬ ইং অবসরের তারিখ হইতে পরবর্তীতে ১৫-১১-৯৬ হইতে ১১-১১-৯৭ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রায় ১ বৎসর সময় চাকুরী করিয়া বেতন ভাতাদি গ্রহণ করিয়াছেন। স্বীকৃতমতেই প্রতিপক্ষ এক্সিবিট ঘ, ৫-৩-৯৮ইং তারিখের ৪৮৫০ নং দপ্তরাদেশমূলে অতিরিক্ত সময়ের গৃহীত বেতন ভাতা বাবদ ৬৫০২১.৬০ টাকা কর্তন করিয়াছেন (এক্সিবিট-ফ দ্বারা সমর্থিত) যাহা দরখাস্তকারী এই মামলায় দাবী করিয়া আদায়ের আদেশ চেয়েছেন । স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী মোঃ ওয়ালিউর রহমানকে ৫৭ বৎসর বয়স পূর্তিতে ১৪-১১-৯৬ ইং তারিখ থেকে চাকুরীর অবসর আদেশ প্রদান করেন ১১-১১-৯৭ই তারিখে ২১০৬ নং স্মারকমূলে এবং ব্যাকডেটে ১৪-১১-৯৬ ইং তারিখ থেকে অবসর কার্যকরী দেখাইয়াছেন । স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী ১১-১১-৯৭ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের চিনিকলে কর্মরত থাকিয়া বেতন ভাতাদি নিয়মিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারীর সার্ভিস রেকর্ড প্রতিপক্ষের দপ্তরে রক্ষিত-থাকিত এবং অবসর আদেশ ইস্যুর দায়িত্ব ছিল প্রতিপক্ষ মিলের, বাদীর নহে। তাই ৫৭ বৎসর বয়স পূর্তির পরবর্তীতে প্রায় ১ বৎসর পর ১১-১১-৯৭ইং তারিখে অবসর আদেশ ইস্যু করার জন্য বাদী দায়ী নহেন, বরং মিল কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনিক কর্মকর্তারাই দায়ী । দরখাস্তকারী ওয়ালিউর রহমান তাহার প্রদত্ত শ্রমের বিনিময়ে এক্সিবিট-ফ হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত বেতন ভাতাদি গ্রহণ করিয়াছেন। সাক্ষ্য থেকে আমরা পেয়েছি যে, দরখাস্তকারী ১১-১১-৯৭ইং তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করিলেও ১৯৯৭-৯৮ মৌসুমের আখমাড়াই কার্যক্রমে ২১-১১-৯৭ইং তারিখে কাজে বহাল না থাকায় পূর্ববর্তী ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমের অমৌসুমকালীন রিটেনশান ভাতা নিয়ম অনুযায়ী পাইবার হকদার নহেন (এক্সিবিট-২০, ২০(ক) দ্বারা সমর্থিত)। সেহেতু প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ফ হিসাব বিবরণীতে উল্লেখিত ১৯৯৬-৯৭ অমৌসুমের রিটেনশান ভাতা বাবদ প্রদত্ত ২০,৯০৮ টাকা বাদী আইনানুগভাবে পাইতে হকদার নহেন

এবং সেহেতু প্রতিপক্ষ উক্ত ২০,৯০৮ টাকা আইনানুগভাবে ফেরত কর্তন করিয়া লইতে পারিবেন এবং উক্ত টাকা বাদ দিয়া দরখাস্তকারী ৪৪,১১৩.৬০ টাকা বেতন ভাতাদি শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত হওয়ায় প্রতিপক্ষ আইনানুগভাবে উহা কর্তন করিতে পারেন না। সুতরাং দরখাস্তকারী অতিরিক্ত সময়ের জন্য বেতন ভাতাদি বাবদ ৪৪,১১৩.৬০ টাকা আইনানুগভাবেই ফেরত আদেশ পাইবার হকদার হইতেছেন। সুতরাং প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্ত কারী ওয়ালিউর রহমান ১৯৮৬-৮৭ থেকে ১৯৯০-৯১ পর্যন্ত ৪ টি মৌসুমের বেতন ভাতাদি বাবদ ৭৯,৭২৫ টাকা এবং ঐ মৌসুমের ৪ টি অমৌসুমকালীন রিটেনশান ভাতা বাবদ ৪,১৫২ টাকা, ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৬-৯৭ মৌসুমে অবসরের তারিখ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধিজণিত বকেয়া বাবদ ১,১২,৯৪০ টাকা এবং ঐ সময়ের অমৌসুমকালীন রিটেনশান ভাতা বাবদ বকেয়া ২৭,৫৭০ এবং অতিরিক্ত সময়ের চাকুরীকালে প্রাপ্ত কর্তনকৃত বেতন ভাতাদি বাবদ ৪৪,১১৩.৬০ টাকা একুনে সর্বমোট ২,৬৮,৪৯৯.৬০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট থেকে আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। দরখাস্তকারীর দাবীকৃত মতে গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ২৭ বৎসরের চাকুরীকালের জন্য সর্বশেষ মূল বেতন (৫৬৭৬×৫৪)=৩,০৬,৫০৪ টাকা পাইবার হকদার কিন্তু প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে মূল বেতন (৪৮৮০×৫৪=২,৬৩,৫২০ টাকা প্রদান করায় অতিরিক্ত (৩,০৬,৫০৪—২,৬৩,৫২০)= ৪২,৯৮৪ টাকা বকেয়া পাইতে হকদার এবং দরখাস্তকারী যাতায়াত ভাতা খাতেও ১২,৯৬০ টাকা দাবী করিয়াছেন। যেহেতু বর্তমান মজুরীটি পরিশোধ আইনে এই মামলাটি আনীত হইয়াছে এবং মজুরীর সংগায় গ্র্যাচুয়িটিকে এক্সক্লুড করা হইয়াছে সেহেতু এই মামলার বাদী যাতায়াত ভাতা ও গ্র্যাচুয়িটি বাবদ দাবীকৃত টাকা আদায়ের আদেশ পাইতে আইনতঃ হকদার নহেন। দরখাস্তকারী কর্তৃক দাবীকৃত গ্র্যাচুয়িটি বাবদে বর্ণিত টাকা ও যাতায়াত ভাতা অন্য আইনে বা বিধি মতে দরখাস্তকারী পাইতে পারেন, এই মামলায় উহা মঞ্জুর করার কোন অবকাশ নাই। বর্ণিত অবস্থাধীনে ও প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর দাবী আংশিক প্রমাণিত হইয়াছে এবং দরখাস্তকারী দাবীকৃত টাকার মধ্যে আংশিক ২,৬৮,৪৯৯.৬০ টাকা আদায়ের আদেশ বা প্রতিকার পাইবার হকদার হইতেছেন। সুতরাং দরখাস্তকারীর অত্র মজুরী পরিশোধ আইনে মামলাটি আংশিক মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডব্লিউ, মামলাটি দোতরফা সূত্রে ১নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এবং একতরফা সূত্রে অন্যান্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর (allowed in part) হয়। দরখাস্তকারী ওয়ালিউর রহমান, মৌসুমী সিনিয়র প্যানম্যান (অবসরপ্রাপ্ত), সেতাবগঞ্জ চিনিকল, দিনাজপুর এর চাকুরীর মজুরী পাওনা বাবদ ২,৬৮,৪৯৯.৬০ টাকা প্রতিপক্ষগণকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল। প্রতিপক্ষগণ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদেশ বর্ণিত পাওনা নির্ধারিত ২(দুই) মাসের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় দরখাস্তকারী মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারা মোতাবেক তাহার পাওনাদি আদায় করিয়া লইতে পরিবেন।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

শ্রম অদালত, রাজশাহী বিভাগ,রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ৩২/২০০২

মোঃ আকতার হোসেন বাদল, সভাপতি, নীলফামারী জেলা বাস, ট্রাক, মিনি-মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ২২০) কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, ডাক ও থান সৈয়দপুর, জেলা নীলফামারী—**বাদী**।

বনাম

১। মোঃ মহুবর রহমান (বল্টু), পিতা মৃত তমিজ উদ্দিন, সাং ও থানা জলঢাকা।

২। মোঃ আবদুল হান্নান, পিতা মোঃ জাকারিয়া মিয়া, সাং-মাগুড়া, থানা কিশোরগঞ্জ।

৩। মোঃ শফিকুল ইসলাম, পিতা অবঃ হাবিলদার আঃ হাই, সাং নতুন বাবুপাড়া, থানা সৈয়দপুর।

৪। মোঃ আছির উদ্দিন, পিতা আঃ গফুর, সাং আরাজি রামকলা, থানা নীলফামারী।

৫। মোঃ তাহের হোসেন, পিতা মোঃ ফারুক হোসেন, সাং-মাগুড়া, থানা কিশোরগঞ্জ।

৬। মোঃ শামীম আহমেদ, পিতা অজ্ঞাত, প্রযত্নেঃ মোঃ আবদুল হান্নান, সাং-মাগুড়া, থানা কিশোরগঞ্জ।

৭। মোঃ বেলাল হোসেন, পিতা- অজ্ঞাত, প্রযত্নেঃ ঐ

৮। মোঃ মশিউর রহমান, পিতা উমিয়া মামুদ, সাং বড় রাউতা, থানা ডোমার, সর্বজেলা নীলফামারী—**আসামীগণ**

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), বাদী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩৭ তাং ২৫-৭-০৪ইং

অদ্য মামলাটি সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। বাদীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বাদীর হাজিরাসহ কারণ দর্শাইয়া মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ২, ৬ ও ৭ নং আসামীর হাজিরা দাখিল করিয়াছেন এবং কারণ দর্শাইয়া ১, ৩, ৪, ৫ এবং ৮ নং আসামীর হাজিরা মওকুফ চাহিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন মালিক ও শ্রমিকপক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন এবং (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি উঠাইয়া লওয়ার দরখাস্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

অভিযোগকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আকতার হোসেন বাদল অভিযোগকারীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয়। পি, ডব্লিউ-১ অভিযোগকারীর রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, নালিশী দরখাস্ত ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। জবানবন্দী দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী আদালতের বাহিরে আসামীগণের সহিত বিরোধ আপোষ মীমাংসা করিয়া লইয়াছেন এবং অভিযোগকারী মামলাটি চালাইতে আগ্রহী নহেন এবং অভিযোগকারী মামলাটি উঠাইয়া লইবার আদেশ চেয়েছেন। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী এই প্রসংগে উল্লেখ করেন যে, মামলার অপরাধের ধারা মীমাংসাযোগ্য এবং আপোষ মীমাংসার প্রেক্ষিতে মামলাটি উঠাইয়া লইবার আদেশ পাইতে পারেন। সেহেতু অভিযোগকারীর মামলার নালিশ প্রত্যাহারের আদেশ দিতে আইনগত কোন বাধা নাই। ফলতঃ অভিযোগকারীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল এবং তৎপ্রেক্ষিতে আসামীগণ আইনতঃ অভিযোগের দায় হইতে খালাস পাইবেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলাটি নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে প্রত্যাহার করিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎ পোষকতায় আসামী মহুবর রহমান, আব্দুল হান্নান, শফিকুল ইসলাম, আসির উদ্দিন, তাহের হোসেন, শামীম আহমেদ, বেলাল হোসেন ও মশিউর রহমানকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারার বিধান মোতাবেক অভিযোগের দায় হইতে খালাস দেওয়া গেল এবং আসামীগণকে বেল বন্ডের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ৩/১৯৮৮

শ্রী বিনয় কুমার দাস, পিতা মৃত বিষপদ দাস, গ্রাম-কাঁটা পুকুরিয়া, পোঃ সিংড়া, জেলা নাটোর—বাদী।

বনাম

১। মোঃ ফারুক বেগ, ম্যানেজার, কসকর, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, রাজশাহী।

২। সেক্রেটারী, বাংলাদেশ কনজুমারস সাপ্লায়েজ করপোরেশন লিঃ ৬৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২—আসামী।

আদেশ নং ২৭ তাং ১৩-৭-০৪ইং

অদ্য মামলাটির তদ্বিরাদি গ্রহণ এবং পরবর্তী আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। পক্ষগণের কোন পদক্ষেপ নাই। নথি উপস্থাপন করা হইল।

অভিযোগকারী বিনয় কুমার দাস গরহাজির রহিয়াছেন এবং দীর্ঘদিন যাবৎ কোন তদ্বিরাদি গ্রহণ করেন নাই। অভিযোগকারী বিনয় কুমার দাসকে পুনঃপুনঃ ডাকাডাকি করিয়া পাওয়া গেল না। অভিযোগকারীর অব্যাহত অনুপস্থিতিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই অভিযোগকারী কর্তৃক আই,আর,ও, এর ৫৫ ধারা মোতাবেক আনীত ফৌজদারী মামলা হইতে আসামীগণকে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অভিযোগকারী কর্তৃক শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৫ ধারায় আনীত অভিযোগ হইতে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় আসামী মোঃ ফারুক বেগ, ম্যানেজার, কসকর, রাজশাহী ও সেক্রেটারী, কসকর লিঃ, দিলকুশা, ঢাকাকে অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র ফৌজদারী মামলাটি নিস্পত্তি করা গেল। আদেশের কপি গেজেটে প্রকাশের জন্য সরকার বরাবর প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিতঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ৬/২০০৪

আঃ আওয়াল, সভাপতি, সিরাজগঞ্জ জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ ২১৭, সিরাজগঞ্জ—বাদী।

বনাম

আনসার আলী, পিতা-গুনী শেখ, সাং-সয়াখান গড়া, থানা ও জেলা-সিরাজগঞ্জ—আসামী।

প্রতিনিধিঃ (১) জনাব মোঃ হেলাল আহমেদ, বাদী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৬ তাং ০২-৮-০৪ইং

অদ্য মামলাটি কগনিজেন্স সংক্রান্ত শুনানী ও রেজুলেশন কপি দাখিলের জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষের কোন পদক্ষেপ নাই।

অভিযোগকারী আঃ আউয়াল, সভাপতি, সিরাজগঞ্জ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন অদ্য আদালতে হাজির নাই এবং সে আদালতের চাহিদা মোতাবেক সাধারণ সভার কোন রেজুলেশন কপি দাখিল করে নাই। রেকর্ড কগনিজেন্স সংক্রান্ত শুনানীর জন্য লওয়া হইল। অভিযোগকারীর বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইল এবং দাখিলী ইউনিয়নের সংবিধান পুংখানুপুংখভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। অভিযোগকারীর অভিযোগ দরখাস্তের বর্ণনা মোতাবেক ১৩-৪-২০০৪ইং তারিখ হইতে সাধারণ সম্পাদককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা অব্যাহতি প্রদানের বিষয় দাবী করেন এবং অব্যাহতির প্রেক্ষিতে বিবৃতি প্রদান করায় ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করায় আসামীর বিরূদ্ধে অপরাধের অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু ইউনিয়নের সংবিধানে বর্ণিত ১৪ ধারায় ইউনিয়নের সভাপতি একক ক্ষমতাবলে সাধারণ সম্পাদককে বরখাস্ত করিতে পারিবেন ঐ মর্মে কোন বিধান বা ক্ষমতা বর্ণিত নাই এবং সংবিধানের ২৯ ধারা মোতাবেক অনাস্থা প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে বরখাস্ত বা অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে ঐ মর্মে কোন রেজুলেশনের কপি অভিযোগকারী দাখিল করেন নাই। অভিযোগকারীর বিজ্ঞ আইনজীবি অকপটে স্বীকার করেন যে, ঐ মর্মে কোন রেজুলেশন প্রকৃতপক্ষে নাই এবং সংবিধানেও সভাপতি একক ক্ষমতাবলে সাধারণ সম্পাদককে বরখাস্তের কথা উল্লেখ নাই। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারায় অপরাধ আমলে লওয়ার কোন প্রাইমাফেসী কেস দেখা যায় না। সুতরাং আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেওয়ার কোন প্রাইমাফেসী কেস না থাকায় অপরাধটি আমলযোগ্য নাই।

সুতরাং

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলার আসামী আনছার আলীর বিরুদ্ধে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৬ ও ৬২ ধারায় অপরাধ আমলে নেওয়া গেল না এবং মামালার অভিযোগ অগ্রাহ্যকরতঃ নিষ্পত্তি করা গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত ও কমিশনার, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

পি, ডব্লিউ, মামলা নং-৩/২০০৪

দরখাস্তকারী ঃ মোঃ মনসুর আলম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জেম জুট লিঃ, পঞ্চগড়।

বনাম

প্রতিপক্ষ ঃ মৃত আমিনার রহমান, পিতা মৃত হামিদুল্লাহ, গ্রাম দক্ষিণ তেলীপাড়া, পোঃ ধাক্কামারা, থানা ও জেলা পঞ্চগড়।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ৪ তাং ৩১-৮-০৪ইং

অদ্য মামলাটি দরখাস্ত শুনানী ও জবানবন্দী গ্রহণের জন্য দিন ধার্য আছে। মৃতের ওয়াশিরগণের পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী ওয়রিশগণের হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি শুনানীর জন্য পেশ করা হইল।

হলফনামা পাঠের মাধ্যমে পি, ডব্লিউ-১ সাহেরা খাতুন মৃত আমিনার রহমানের স্ত্রীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদী ওয়ারিশান সার্টিফিকেট এক্সিবিট-১, পৌরসভার প্রত্যায়নপত্র এক্সিবিট-২, মৃতের স্ত্রীর সত্যায়িত স্বাক্ষর এক্সিবিট-৩ এবং এফিডেভিট এক্সিবিট-৪ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। মৃতের স্ত্রী সাহেরা খাতুনের গৃহীত জবানবন্দী, এক্সিবিটকৃত কাগজাদি ও ওয়ারিশগণের প্রত্যেকের ২ কপি ছবি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জেম জুট মিল, পঞ্চগড়ের কর্মী আমিনার রহমান ৫-৫-০৪ইং তারিখ রাত আনুমানিক ১০.৩০ ঘটিকায় কর্মরত থাকাকালে মেশিন পরিস্কার করিতে থাকা অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। মৃতের পোষ্যদের (dependant) দাখিলী কাগজপত্র পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, মৃত আমিনার রহমানের স্ত্রী সাহেরা খাতুর, নাবালক এক পুত্র মোঃ তামিম বয়স ৫ বৎসর এবং নাবালিকা এক কন্যা মোছাঃ তামিমা বয়স ৩ বৎসর ওয়ারিশ রহিয়াছে এবং মৃতের নাবালক এক পুত্র ও নাবালিকা এক কন্যা হওয়ায় তাহাদের অংশের টাকা তাহাদের নিজ নিজ নামে ব্যাংকে এফ, ডি, আর, করিয়া রাখা আইনানুগভাবে সমীচীন এবং মৃতের স্ত্রী সাহেরা খাতুনের এক-তৃতীয়াংশের ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদান করা যাইতে পারে। তাই মৃত আমিনার রহমানের স্ত্রী সাহেরা খাতুনকে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের $\frac{১}{৩}$ অংশের টাকা চেক মাধ্যমে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং নাবালক পুত্রের $\frac{১}{৩}$ অংশের টাকা ও নাবালিকা কন্যার $\frac{১}{৩}$ অংশের টাকা এফ, ডি, আর, এ জমা রাখা হউক।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত ও কমিশনার, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ, রাজশাহী।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।